পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 22 Monday, 22 December, 2025 ✱ ৩১ বর্ষ, ২২ সংখ্যা ✱ ৬ পৌষ ১৪৩২, সোমবার, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

সাতসকালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ডিসেম্বরঃ রবিবারের সকালে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এলাকা, উত্তর চব্বিশ পরগনার ভুইয়া। রাস্তার ধারে গার্ডরেলে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় গাড়িটি। জখম হয়েছেন ৫ জন, তাঁদের মধ্যে দু'জন মহিলা। আহতদের চিকিৎসা চলছে, গাড়ির চালককে আটক করেছে পুলিশ। দুমড়ে গিয়েছে গাড়িটি। দ্রুত গতিতে ব্যারাকপুরের দিক থেকে আসছিল

বলে জানাচ্ছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। দূর থেকে তাঁদের চোখে পড়ে গাড়িটি দূর থেকে দ্রুত গতিতে এসে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। ১৬ ডিসেম্বর সকালেই দুর্ঘটনা ঘটে মা উড়ালপুলে। একের পর এক গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত হন এক বাইক আরোহী। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা যায়, মা উড়ালপুলে চলন্ত একটি গাড়ি প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। সেই ধাক্কায় গাড়িটি উল্টো দিকের লেনে চলে আসে এবং সামনে আসা আরেকটি গাড়িতে সজোরে ধাক্কা দেয়। এরপর সেই গাড়িতে ধাক্কা খায় একটি বাইকে। সংঘর্ষের জেরে বাইক আরোহী ছিটকে পড়েন রাস্তায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ। শীতে কুয়াশার জেরে ভারতের নানা এলাকাতেই দুর্ঘটনা বাড়ছে। ১৬ ডিসেম্বরেই ভোরে মথুরার যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে একের পর এক গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন অন্তত চার জন, আহত হয়েছেন আরও ২৫ জন। কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা অত্যন্ত কম থাকায় সাতটি বাস ও তিনটি গাড়ি একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের পর কয়েকটি গাড়িতে আগুন ধরে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এবার উত্তর দমদমে 'সেবাশ্রয়'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ডিসেম্বরঃ ডায়মন্ড হারবারের সঙ্গে উত্তর দমদম এক সূত্রে বাধা পড়ল 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে। ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাশ্রয় কর্মসূচি শুরু করেছেন। একইভাবে আজ, রবিবার

থেকে উত্তর দমদম বিধানসভা এলাকায় এই কর্মসূচি শুরু করলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সাংসদ সৌগত রায়, উত্তর দমদম পুরসভার চেয়ারম্যান বিধান বিশ্বাস সহ বিধানসভা এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। জানা গিয়েছে, গোটা বিধানসভা এলাকায় একমাস এই 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি চলবে। এরপর জানুয়ারি মাসে হালিশহরে তা শুরু করবেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক। এখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাবে। রয়েছে বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষার সুবিধা। উল্লেখ্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় কর্মসূচি এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে চলছে। এর আগে গত বছর প্রথম পর্যায়ে ৭৫ ধরে এই কর্মসূচি চলেছিল।

গার্ডেনরিচ বহুতল বিপর্যয়

নাম বদলে বিদেশে লুকিয়ে পলাতক মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ডিসেম্বরঃ গত বছরের ১৩ মার্চ কলকাতার গার্ডেনরিচের ফতেপুরে অবৈধ নির্মাণাধীন বহুতল ভেঙে পড়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন জমির অন্যতম মালিক মহম্মদ শাহনওয়াজ। প্রথম পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে 'ইয়েলো আউট নোটিস' জারি করা হলেও এত দিন তাঁকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। এ বার সেই পলাতক অভিযুক্তকে ঘিরে নতুন তথ্য হাতে এল তদন্তকারীদের। কলকাতা পুলিশের দাবি, গ্রেফতার এড়াতে দেশ ছেড়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আত্মগোপন করেছেন শাহনওয়াজ। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, নিজের নাম-পরিচয় বদলে আবুধাবিতেই বর্তমানে লুকিয়ে রয়েছেন তিনি। এই তথ্য নিশ্চিত হওয়ার পরই তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া জোরদার করেছে প্রশাসন। পুলিশ জানিয়েছে, শাহনওয়াজের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই ইন্টারপোলের মাধ্যমে 'ইয়েলো কর্নার নোটিস' জারি করা হয়েছে। ভারত পোর্টালের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে তাঁর অবস্থান সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আদান-প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে,

যাতে দ্রুত তাঁর অবস্থান নিশ্চিত করা যায়। উল্লেখ্য, গার্ডেনরিচ কাণ্ডের ৮৮ দিনের মাথায় জমা দেওয়া চার্জশিটে জমির মালিক ও প্রোমোটার-সহ মোট ছ'জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হলেও মূল অভিযুক্ত শাহনওয়াজ অধরা থাকায় বিচারপ্রক্রিয়া কার্যত থমকে যায়। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার পর বেশ কিছু দিন কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপন করে ছিলেন শাহনওয়াজ। পরে লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রশাসনিক ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে তিনি দেশ ছাড়েন। পুলিশের দাবি, আগেও কাজের সূত্রে দুবাই ও আবুধাবিতে যাতায়াত ছিল তাঁর। সেই পরিচিতি ও যোগাযোগই কাজে লাগিয়ে নতুন পরিচয়ে আবুধাবিতে নির্মাণশিল্পে কাজ শুরু করেছেন তিনি।

দীপু হত্যার বিচার চাই

অশান্ত বাংলাদেশ নিয়ে প্রথম বিবৃতি নয়া দিল্লির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ২১ ডিসেম্বরঃ বাংলাদেশে হিন্দু যুবক দীপু দাসকে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ। দীপু দাস খুনে ইউনূসকে কড়া বার্তা দিল ভারত। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলায় গভীর উদ্বেগপ্রকাশ করেছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। বিদেশমন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'দীপু হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা হবে।' গতকাল দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে কয়েক জন বিক্ষোভ দেখান। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের প্রথম সারির একাংশ সংবাদপত্রে খবর পরিবেশন করে। সেটা প্রচার করার দায়িত্ব নিয়েছেন সেখানকার সরকারি অফিসাররাই। ইউনূস প্রশাসনের তরফ থেকে বিভিন্ন ভাবে সেই খবরকে প্রচার করা হচ্ছে, দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে শুধু বিক্ষোভ হয়নি, বাংলাদেশের হাই কমিশনারকে দিল্লির মাটিতে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। রবিবার ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফ থেকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে,

২০-২৫ জন যুবক বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। বাংলাদেশে হাই কমিশনের সামনে যে বিক্ষোভ চলছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্যারিকেড করে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেওয়া হয়। ইউনূস প্রশাসনের তরফ থেকে যে প্রচার চলছে, সে ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। পাশাপাশি নয়া দিল্লির তরফ থেকেও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাংলাদেশ দীপু দাস হত্যায় যারা জড়িত, তাদের অতি দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। বাংলাদেশ কোন পথে হাঁটবে, সেটা সময়ের অপেক্ষা। বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। তার প্রেক্ষিতে ভারত পদক্ষেপ করবে, সেটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি অথরিটিকে নয়া দিল্লির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলায় ভারত উদ্বিগ্ন। ওসমান হাদির মৃত্যুর পর নতুন করে ফুঁসে উঠেছে বাংলাদেশ। সেই প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশে দীপু দাসের খুন! বছর সাতাশের দীপু স্থানীয় একটি পোশাকের কারখানায় কাজ করতেন। সূত্রের খবর, গত বৃহস্পতিবার রাতে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে কারখানার নিরাপত্তার স্বার্থে কর্তৃপক্ষ দীপুকে বাইরে বার করে দেয়। মুহূর্তে তাঁকে ঘিরে ফেলে উন্মত্ত জনতা। বাঁশ, লাঠি, লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। তাতে মৃত্যু হয় দীপুর। এর পর দেহটি গাছের সঙ্গে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেই ভিডিয়ো দ্রুত সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তা শিউরে ওঠার মতো।

বড়দিনের আগেই রক্তাক্ত রাজপথ!

জোহানেসবার্গে এলোপাথাড়ি গুলিতে ফের মৃত্যুমিছিল

সংবাদ সংস্থা, জোহানেসবার্গ, ২১ ডিসেম্বরঃ অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডি বিচের ভয়াবহ হত্যাকান্ডের স্মৃতি ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকায়। বড়দিনের আগেই রবিবার ভোরে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজপথ ফের রক্তে ভিজল। এলোপাথাড়ি গুলিতে প্রাণ গেল অন্তত ৯ জনের। আহত আরও ৯। জোহানেসবার্গের উপকণ্ঠে বেকারসডাল এলাকায় এই ভয়াবহ হামলা হয়েছে। চলতি মাসেই এটি দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় মাস শুটিংয়ের ঘটনা। এই আবহে জোহানেসবার্গে হামলার ঘটনায় দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশের হাতে এসেছে বিস্ফোরক তথ্য। রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকা পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার দুটি গাড়ি করে মোট ১২ জন এসেছিল বেকারসডাল এলাকায়। আচমকাই গাড়ি থেকে নেমে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে তারা। তবে তাদের হামলার নেপথ্যে ঠিক কী কারণ, তা এখনও স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে সোনার খনি এলাকা বেকারসডালের একটি দরিদ্র বসতিপূর্ণ এলাকায় একটি ট্যাভার্ন বা অনানুষ্ঠানিক বারে আচমকাই হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকবাজরা। সেই সময় বারে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আচমকাই ঢোকে বন্দুকবাজরা। এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। একাধিক আততায়ী ছিল বলেই খবর। পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন এসে আহতদের উদ্ধার করে আশেপাশের হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক

বলেই জানা গিয়েছে। অবশ্য প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নয়, রাস্তায় যাঁদের পেয়েছে, তাঁদেরই গুলি করা হয়েছে। গৌতেং প্রদেশের পুলিশ মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার ব্রেন্ডা মুরিডিলি এক জাতীয় সংবাদ সংস্থাকে জানান, নিহতদের পরিচয় এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত করা যায়নি। তাঁর কথায়, ''আমাদের কাছে আপাতত শুধু মৃতের সংখ্যা রয়েছে। কে কে নিহত হয়েছেন, তার বিস্তারিত এখনও হাতে আসেনি।'' হামলার মোটিভ এখনও অজানা। এই ঘটনার পিছনে কারা রয়েছেন তা খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন এক অ্যাপক্যাব চালকও। এই হামলার পর বেকারসডাল এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোসা ও অন্যান্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। সূত্রের খবর, ওই জায়গায় বেআইনিভাবে মদ বিক্রি করা হচ্ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি বড় সোনার খনির কাছাকাছি অবস্থিত এই বেকারসডাল অঞ্চলটি এবং দীর্ঘদিন ধরে দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও অপরাধের আঁতুড়ঘর হিসেবে পরিচিত। স্থানীয়দের মতে, এই এলাকায় মাঝেমধ্যেই গ্যাং হিংসা ও বেআইনি কার্যকলাপ মাথাচাড়া দেয়। তবে এই ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠছে দক্ষিণ আফ্রিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। কারণ, গত ৬ ডিসেম্বর রাজধানী প্রিটোরিয়ার কাছে একটি হস্টেলে বন্দুকবাজরা হামলা চালিয়ে খুন করেছিল ১২ জনকে। সেই ঘটনায় নিহতদের মধ্যে ছিল মাত্র তিন বছরের এক শিশুও। উল্লেখ্য, এমন ঘটনা জোহানেসবার্গে নতুন নয়। ২০২২ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের কাছেই সোয়েতো টাউনশিপের একটি বারে আচমকাই হানা দেয় দুষ্কৃতীরা। এলোপাথাড়ি গুলি চলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। সেই হামলাতেও মৃত্যু হয়েছিল ১৪ জনের।

রাষ্ট্রপতির সইয়ে আইনে পরিণত হল 'জিরামজি'

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বরঃ সপ্তাহ শেষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর থেকে অনুমোদন পেয়ে আইনে পরিণত হল মোদি সরকারের আনা বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, 'জিরামজি' বিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে লোকসভায় পাশ হয়েছিল এই জিরামজি বিল। রাজ্যসভায় পাশ হয়েছিল মধ্যরাতে। তারপর তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রপতির কাছে। অবশেষে রবিবার গ্যারান্টি। তবে তফসিলি উপজাতি ভুক্ত নাগরিকরা-যাঁরা বনাঞ্চলে থাকেন, তাঁদের দেওয়া ১৫০ দিনের কাজের গ্যারান্টি। এছাড়াও ফসল কাটার মরসুমে দেওয়া হবে ৬০ দিনের ছাড়। বাকি ৩০৫ দিনের মধ্যে পূর্ণ হবে ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, কাজের দিন বাড়িয়ে কি লাভ? বছর বছর ধরে একই মজুরিই দিয়ে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু তা-ই নয়, আরও একাধিক তাত্ত্বিক ফারাক রয়েছে

সেই বিলে স্বাক্ষর করে দিলেন রাষ্ট্রপতি। মনরেগাকে 'সরিয়ে' গ্রামীণ রোজগারকে সুনিশ্চিত করতে মোদি সরকারের আনা নতুন বিল সংসদে পেশের পর আইনে পরিণত হল মাত্র পাঁচদিনের ব্যবধানে। মনমোহন সিংয়ের জমানায় শুরু হয়েছিল মহাত্মা গান্ধি ন্যাশানাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট বা মনরেগা। তবে দেশের জনসাধারণের কাছে এটি ছিল ১০০ দিনের কাজ। এবার সেই আইনী কাঠামোতেই বদল ঘটাল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত তৈরির উদ্যোগকে সামনে রেখেই মোদি সরকার আনল ভিবি জিরামজি বিল। যা এবার পরিণত হল আইনে। এই আইনের ধারা ৫-এর ১ বলা হয়েছে, এবার থেকে ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি নয়। বরং উপভোক্তাদের দেওয়া হবে ন্যূনতম ১২৫ দিনের কাজের মনরেগা এবং জিরামজি-র মধ্যে। যেমন পূর্বে মনরেগার সম্পূর্ণ অনুদানের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাঁধে। তবে এবার কিছুটা দায়িত্ব রাজ্যের দিকেও ঠেলে দিয়েছে মোদি সরকার। জিরামজি-র জন্য অর্থ বরাদ্দ হবে ৬০:৪০ অনুপাতে। অবশ্য কংগ্রেসের মতে, এর মাধ্যমে রাজ্যগুলির উপর চাপ তৈরির চেষ্টা করছে কেন্দ্র। প্রসঙ্গত জিরামজি বিল, আইনে পরিণত হওয়ার আগের দিনই এটিকে 'কালো আইন' বলে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। তাঁর অভিযোগ, একদিকে মহাত্মা গান্ধির নামের উপর 'বুলডোজার' চালানো হচ্ছে। সঙ্গে কারা কর্মসংস্থান পাবেন, কতটা কাজ দেওয়া হবে, কোথায় কাজ দেওয়া হবে, সেই সকল ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

'সঙ্ঘের হাতে কোনও রিমোট কন্ট্রোল নেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ ডিসেম্বরঃ আরএসএসের শতবর্ষে কলকাতায় আয়োজন করা হল বিরাট সেমিনারের। কিন্তু তার অনুমতি পাওয়া নিয়ে চাপানউতোর কম হয়নি। জল গড়ায় একেবারে কলকাতা হাইকোর্টে। অবশেষে শনিবার সন্ধ্যায় জট কাটে কলকাতা হাইকোর্টে। কোর্টের হস্তক্ষেপে অনুমতি দেয় কলকাতা পুলিশ। শেষ পর্যন্ত সায়েন্স সিটির সেই সেমিনার থেকে ভোটমুখী বাংলায় দাঁড়িয়ে একগুচ্ছ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করতে দেখা গেল আরএসএস প্রধান মোহন ভগবতকে। আরএসএএসের কাজের আঙ্গিক, ধরন, সবটাই নিয়েই অকপটে বললেন নিজের মত। আরএসএসের হাতে যে কাউকে উপর কোনও কন্ট্রোল কখনওই থাকে না। আমাদের কাজ বন্ধুত্ব, শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেমের পথে চলা। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ, ব্যাকসিট ড্রাইভিংয়ের অনেক ন্যারেটিভ সামনে আসে। সেগুলি কী করে আসে তা আপনাদের জানা। কিন্তু এই সব কথায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের দায়িত্ব পাওয়া কার্যকর্তারা কর্ণপাত করেন না।'' প্রসঙ্গত, বাংলায় ভোট হোক বা ভিন রাজ্যের ভোট, বিজেপিকে আক্রমণ করতে গিয়ে বারবারই বিরোধীদের নিশানায় থেকে আরএসএস। অন্যদিকে আরএসএস ও তাদের শাখা সংগঠনের সম্পর্ক, দোলাচল নিয়েও চাপানউতোর নেহাত কম নেই। এক কালের স্বয়ংসেবকরা বর্তমানে

নিয়ন্ত্রণ করার কোনও 'রিমোট কন্ট্রেল' নেই তাও আরও একবার স্পষ্ট করলেন। স্বয়ংসেবকরা যে সত্যিকারেরই স্বয়ং সেবক তাও বললেন প্রকারন্তরে। এদিনের সেমিনার থেকে আরএসএস প্রধান বলেন, ''অনেক সংস্থা আছে, অনেক মানুষ আছে যাঁরা ব্যক্তিগত কিছু কাজও করছে। এরা সবাই সংঘের স্বয়ংসেবক, ওরা সর্বদাই সঙ্ঘের। ওদের বিচার, সংস্কার, দৃষ্টি সবই সঙ্ঘ দিয়েছে। তার আধারেই ওরা স্বতন্ত্র, স্বাবলম্বী থেকে ওরা নিজেদের কাজ করবে এটাই আশা করা হয়। আর আমরা এইভাবেই চলি।'' এরপরই স্পষ্টভাবে বলেন, ''সংঙ্ঘের কোনও নিয়ন্ত্রণ স্বয়ংসেবকদের উপর নেই, কোনও রিমোট আমাদের হাতে থাকে না। সংঘর এটা পদ্ধতই নই। সঙ্ঘর শাখায় স্বয়ংসেবকরা আসেন। ওদের অনেকেই দাপুটে সব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে উঠে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে বর্তমানে আরএসএসের সম্পর্কের রসায়ন, গতিপ্রকৃতি নিয়েও চর্চা কম নেই। যদিও মোহন ভগবত বলছেন, ''স্বয়ংসেবক হওয়ার পর তাঁরা যে ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেন তখন তাঁরা সেখানকার অনুশাসন পালন করে কাজ করেন। তাই আমি বলছি এদের দ্বারা যদি আপনারা সংঘকে দেখবেন বলে মনে করেন তাহলে বলব বাইরে যাঁরা কাজ করেন সেখানে তো অনেক ধরনের কথা হয়, বিপরীত হাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়েও ওদের কাজ করতে হয়। তবে ওদের সঙ্গে শলা পরামর্শ অবশ্যই চলে। আমাদের সাহায্য চাইলে অবশ্যই আমরা ওদের সাহায্য করব। ভাল কাজের জন্য তো আমরা সব সময়ই যে কারও সাহায্য করি।''

অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষণ বাড়িয়ে একলাফে ৫০ শতাংশ করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বরঃ অগ্নিপথ প্রকল্প ঘিরে চাকরি-নিশ্চয়তা নিয়ে যে প্রশ্ন বহুদিন ধরে উঠছিল, তার বড়সড় জবাব এল কেন্দ্রের তরফে। সীমান্তরক্ষা বাহিনী অর্থা বিএসএফে কনস্টেবল নিযগেে প্রাক্তন অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষণ এক লাফে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করা হল। আগে যেখানে এই সংরক্ষণ প্রস্তাব ছিল মাত্র ১০ শতাংশ, সেখানে নতুন নিয়মে অর্ধেক শূন্যপদই সংরক্ষিত থাকছে প্রাক্তন অগ্নিবীরদের জন্য। বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্ত জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি নিয়োগ বছরে বিএসএফের কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) পদে মোট শূন্যপদের ৫০ শতাংশ প্রাক্তন অগ্নিবীরদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পাশাপাশি, ১০ শতাংশ শূন্যপদ সংরক্ষিত থাকবে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য। এ ছাড়া, কমব্যাটাইজড কনস্টেবল (ট্রেডসম্যান) পদে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে বার্ষিক শূন্যপদের সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা হয়েছে। কেন্দ্রের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এই নিয়োগ হবে দু'টি ধাপে। প্রথম ধাপে, মোট শূন্যপদের ৫০ শতাংশে শুধুমাত্র প্রাক্তন অগ্নিবীরদের নিয়োগ করা হবে। এই পর্বের নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে নোডাল ফোর্স। দ্বিতীয় ধাপে, যদি প্রাক্তন অগ্নিবীরদের শূন্যপদ পূরণ না হয়, সেই শূন্যপদগুলিও দ্বিতীয় ধাপে যুক্ত হবে। মহিলা প্রার্থীদের বিষয়েও আলাদা করে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি করা হবে। এই গোটা সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫ সালের বিএসএফ জেনারেল ডিউটি ক্যাডার (নন-গেজেটেড) নিয়োগ বিধিতে

বাকি ৪৭ শতাংশ শূন্যপদের জন্য নিয়োগ করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন। এই ৪৭ শতাংশের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত থাকবে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য নির্ধারিত ১০ শতাংশ কোটা। পাশাপাশি, প্রথম ধাপে কোনও নির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে অনুযায়ী, মহিলা প্রার্থীদের জন্য শূন্যপদের সংখ্যা প্রতি বছর বিএসএফের ডিরেক্টর জেনারেল কার্যকরী প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারণ করবেন। অর্থাৎ, বছরে বছরে বাহিনীর প্রয়োজনের ভিত্তিতেই ঠিক হবে কতজন মহিলা প্রার্থী নিয়োগ সংশোধন এনেছে। সীমান্তরক্ষা বাহিনী আইন, ১৯৬৮-এর ১৪১ নম্বর ধারার উপধারা (২)-এর (বি) এবং (সি) ক্লজ অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগ করেই এই সংশোধনী আনা হয়েছে। নতুন বিধির নাম দেওয়া হয়েছে 'বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, জেনারেল ডিউটি ক্যাডার (নন-গেজেটেড) রিক্রুটমেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০২৫'। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই নিয়ম কার্যকর হয়েছে ১৮ ডিসেম্বর থেকে। প্রসঙ্গত, এর আগে কেন্দ্র সরকার বিএসএফ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বাহিনীতে প্রাক্তন অগ্নিবীরদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছিল। পাশাপাশি, বয়সসীমায় ছাড়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল- প্রথম ব্যাচের অগ্নিবীর এবং পরবর্তী ব্যাচের অগ্নিবীরদের জন্য আলাদা আলাদা ছাড়ের নিয়ম ছিল। কিন্তু চাকরির নিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছিল। বিশেষ করে চার বছরের মেয়াদ শেষে অগ্নিবীরদের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে উদ্বেগে ছিল যুবসমাজের একটা বড় অংশ। এবার সংরক্ষণ বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করার সিদ্ধান্তে সেই উদ্বেগ অনেকটাই কমাবে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। সীমান্তরক্ষা বাহিনীর মতো গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় বাহিনীতে প্রাক্তন অগ্নিবীরদের জন্য এত বড় অংশ সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্তকে অগ্নিপথ প্রকল্পের 'সবচেয়ে বড়' দিক হিসেবে দেখছেন অনেকে।

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর স্থান সুন্দরবন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেখানকার উন্নয়নে ব্যর্থঃভূপেন্দ্র যাদব

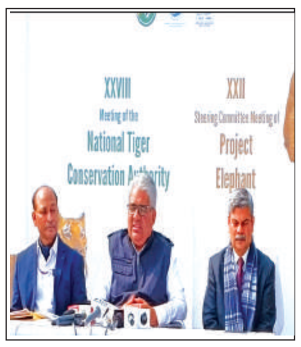

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ সু ন্দরবন বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর অঞ্চল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেখানের উন্নয়ন, পর্যটন প্রচার এবং স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের দাযিত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব রাজ্যের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন। তিনি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি সভায় যোগ দিতে সুন্দরবনে যান। বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি সুন্দরবনের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।ভূপেন্দ্র যাদব বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার বনাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ক্রমাগত অর্থ সরবরাহ করে আসছে। তিনি বিশেষভাবে সুন্দরদরবনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই অঞ্চলটি কেবল তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই পরিচিত নয়, পর্যটন ও কর্মসংস্থানের জন্যও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সুন্দরবনে পর্যটন ব্যাপকভাবে প্রচার করা যেতে পারে। এর ফলে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থান হবে এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ জোরদার হবে। তবে, রাজ্য সরকার এই দিকে গুরুত্ব সহকারে প্রচেষ্টা করছে না।ভূপেন্দ্র যাদব অভিযোগ করেছেন, উন্নয়নের পরিবর্তে সুন্দরবন অঞ্চলে অবৈধ দখলদারি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও পদক্ষেপ করুক বা না করুক, কেন্দ্রীয় সরকার সুন্দরবনের উন্নযনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার সুন্দরবনকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর এবং সুরক্ষিত অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

ছত্তিশগড়ের বনমন্ত্রী কেদার কাশ্যপের মাতৃবিয়োগ, মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই-এর শোকপ্রকাশ

রায়পুর, ২১ ডিসেম্বরঃ রবিবার সকালে প্রয়াত হয়েছে ছত্তিশগড় সরকারের বনমন্ত্রী কেদার কাশ্যপের মা মানকি দেবী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।রবিবার বনমন্ত্রী কেদার কাশ্যপ নিজের সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টের মাধ্যমে এই দুঃসংবাদের কথা জানান। । লেখেন, তাঁর পূজনীয়া মা মানকি দেবী কাশ্যপ আর আমাদের মধ্যে নেই। রবিবার দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা বস্তার জেলার ভানপুরি ফরসাগুড়া গ্রামে তাঁকে শেষ দেখা দেখতে পারবেন। পরে বিকেল ৪টায় নিজ গ্রাম ভানপুরি ফর্সাগুড়ায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে মানকি দেবীর শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। রবিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই শোকের মুহূর্তে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহল থেকে কেদার কাশ্যপের পরিবারকে সমবেদনা জানানো হচ্ছে।এদিন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই সামাজিক মাধ্যমে শোকপ্রকাশ করে জানান, মন্ত্রিসভার সহকর্মী কেদার কাশ্যপের পূজনীয়া মাতাজির প্রয়াণ অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। তিনি প্রয়াত মানকি দেবীর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, যেন শোকসন্তপ্ত পরিবার এই কঠিন সময়ে ধৈর্য ও শক্তি লাভ করে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ব্রহ্মপুত্রের বুকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নৌভ্রমণ, সুসজ্জিত চড়াইদেউ জাহাজে ২৫ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে ‘ পরীক্ষা পে চর্চ্চা’

গুয়াহাটি, ২১ ডিসেম্বর ঃ নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবার সকালে গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্র নদের বুকে নৌভ্রমণ করতে করতে অসমের নির্বাচিত ২৫ জন স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীর সঙ্গে ‘ পরীক্ষা পে চর্চা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মতবিনিমযকরলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ‘ পরীক্ষা পে চর্চা’-র মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে তিনতলা বিশিষ্ট জাহাজ এমভি চড়াইদেউ ২-এ অবস্থান করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত ২৫ জন স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীর সঙ্গে খোলামেলা কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। আলোচনায় পরীক্ষার চাপ মোকাবিলা, মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা এবং পড়াশোনায় ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন মোদী।গত ৭ নভেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের হাতে উদ্বোধিত গুয়াহাটি গেটওয়ে টার্মিনাল (ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট)-এ গিয়ে ভাসমান সেতু দিয়ে জাহাজে ওঠেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তাঁর কর্মসূচি চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী জাহাজের উপরের ডেক থেকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলেছেন।নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয় ব্রহ্মপুত্রের সংশ্লিষ্ট নদীপথে। ভোর থেকেই রিভার পুলিশ, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ) মোতায়েন ছিল। প্রধানমন্ত্রীর সফরের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তাজনিত কারণে গতশনিবার শনিবার থেকে দু'দিনের জন্য ব্রহ্মপুত্রে ফেরি পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়।‘ পরীক্ষা পে চর্চা’ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য রাজ্যের ১২টি জেলা থেকে যে ২৫ জন স্কুলপড়ুয়া সুযোগ পেয়েছে তাঁরা যথাক্রমে কামরূপ (মহানগর)-এর রয়্যাল গ্লোবাল স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র বিহান উপাধ্যায়, ডন বসকো স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী অনহিতা সিং (কামরূপ মেট্রো), উত্তর গুয়াহাটি গার্লস হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী অর্পিতা দাস (কামরূপ মেট্রো), অসম জাতীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী নিষ্ঠা বড়গোহাঁই (নুনমাটি, কামরূপ মেট্রো), শংকরদেব বিদ্যা নিকেতনের নবম শ্রেণির ছাত্রী শুভ্রজিতা বর্মণ (গুয়াহাটি, বিষ্ণুপথ, কামরূপ মেট্রো), গুয়াহাটি খানাপাড়া কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ত্রিদিশা মালাকার (কামরূপ মেট্রো), কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র অভিনীত বরুয়া (মালিগাঁও, কামরূপ মেট্রো), মরিগাঁওয়ের পিএম শ্রী আদর্শ বিদ্যালযের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী কৃষ্টিজিনা বরা, কামরূপ (গ্রামীণ জেলা)-এর দকুচি আদর্শ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী অচ্ছেতা শর্মা, কামরূপ (গ্রামীণ জেলা)-এর রঙিয়া জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র সোফুর রহমান, কামরূপ (গ্রামীণ জেলা)-এর পিএম শ্রী দমদামা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণির ছাত্র রঞ্জন কলিতা, মরিগাঁও জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র নাঈম মাসুদ, ডিব্রুগড় জেলার মরান বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র তন্ময় চুতিয়া, কাছাড় জেলা সদর শিলচরের মালুগ্রামে অবস্থিত সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনের দশম শ্রেণির ছাত্রী দেবাঞ্জলি ভট্টাচার্য, শ্রীভূমি জেলার দুল্লভছড়ায় অবস্থিত চরগোলা ভ্যালি পাবলিক হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী আনন্দিতা মিশ্র, কাছাড় জেলা সদর শিলচরের নরসিং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালরে একাদশ শ্রেণির ছাত্র পীযূষ দেবনাথ, ডিব্রুগড়ের মাজিয়ান চা বাগান মডেল স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী পল্লবী কর্মকার, ডিব্রুগড়ের ডিরিয়াল চা বাগান মডেল স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র বিকাশ ভূমিজ, বাকসা জেলার শালবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির ছাত্র অমিত দৈমারি, ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙের সরকারি বালক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র থাইসিন্দগাঁও থাওসেপ, কোকরাঝাড় জেলার পাটগাঁও কেজিবি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী যশ্মা বসুমতারি, মরিগাঁও জেলার পিএম শ্রী জলুগুটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালযের দশম শ্রেণির ছাত্রী জেনিফা আহমেদ, গোলাঘাট জেলার গোলক বরবরা হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী দিশা মির্ধা, কারবি আংলং জেলার পিএম শ্রী জেং রংপি ইংলিশ হাইস্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী ক্রিস্টিনা বেইপেই এবং নলবাড়ির সরকারি গার্ডন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী দৃষ্টি গোস্বামী।প্রসঙ্গত, অসমে এই প্রথম ব্রহ্মপুত্রের বুকে চলন্ত জাহাজে অনুষ্ঠিত ‘ পরীক্ষা পে চর্চা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কীভাবে বার্তালাপ করা হবে, কীভাবে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে হবে, কীভাবে বসতে হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সমগ্র শিক্ষা অসম-এর অধীনে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজ্যের যে সকল ছাত্রছাত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর ‘ পরীক্ষা পে চর্চা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বাছাই করা হয়েছিল তাদের গুয়াহাটির গণেশগুড়ির একটি হোটেলে গত ১৮ ডিসেম্বর থেকে রাখা হয়েছিল।

চট্টগ্রামের ভারতীয় ভিসাকেন্দ্র বন্ধ করল নয়াদিল্লি

ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর ঃ ওসমান হাদির মৃত্যুতে উত্তাল বাংলাদেশ। পরিস্থিতি বিচার করে চট্টগ্রামের ভারতীয় ভিসা কেন্দ্র (আইভ্যাক) বন্ধ করল নয়াদিল্লি। পাশাপাশি, সিলেটের ভারতীয় উপদূতাবাস এবং ভিসা আবেদন কেন্দ্রেরও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে খবর।চট্টগ্রামে ভারতের সহকারী হাই কমিশানার জানিয়েছে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনার জেরে নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। সেই কারণেই রবিবার থেকে চট্টগ্রামের ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রবন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভিসা কেন্দ্রের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এই মর্মে ভিসা কেন্দ্রের ওয়েবসাইটে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ‘ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে আইভ্যাক। যেসব ভিসা আবেদনকারীর অ্যাপয়েন্ট মেন্ট নির্ধারিত ছিল, তাঁদের জন্য নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে।'অন্যদিকে, অশান্তির আশঙ্কায় সিলেটের ভারতীয় উপদূতাবাস এবং ভিসাকেন্দ্রে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করেছে মহম্মদ ইউনুসের অন্তবর্তী সরকার।প্রসঙ্গত, হাদির মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার রাত থেকেই অশান্তির আগুনে পুড়তে থাকে বাংলাদেশ। জনতার রোষ থেকে রেহাই পায়নি ভারতীয় দূতাবাস, আওয়ামি লিগের দফতর। ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানটে আগুন ধরানো হয়। চলে ভাঙচুরও। উন্মত্ত জনতার হাতে চট্টগ্রামে খুন হন এক সাংবাদিক। পাশাপাশি, ময়মনসিংহে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এক হিন্দু যুবককেও।

উপত্যকা ঢাকল সাদা চাদরে, তুষারপাতের দাপটে নামছে পারদ

শ্রীনগরঃশীতের প্রকোপে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যেতে বসেছে জম্মু ও কাশ্মীরের জীবনযাত্রা। যত দূর চোখ যায়, শুধু বরফের আস্তরণ-এমনই ছবি ধরা পাছে উপত্যকার বিস্তীর্ণ এলাকায়। শনিবার রাত থেকে শুরু হওয়া আবহাওয়ার বদলের প্রভাব রবিবার সকাল হতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গুলমার্গ, সোনমার্গ-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের একাধিক উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে হালকা তুষারপাত শুরু হয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তুষারপাতের মাত্রা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে আবহাওয়া দফতর।উঁচু এলাকাগুলির পাশাপাশি সমতলের চিত্রও স্বস্তিদায়ক নয়। শ্রীনগর-সহ একাধিক জায়গায় ঝিরঝিরে বৃষ্টি চলছে। আবহাওয়াবিদদের মতে, সন্ধ্যা পর্যন্ত মাঝারি বৃষ্টিপাত হলে তাপমাত্রা আরও নীচে নামতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে সমতলের কিছু অংশেও তুষারপাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে আগামী কয়েক ঘণ্টা উপত্যকার আবহাওয়া আরও কঠোর রূপ নিতে পারে বলেই ইঙ্গিত।দীর্ঘ প্রায় দু'মাসের শুষ্ক আবহাওয়ার পর বারামুল্লা জেলায় শুরু হয়েছে হালকা বৃষ্টি। যদিও বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তি মিললেও, শৈত্যপ্রবাহের দাপটে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে। ঠান্ডার তীব্রতায় দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচলও। বিশেষ করে পাহাড়ি রাস্তাগুলিতে তুষার জমে যাওয়ায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষকে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিষেবা সচল রাখতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে প্রশাসনিক দফতরগুলিকে। পাশাপাশি, সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবিলায় তুষার সরানোর যন্ত্র এবং উদ্ধারকারী দলকে সতর্ক অবস্থানে রাখা হয়েছে।আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দিনে জম্মু ও কাশ্মীরের পাশাপাশি লাদাখ, মুজাফফরাবাদ এবং গিলগিট অঞ্চলেও ভারী তুষারপাত হতে পারে। এই সমস্ত এলাকায় তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার ফলে শৈত্যপ্রবাহ আরও তীব্র আকার নিতে পারে।শুধু উত্তর ভারতই নয়, দেশের অন্যান্য অংশেও শীতের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। মধ্য মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের বিভিন্ন অঞ্চল এবং তেলেঙ্গানায় শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাব ক্রমশ দেশের বিস্তীর্ণ অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।সব মিলিয়ে, তুষারপাত ও বৃষ্টির যুগলবন্দিতে কাশ্মীর উপত্যকা আবারও শীতের কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি। আগামী কয়েক দিন আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে উপত্যকার বাসিন্দাদের, কারণ শীতের এই দাপট যে আরও বাড়তে পারে, সে ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই মিলতে শুরু করেছে।

হানিমুনের আড়ালে খুনের ছক! কালো ট্রলিব্যাগে মিলল সূত্র, সোনমকাণ্ডে ৭০০ পাতার চার্জশিট পুলিশের

শিলং, ২১ ডিসেম্বরঃ দীর্ঘ সাত মাসের তদন্ত শেষে রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডে চার্জশিট জমা দিল মেঘালয় পুলিশ। মধুচন্দ্রিমার ছুতোয় স্বামীকে পাহাড়ি রাজ্যে নিয়ে গিয়ে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত তাঁর স্ত্রী সোনম রঘুবংশী এবং তাঁর প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা। আদালতে দাখিল করা প্রায় ৭০০ পাতার চার্জশিটে খুনের পুরো পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছে তদন্তকারী সংস্থা। গত ২৩ মে মেঘালয়ে হানিমুনে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হন রাজা রঘুবংশী এবং তাঁর স্ত্রী সোনম। প্রথম দিকে নিখোঁজের ঘটনায় ধোঁয়াশা তৈরি হলেও, দশ দিন পর, ২ জুন চেরাপুঞ্জির একটি জলপ্রপাতের কাছে এক এলাকায় রাজার দেহ উদ্ধার হয়। সেই সময় থেকেই তদন্তের মোড় ঘুরতে শুরু করে। পরে উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় সোনমকে। মেঘালয় পুলিশের দাবি ছিল, সোনম নিজেই পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, এই হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন সোনম এবং তাঁর প্রেমিক রাজ কুশওয়াহা। পুলিশ স্বামীকে খুন করার পর রাজের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করার পরিকল্পনা আগেই করে রেখেছিলেন সোনম। চার্জশিটে আরও বলা হয়েছে, রাজ কুশওয়াহা আগেভাগেই তিনজন সহযোগী, রোহিত চৌহান, আনন্দ

কুর্মি এবং আকাশ সিং রাজপুতকে মেঘালয়ে পাঠান। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সেরে ফেলতে তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তদন্তে উঠে এসেছে, খুনের সময় ঘাতকদের নির্দেশ দেন সোনম নিজেই। চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে, সোনম বলেছিলেন, এখানেই কাজটা সেরে ফেলো। পরে আর এই সুযোগ পাওয়া যাবে না। তবে পরিকল্পনা যতই নিখুঁতভাবে সাজানো হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সবকিছুই ভেস্তে যায়। পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের পর প্রথমে বিভ্রান্তিকর নানা কথা বললেও, পরে ধীরে ধীরে সমস্ত কিছু স্বীকার করেন সোনম। গ্রেফতারির পর থেকেই শিলংয়ের জেলে বন্দি রয়েছেন সোনম, তাঁর প্রেমিক রাজ এবং অন্য অভিযুক্তরা। সম্প্রতি শিলংয়ের একটি আদালত অভিযুক্তদের জামিনের আবেদন খারিজ করেছে। নিহত রাজা রঘুবংশীর দাদা বিপিন জানিয়েছেন, সোনম তাঁর জামিনের আবেদনে উল্লেখ করেছে সে রাজার সঙ্গে বিয়ে করে সুখে ছিল। এছাড়া রাজ কুশওয়াহার সঙ্গে সম্পর্কের কথাও অস্বীকার করেছেন। মেঘালয় পুলিশ জানিয়েছে, চার্জশিটের ভিত্তিতে মামলার বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত এগোনোর চেষ্টা করা হবে।

জানিয়েছে, মধুচন্দ্রিমায় যাওয়ার আগেই সোনম নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটি কালো ট্রলিব্যাগে ভরে প্রেমিক রাজের হাতে তুলে দেন। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই ট্রলিব্যাগই পুরো রহস্যের জট খুলতে সাহায্য করেছে। পুলিশের দাবি, এই ঘটনার মধ্য দিয়েই স্পষ্ট হয় যে,

নিষিদ্ধ তেল পরিবহণ রুখতে ভেনেজুয়েলার আরও একটি জাহাজ বাজেয়াপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের

কারাকাস (ভেনিজুয়েলা), ২১ ডিসেম্বরঃ যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়াশিংটন প্রশাসন কারাকাসের ওপর চাপ বাড়িয়ে ভেনেজুয়েলার দ্বিতীয় একটি বাণিজ্যিক জাহাজ বাজেয়াপ্ত করেছে। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে চলমান টানাপোড়েন নতুন মাত্রা পেয়েছে।শনিবার (ভারতীয় সময় অনুসারে রবিবার) মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, জাহাজটি ভেনেজুয়েলার তেল বহন করে এশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। চলতি মাসে দ্বিতীয়বার এমন পদক্ষেপ নেওয়া হলো। এদিকে, রাষ্ট্রসংঘ উভয় দেশকে সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ১০ ডিসেম্বর ‘ স্কিপার’নামের একটি বড় তেল ট্যাঙ্কার বাজেয়াপ্ত করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।মার্কিন স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা দফতরের সচিব ক্রিস্টি নোয়েম সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে জানান, ভোররাতে কোস্ট গার্ড ও নিরাপত্তা দফতরের যৌথ অভিযান চালিয়ে জাহাজটি আটক করে। ভিডিওতে দেখা যায়, একটি হেলিকপ্টার জাহাজটির ওপর নজরদারি করছে।এদিকে, ভেনেজুয়েলার বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইরান এই ঘটনাকে ‘ সমুদ্রদস্যুতার শামিল’ বলে মন্তব্য করেছে। অন্যদিকে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, মার্কিন সামরিক জাহাজ ও যুদ্ধপোত প্রশান্ত মহাসাগরে মোতায়েন থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে।উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রেসিডেন্ট মাদুরো ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসংঘের কাছে মার্কিন অবরোধ ও চাপের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘ উভয় দেশকেই সংযম বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে।

রবিবারও ‘ খুব খারাপ’ পর্যায়ে দিল্লির বাতাস, উদ্বিগ্ন রাজধানীর বাসিন্দারা

নয়াদিল্লি, ২১ ডিসেম্বর ঃ দিল্লির বাতাসের গুণগত মান নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত। যত শীত পড়ছে ততই খারাপ হচ্ছে রাজধানীর বাতাসের মান। দিল্লির বায়ুর মান যেন উন্নত হচ্ছেই না। রবিবারও ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকল দিল্লি। ‘ খুব খারাপ’ পর্যায়ে রইল বাতাসের মান। এদিন সকালের তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির বাতাসের গড় গুণগত মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) ছিল ৩৯০, বেশ কিছু অঞ্চলে একিউআই চারশো ছাড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, অক্ষরধাম, আনন্দ বিহারের মতো এলাকাগুলির বায়ুর মান 'গুরুতর' পর্যায়ে পৌঁছেছে। তলানিতে ঠেকেছে দৃশ্যমানতা। এ দিন সকালেও ধোঁয়াশায় আড়ালে উধাও হয়েছিল তাজ মহল।এদিন রাজঘাট অঞ্চলে বায়ুর গুণগত মান ছিল ৩৭৬, কাশ্মীরি গেট অঞ্চলে বাতাসের গুণগত মান ছিল ৪৪৮, ইন্ডিয়া গেট অঞ্চলে একিউআই এর মাত্রা ছিল ৩৮১, আইটিও সংলগ্ন এলাকায়, অক্ষরধাম মন্দির এলাকায়ও ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে ছিল রবিবারের সকাল।উল্লেখ্য, বাতাসের গুণগত মান বা এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) এর সূচক ০-৫০ এর মধ্যে থাকলে 'ভালো', ৫১-১০০ একিউআই-কে 'সন্তোষজনক' হিসেবে গণ্য করা হয, ১০১-২০০ একিউআই-কে 'মাঝারি' গুণমান হিসেবে ধার্য করা হয, ২০১-৩০০ একিউআই-কে 'খারাপ' বলা হয়ে থাকে, ৩০১-৪০০ একিউআই-কে 'খুব খারাপ' পর্যাযভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং ৪০১-৫০০ কে 'গুরুতর' বলে বিবেচনা করা হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগনাজেলার দক্ষিণ বারাসতে কালিপুর অদ্বৈত্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে অঙ্গন প্রতিযোগিতা উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হল রবিবার। চিত্র- কৌশিক কুমার সাহা।

জি রাম জি বিল বাতিলের দাবিতে আগরতলায় কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল

আগরতলা, ২১ ডিসেম্বর ঃ এমজিএন রেগা-এর নাম পরিবর্তন করে পাস হওয়া ‘ জি রাম জি বিল’ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ আন্দোলন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। রবিবার রাজধানী আগরতলায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে বিক্ষোভ মিছিল করেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকেরা। মিছিল শেষে শহরের মাঝামাঝি স্থানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল দাহ করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের কর্পোরেট গোষ্ঠী, জালিযাত ও প্রতারক চক্রকে শক্তিশালী করছে। দেশের মাত্র ১ শতাংশ ধনীদের স্বার্থ সুরক্ষায় ভরসা করে একের পর এক আকর্ষণীয় প্রকল্প ঘোষণা করা হচ্ছে। যার ফলেই দেশের ৯৯ শতাংশ সাধারণ মানুষের আর্থিক ভিত ভেঙে পড়ছে বলে দাবি করেন তিনি।প্রবীর চক্রবর্তী আরও অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রীয় সম্পদ, বিমান পরিষেবা, জল পরিবহণ, রেল পরিষেবা এবং বিভিন্ন উপাদনমুখী রাষ্ট্রীয় সংস্থা দ্রুত বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কেন্দ্র। সরকারি তথ্যের ভিত্তিতে তিনি দাবি করেন, এর ফলে কর্মী ছাঁটাই, বেকারত্ব বৃদ্ধি, মজুরি হ্রাস এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা চরম আকার নিচ্ছে। পাশাপাশি নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও আর্থিক বৈষম্যও উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে।কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, এসব সমস্যার সমাধানে কোন কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আরও আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করছে। স্বল্পকালীন সংসদ অধিবেশনের আগে ‘ শ্রম কোড’-এর নামে আনা নতুন আইনগুলি শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। শুধু ন্যায্য অধিকারই কেড়ে নেওয়া হয়নি, বরং সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তাও ব্যাপকভাবে বিপন্ন হয়েছে বলে দাবি তাদের।

সামাজিক মাধ্যমে তসলিমাকে সমর্থন নেটনাগরিকদের

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ ঢাকায় নজরুল ইসলামের সমাধিস্থলের পাশে বাংলাদেশের আন্দোলনকারী নেতা সদ্য প্রয়াত হাদিকে সমাধিস্থ করা এবং সেদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে গত শনিবার ফের তোপ দাগলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। এর জেরে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। এদিন বেলা সাড়ে তিনটায় ২৭টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। প্রায় সবকটিই তাঁর সমর্থনে।তসলিমা লিখেছেন, ওরা তসলিমার ফাঁসির দাবিতে দেশ জুড়ে জিহাদি তাণ্ডব চালিয়ে ছিল, দেখেছি কিন্তু প্রতিবাদ করিনি। ওরা তসলিমার মাথার মূল্য ধার্য করেছিল, শুনেছি কিন্তু প্রতিবাদ করিনি। কারণ তসলিমা তো রাখঢাক করে কিছু লেখে না, ধর্মের নিন্দে করলে এমন তো হবেই!প্রতিক্রিয়ায় অজিতা মিত্র লিখেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েতে ওই জায়গাটা এমন করে সাজানো, বুঝতে পারছি না ঠিক কোথায় কবর দেবে। কাজী নজরুল ইসলামের কবরে গিয়ে আমি একা একা বসে থাকতাম। কী যে প্রশান্তি সেখানে! সেই স্থানটাতেও নতুন করে কিছু করতে হবে ইন্টেরিম বুদ্ধিতে!হিরক মিঁয়া তালুকদার লিখেছেন, এই সরকার যা ইচ্ছে তাই করছে। মনোজ সমাদ্দার লিখেছেন, একদম সঠিক প্রশ্ন করেছেন। একজন কবির পাশে জঙ্গির দেহ, ছি ঃ ভাবা যায় না! শিবশঙ্কর ঘোষ লিখেছেন, জঙ্গি দেশে এধরণের পদক্ষেপ অস্বাভাবিক

রাশিফল

মেষঃমেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি চমকার দিন হতে চলেছে। আপনার শক্তি এবং উসাহ আপনার প্রতিটি কাজে ফুটে উঠবে। ইতিবাচক অনুভূতি আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও ছড়িয়ে পড়বে। পারিবারিক সম্পর্ক আনন্দে ভরে থাকবে এবং আপনি প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানো উপভোগ করবেন। শুভ দিন হবে

বৃষঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। একে স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট দিশায় রাখতে আপনার জীবন শৈলী পরিবর্তন করার সঠিক সময়। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা কঠিন হতে পারে। আপনার তীক্ষ্ণ চিন্তাভাবনার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপনি মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ অনুভব করতে পারেন। আপনার মন অস্থির থাকবে, যার ফলে আপনার পক্ষে নিজের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা কঠিন হবে।

কর্কট রাশি ঃ কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং আশাব্যঞ্জক দিন। আপনার চারপাশের পরিবেশ ভালবাসা ও সম্প্রীতিতে পূর্ণ থাকবে, যা আপনার সম্পর্ক গুলোকে সতেজ করে তুলবে।

সিংহঃ হাওয়ায় প্রাসাদ বানিয়ে সময় নষ্ট করবেন না। তার চেয়ে উপযুক্ত কাজ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। এটি আপনার আর্থিক উপকারে আসবে।

কন্যা ঃ কন্যা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি কঠিন দিন হতে পারে। এটি কিছু সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সময় হতে পারে, যা আপনার মানসিক এবং আবেগিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিবাহের যোগ।

তুলাঃ একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আজ আপনার সামনে উপস্থাপিত বিনিয়োগ স্কিমগুলিকে নিয়ে দুইবার ভাবা উচিত। আপনার পদ্ধতিতে উদার হোন এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে সুন্দর ভালোবাসার মুহূর্ত কাটান।

বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং উসাহব্যঞ্জক দিন হবে। আপনার চারপাশে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হচ্ছে, যা আপনার সম্পর্কগুলোকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে। সন্তান হতে পারে।

ধনুঃ যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।

মকরঃমকর রাশির জাতক জাতিকারা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার জীবনে হঠাৎ কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে, যা আপনার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত করবে। কাজের সুযোগ হবে

কুম্ভঃযোগব্যায়াম ও ধ্যান আপনাকে মানসিকভাবে ফিট রাখতে এবং থাকতে সাহায্য করবে। শুভ দিন।

মীনঃমীন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা কঠিন হতে পারে। আপনি আপনার চারপাশের পরিস্থিতির প্রতি সংবেদনশীল থাকবেন। এই সময়টি আপনাকে আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ

আবহাওয়া

ডিসেম্বরের শেষ হতে যায়। কিন্তু এখনও জাঁকিয়ে শীতের দেখা মেলেনি দক্ষিণবঙ্গে। তাপমাত্রা কোথাও এখনও ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামেনি। এই মুহূর্তে ঝপ করে পারদ নেমে যাওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। আপাতত তাপমাত্রার ওঠানামা চলবে। খুব ঠান্ডা না থাকলেও, শীতের আমেজ রয়েছে। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গের কোথাও আগামী সাত দিন তাপমাত্রার হেরফেরের সম্ভাবনা নেই। কলকাতার আকাশ পরিষ্কার এবং মেঘমুক্ত থাকবে। তবে একাধিক জেলায় কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে কলকাতাতেও। এ ছাড়া, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে। উত্তরবঙ্গের পাহাড় ঘেঁষা জেলা গুলিতে অবশ্য ঠান্ডা ভালোই রয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ১২মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫০মনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৫৭মনিটে হতে পারে।

জামালপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন ফেডারেশনের ব্লক সম্মেলন

দুরন্তবার্তা, সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ ডিসেম্বর ঃ রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারি কর্মচারী সংগঠন ফেডারেশনের পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লক সম্মেলন আজ অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, ফেডারেশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি আশীষ ঘোষ সহ জেলা ও ব্লক স্তরের বিভিন্ন নেতৃত্ব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের জেলা সভাপতি শেখ মোজাফ্ফর, পিডব্লিউডি জেলা সভাপতি সুব্রত সাঁই, জেলা সম্পাদক সুমন পাল, জেলা কমিটির সদস্য অনিমেষ গোস্বামী, ফেডারেশনের জামালপুর ব্লক সভাপতি কৃষ্ণেন্দু গোস্বামী, সম্পাদক সুপ্রকাশ পাল সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সভাপতি ও সদস্যরা। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয়, ব্যাচ, মোমেন্টো ও ডায়েরি দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। পাশাপাশি, সংগঠনের প্রাক্তন সদস্যদের;যাঁরা অবসর গ্রহণ করেছেন বা অতীতে সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন;তাদেরও বিশেষভাবে সম্মান জানানো হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেহেমুদ খাঁন বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত শাখা সংগঠন একটি পরিবারের মতো কাজ করে। ব্লকে এমন একটি সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য তিনি সংগঠনের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন, যারা এখনও ফেডারেশনের পতাকার তলায় আসেননি, তাদের সংগঠনের আওতায় আনতে হবে এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রীকে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরাতে হবে। বিধায়ক অলক কুমার মাঝি তার বক্তব্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠন ফেডারেশনের সার্বিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির কামনা করেন এবং সকলকে একজোট হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। জেলা সভাপতি আশীষ ঘোষ বলেন, ব্লক স্তরে সংগঠনের শক্তিশালী ডেটাবেস তৈরি করা জরুরি। তিনি জানান, বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মচারী সংগঠনের সদস্য সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষে পৌঁছেছে। এই সাফল্যের জন্য তিনি রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক ও সভাপতি মানস ভুঁইয়াকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাতকে আরও শক্ত করার বার্তা দেন। ব্লক সভাপতি কৃষ্ণেন্দু গোস্বামী তার বক্তব্যে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, ভূতনাথ মালিক সহ নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নিয়মিত সহযোগিতার জন্য বিডিও পার্থ সারথী দেকেও ধন্যবাদ জানান। কুয়াশা ও প্রবল শীত উপেক্ষা করে দূরদূরান্ত থেকে ছুটির দিনেও সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এদিনের সম্মেলনে ব্লকের কর্মচারীদের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, আইসিডিএস, বিদ্যুৎ, কৃষি, ভিআরপি সহ বিভিন্ন দপ্তর থেকে শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা ও পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য হিল্লোল দাস।

প্রেমিকের সাথে নিজের স্ত্রীর বিয়ে দিয়ে দিল স্বামী বাসন্তীতে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসন্তী ঃ প্রেমিকের সাথে নিজের স্ত্রীর বিয়ে দিয়ে দিলো স্বামী সুন্দরবনের বাসন্তীতে। দু'জনের মধ্যে অনেক দিন ধরেই বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে, এই অভিযোগে বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির এক তৃণমূল সদস্যের সঙ্গে নিজের স্ত্রীর বিয়ে দিলেন এক ব্যক্তি। সেই বিয়ের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে।আর তা নিয়ে থানায় অভিযোগও দায়ের হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের বাসন্তী থানার ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবগঞ্জের বাসিন্দা দীপঙ্কর দাসের সঙ্গে দেখাশোনা করে বিয়ে হয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার বাসিন্দা গোলাপি মজুমদারের। তাঁদের ১৬ বছরের এক পুত্র-সন্তান (বিশেষ ভাবে সক্ষম) রয়েছে। গোলাপি আইসিডিএসের সহায়িকা পদে কাজ করেন।দীপঙ্করের দাবি, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য রিপন হালদারের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তা নিয়ে সংসারে অশান্তি লেগেই ছিল। মীমাংসার জন্য সালিশি সভাও ডাকা হয়েছিল।কিন্তু সমস্যা মেটেনি। বিষয়টি থানা পর্যন্ত গড়িয়েছিল। মাস আটেক আগে গোলাপি ছেলেকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তারপর থেকে ক্যানিং থানা এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছেন। আর সেখানে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন রিপন। গত শুক্রবার দীপঙ্কর কোনও ভাবে জানতে পারেন, গোলাপির সঙ্গে দেখা করতে রিপন ক্যানিংয়ের ভাড়া বাড়িতে এসেছেন। এরপরই দীপঙ্কর পরিবারের লোকজন এবং কিছু স্থানীয় মানুষজনকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে যান। দু'জনকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখে জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। মালাবদল ও সিঁদুরও পরানো হয়। আর তার ছবি তুলে কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেন। মুহূর্তের মধ্যে সেটা ভাইরাল হয়ে যায়। দীপঙ্কর জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী রিপনকে ভালবাসেন।তাই তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দু'জনের বিয়ে দিয়েছেন। রিপনের দাবি, তাঁকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁকে সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী তাঁকে মারধর পর্যন্ত করা হয়েছে। গোলাপিও একই অভিযোগ করেছেন। তিনি স্বামী, দেওর এবং কয়েকজন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। আর পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

জয়নগরের মোয়া তৈরীতে স্বনির্ভর হচ্ছে জয়নগরের গৃহবধূরা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ জয়নগরের মোয়া তৈরীর কাজে হাত লাগিয়ে স্বনির্ভর হচ্ছে জয়নগর বহড়ুর গৃহবধূরা। জয়নগরের মোয়ার খ্যাতি এখন বিশ্বজুড়ে।জিআই তকমা পাওয়ার পর কদর আরও বেড়েছে। শীত শুরু হতেই মোয়া বানানো শুরু হয়েছে জয়নগর ও বহড়ুতে। মোয়া বানাতে দক্ষ অনেক গৃহবধূ। তাঁদের মোয়া তৈরির কাজে লাগাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।এর ফলে এই এলাকার মহিলারা স্বনির্ভর হচ্ছেন। রোজগার বাড়ছে তাঁদের। এখন নিজেদের সংসার সামলে সকালে মোয়ার দোকানে যাচ্ছেন এই এলাকার গৃহবধূরা। তাঁদের বয়স ৩৫ থেকে ৬৫ বছর। বহড়ু ও জয়নগর এলাকার বাসিন্দা তারা। বহড়ুর অভিজ্ঞ মোয়া ব্যবসায়ী গণেশ দাস, রঞ্জিত ঘোষ বলেন, পুরুষদের তুলনায় মোয়ার পাক মহিলারা ভাল দিতে পারেন। দ্রুত তৈরি করতে পারেন। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোয়ার সিজন। পরিণীতা দাস নামে এক গৃহবধূ বলেন, এ সময় আমাদের কিছু বাড়তি আয় হয়। পুরুষরা প্যাকেজিংয়ের কাজ করেন। আমরা মোয়া তৈরি করি। একটি কড়াতে প্রায় ১৬-১৭ কিলো কনকচূড় ধানের খই ও মুড়কি থাকে। তাতে নানা উপাদান দিয়ে মোয়া তৈরি হয়। প্রতি প্যাকে ৪০ টাকা করে দেওয়া হয় আমাদের। যে পরিমাণ তৈরি করতে পারি সেই অনুযায়ী টাকা পাই আমরা। আর এক গৃহবধূ শ্যামলী মিস্ত্রি বলেন, সকাল আটটার পর কাজ শুরু করি আমরা। চলে দুপুর ১ পর্যন্ত। এই কাজ করে নিজেদের আয়বাড়াতে পারছি। আরতি দাস বলেন, এই কাজ করায় সংসারে উপকার হচ্ছে। ঘরের কাজ সেরে চলে আসতে হয় দোকানে। স্বাস্থ্যসম্মত বিধি মেনে মাথায় ক্যাপ বেঁধে আমরা কাজ করি। এ প্রসঙ্গে আরও এক গৃহবধূ জানান, এই কাজ করে ছেলে মেয়ের পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছি। আগে মজুরি কম ছিল। এখন মোয়ার বাজার ভাল হওয়ায় আমাদের মজুরিও বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা। আর এই জয়নগরের মোয়ার হাত ধরে স্বনির্ভর হচ্ছে জয়নগর বহড়ুর গৃহবধূরা।

উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিশুদের শিল্পকর্ম

দুরন্তবার্তা, অভিজিৎ হাজরা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া ঃ উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রের ৬১টি বিদ্যালয়কে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ধূলাসিমলা বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে হাটগাছা, ১, হাটগাছা, ২, তপনা, ধুলাসিমলা ও হিরাপুর; এই পাঁচটি অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি। এই প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিশুদের হাতের কাজ নিয়ে গড়ে ওঠা আর্ট এক্সিবিশন এবং ড্রয়িং কম্পিটিশন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরাজ মণ্ডল নিজে হাতে শিশুদের তৈরি শিল্পকর্ম সাজিয়ে প্রদর্শনী গড়ে তোলেন। প্রদর্শনীতে ১০০টিরও বেশি হাতের কাজ স্থান পায়, যা দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরাজ মণ্ডল, সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শুভ্রা দাস এবং জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অজয় মণ্ডল সহ শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে সেরা ১০টি বিদ্যালয়কে পুরস্কৃত করার কথা জানানো হয়। ক্রীড়া ও শিল্পচর্চার সমন্বয়ে অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মত প্রকাশ করেন অতিথিরা।

চা-ওয়াল মনোজ এখন মুর্শিদাবাদের 'টক অব দ্যা টাউন'

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ শহরের মনোজের চায়ের দোকান এখন 'টক অব দ্যা টাউন'। শীতের সকালে মনোজের চায়ের দোকানে গেলেই 'ফ্রি'তে তাঁর গলায় শুনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন শিল্পীর গান। চা তৈরি করে বিক্রি করতে করতে গান গেয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন রীতিমতো ভাইরাল জঙ্গিপুরের মিধ্যাপাড়া এলাকার বাসিন্দা বছর চল্লিশের মনোজ। পরিবারের হাল সামলাতে জঙ্গিপুরের পুরাতন বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন ক্ষুদিরাম মোড় এলাকায় ছোট্ট একটি চায়ের দোকান রয়েছে মনোজের। প্রায় ২৮ বছর ধরে সেখানেই দোকানদারি করছেন তিনি। চা তৈরী করতে করতেই বিভিন্ন শিল্পীর গান গাওয়া এবং দোকানে চা খেতে আসা লোকেদেরকে সেই গান শোনানো মনোজের নেশা। সকালে এসে দোকান খোলা থেকে শুরু করে চা তৈরি এবং খদ্দেরদের হাতে সেই চা হাতে তুলে দেওয়া, সব কাজটাই একা হাতে করতে হয় মনোজকে। তবে গান পাগল মনোজ তার খদ্দেরদের আরও ভালো ভালো গান শোনাবেন বলে কিনে ফেলেছেন অত্যাধুনিক একটি 'সাউন্ড সিস্টেম'। একহাতে মাইক্রোফোন নিয়ে অন্য হাতে চলতে থাকে চা তৈরি করে তা খদ্দেরদের হাতে তুলে দেওয়ার কাজ। আর সেই খদ্দেরদের অনুরোধে একের পর এক ৮০ এবং ৯০ দশকের গান গেয়ে চলেন মনোজ। মনোজ বলেন,দ ছোট থেকেই আমার গানের নেশা। সারাদিনে আমি অসংখ্য গান শুনি, কারণ গান না শুনলে গান গাওয়া যায় না। মহম্মদ রফি আর সাব্বির কুমারের গান আমার গলায় বেশি মানায়। তবে এই চায়ের দোকান আমার কর্মস্থল। এখান থেকেই আমার রুটি রুজির সংস্থান হয়। গান আমাকে কাজের শক্তি যোগায়। মনোজ আরও জানান, কোনওদিন স্কুলে প্রথাগত শিক্ষা নেওয়া বা গান শেখার সুযোগ আমার হয়নি। আমার দোকানে আসা খদ্দেরদেরকে চায়ের সঙ্গে নতুন কিছু দিয়ে আকর্ষণ করার তাগিদ থেকে আমার ভালো লাগার গান তাঁদেরকে গেয়ে শোনাই। আর মনোজের গান শুনতে তাঁর চায়ের দোকানে যেমন ভিড় জমছে সাধারণ মানুষের, অন্যদিকে পথ চলতি মানুষও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন সেই গান শুনতে। মনোজ জানিয়েছেন, নতুন করে সাউন্ড সিস্টেম লাগিয়ে গান শোনানোর পর তার দোকানে চায়ের বিক্রি বেশ কিছুটা বেড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা দেবকুমার বসু বলেন, মনোজার দোকানের খুব কাছেই আমার বাড়ি। সুযোগ পেলেই আমি ওর দোকানে চা খেতে তার সঙ্গে গান শুনতে চলে আসি। বর্তমান সময়ে প্রকৃত সঙ্গীতপ্রেমীর খুব অভাব। এখনকার ছেলে মেয়েরা মোবাইল ফোনের নেশায় মগ্ন। সেখানে মনোজের গানের প্রতি এই টান আমার খুবই ভালো লাগে। আমিও সময় সুযোগ পেলে মনোজের সঙ্গে একটু গান গুনগুন করে দিই।

ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলার প্রস্তুতিপর্ব তুঙ্গে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন ঃ শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী পৌষ মেলা ঘিরে শুরু হয়েছে অন্তিম পর্যায়ের প্রস্তুতি। মেলা ঘিরে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ। পৌষ মেলায় আনুমানিক ১৫০০টি স্টল বসতে চলেছে, বলে জানায় বিশ্বভারতীর মেলা কমিটি। মেলা চলাকালীন আড়াই হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকবে বলে জানিয়েছেন বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগারওয়াল। নিরাপত্তা জোরদার করতে মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে বসানো হয়েছে প্রায় ৩০০টি সিসিটিভি ক্যামেরা। পাশাপাশি ৫টি ড্রোনের মাধ্যমে আকাশপথ থেকেও নজরদারি চালানো হবে। এছাড়াও মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন জায়গায় থাকছে ওয়াচ টাওয়ার। পুরো মেলাকে কার্যত নজরদারির চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। মেলায় আগত শিশুদের নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান এসডিপিও। ভিড়ের মধ্যে যাতে কোনোভাবেই শিশু হারিয়ে যাওয়া বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়ে পুলিশকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগারওয়াল পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খুঁটিয়ে খতিয়ে দেখেন। কোথাও কোনো খামতি যেন না থাকে, সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে বলে জানান তিনি। এছাড়াও, মেলা চলাকালীন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে বিশেষ কন্ট্রোল রুম। যে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলেও সংবাদ মাধ্যমকে জানান এসডিপিও রিকি আগারওয়াল। মেলার প্রস্তুতির অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এদিন শান্তিনিকেতন পৌষ মেলার মাঠে হাজির হন বিশ্বভারতীর আধিকারিক, কর্মী এবং মেলা কমিটির সদস্যরা। মেলা প্রাঙ্গণে এবছর আরও বড় খোলা জায়গা রাখা হচ্ছে, যাতে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও দর্শনার্থীদের চলাচল আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়। মেলা মাঠে স্টল তৈরির কাজ শুরু হতেই বর্তমানে ব্যাপক ধুলোর সমস্যাও দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ২২ ও ২৩ তারিখ থেকে ধুলো নিয়ন্ত্রণের কাজ পুরোপুরি শুরু হবে এবং পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই পরিবেশগত দিকটি নজরে রেখে শান্তিনিকেতন মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন জায়গায় পরিবেশ দপ্তরের পক্ষ থেকে পলিউশন মাপার যন্ত্র বসানো হয়েছে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের দাবি, মেলা চলাকালীন পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে দর্শনার্থী ও ব্যবসায়ীদের কোনো অসুবিধা না হয়।

বিএসএফ থেকে সাসপেন্ড করা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, রিষড়া হুগলি ঃ ২২ দিন পাকিস্তানে বন্দি থাকার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতায় দেশে ফেরেন পূর্ণম। এই বছরের এপ্রিলের শেষের দিকে, পহেলগামে জঙ্গিহানার পরপরই পাঠানকোটে সীমান্তে কর্তব্যরত অবস্থায় পাক রেঞ্জার্সের হাতে বন্দি হয়েছিলেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণমকুমার সাউ। সেই পূর্ণমকে কি বিএসএফ থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে? এ নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও এই খবর ঠিক নয় বলে দাবি করেছেন পূর্ণম। এ দিন দিল্লিতে বিএসএফ সূত্রের খবর, পূর্ণমকে বাহিনী থেকে 'সরিয়ে দেওয়া' হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তও চলছে। তিনি ঠিক কী ভাবে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে ঢুকে পড়েছিলেন, তাঁর পিছনে আরও কেউ বা কোনও সিন্ডিকেট আছে কি না, তিনি ও পারে আটক থাকাকালীন কোনও অফিশিয়াল তথ্য ফাঁস করেছেন কি না, এ সবই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ দিন হুগলির রিষড়ার পঞ্চাননতলার হরিসভা লাগোয়া বাড়িতে ছিলেন বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান থেকে বন্দিদশা কাটিয়ে আমি দেশে ফিরেই বাহিনীর কাজে যোগ দিয়েছি। ছ'মাস ধরেই কাজ করছি। বন্দি থাকার সময়ে আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা ছিল। এখন আমার মেয়ে হয়েছে। শিশু সন্তানের জন্য আমি ১০ দিন হলো ছুটি নিয়ে রিষড়ার বাড়িতে এসেছি।' তাঁর বিরুদ্ধে বিএসএফ কোনও 'শাস্তিমূলক পদক্ষেপ' করেছে কি না, এই প্রশ্নে খানিকটা থমকে যান পূর্ণম। বলেন, 'আমি এখন হিমাচল প্রদেশের কাংড়ায় কর্মরত। আমাকে সাসপেন্ড করা হয়নি। আমি চাকরিও ছাড়িনি।' তাঁর সংযোজন, 'কাজে যোগ দেওয়ায় ক্ষেত্রে কাগজপত্রের একটা বিষয় থাকে। সেই প্রক্রিয়া চলছে। যদি কাজের জায়গায় আমার কোনও সমস্যা হয়, তা হলে আপনাদের জানাব।'

প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ উপকৃত সেবাশ্রয় ২-তে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বজবজঃ বজবজে শেষ করে এবার বিষ্ণুপুরে শুরু হবে সেবাশ্রয় শিবির। ১৩ জনের ছানি অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে রবিবার বজবজে শেষ হয়ে গেল সেবাশ্রম শিবির। সেবাশ্রয় ২ শিবির সোমবার থেকে বিষ্ণুপুর বিধানসভা এলাকায় শুরু হবে। গত তিন সপ্তাহে এই শিবিরগুলি জনসেবার প্রতি তাদের অঙ্গীকারকে আরও একবার প্রমাণ করেছে। মাত্র ২১ দিনের মধ্যেই প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ এই পরিষেবা থেকে উপকৃত হয়েছেন। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় গড়ে ওঠা সেবাশ্রয় মানুষের জীবনে আলো ফিরিয়ে আনতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। মহেশতলার ১৩ জন প্রবীণ বাসিন্দার সফলভাবে ছানি অস্ত্রোপচার হয়েছে রেণুকা আই ইনস্টিটিউটে। এই প্রবীণদের কাছে এটি শুধুমাত্র একটি চিকিৎসা নয়, এটি স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া, আত্মনির্ভরতা এবং দৈনন্দিন জীবনে নতুন আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার সমান। সেবাশ্রয় ২ এক মানবিক যত্নের আশ্রয়স্থল, মূল লক্ষ্য গভীর-সম্মানের সঙ্গে চিকিৎসা করা ও শুধু স্বাস্থ্য নয়, মানুষের জীবনের মান উন্নত করা। প্রতিটি শিবির, প্রতিটি রেফারেল এবং প্রতিটি সফল চিকিৎসা এমন এক প্রশাসনিক মডেলের উদাহরণ, যেখানে সহানুভূতি অতিরিক্ত বিষয় নয়, জনকল্যাণের মূল ভিত্তি। বজবজ থেকে বিষ্ণুপুরে যাত্রা করার সময় সেবাশ্রয় সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার গল্প, নতুন আশার আলো। সময়োপযোগী ও সহজলভ্য চিকিৎসা আজও এক এক জন রোগী করে প্রত্যেক মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। এখন সেবাশ্রয়ের অপেক্ষায় বিষ্ণুপুরের মানুষ।

মধ্য হাওড়ায় 'উন্নয়ন পাঁচালি রথে'র সূচনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মধ্য হাওড়ায় 'উন্নয়ন পাঁচালি রথে'র সূচনা মন্ত্রী অরূপ রায়ের, বিজেপিকে কড়া আক্রমণ মন্ত্রীর। রাজ্যের 'মা মাটি মানুষ' সরকারের গত সাড়ে ১৪ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে রবিবার সকালে মধ্য হাওড়ার সুরকিকলে 'ওয়ার রুমে'র সামনে থেকে 'ডঊন্নয়নের পাঁচালি রথে'র শুভ সূচনা করেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। এদিন সবুজ পতাকা নেড়ে ভ্রাম্যমাণ দুটি ট্যাবলো'র সূচনা করেন মন্ত্রী। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এদিন অরূপ রায় বলেন, 'রাজ্য সরকারের উন্নয়নের পাঁচালি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে মধ্য হাওড়াতেও 'উন্নয়নের পাঁচালি রথ' আজ রবিবার থেকে পথে নামলো। প্রতিটি এলাকা ঘুরে এই ভ্রাম্যমাণ ট্যাবলো প্রচার করবে। বাংলার কন্যাশ্রী প্রকল্প আজ বিশ্বসেরা খ্যাতি পেয়েছে। 'উৎকর্ষ বাংলা' থেকে শুরু করে 'সবুজ সাথী' উন্নয়ন হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই। আমাদের সেই সব উন্নয়নের খতিয়ানই পাঁচালির মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে।' রাজ্যে উন্নয়ন হয়নি বলে বিরোধী দল বিজেপি'র অভিযোগ প্রসঙ্গে অরূপ রায় বলেন, 'বিজেপি একটা যাত্রা পার্টি। সুতরাং নেগেটিভ কথাবার্তা ওরা বলবেই। বাংলার উন্নয়ন ওরা চোখে দেখতে পায়না। অথচ ওরা 'সবুজ সাথী'র সাইকেলে চেপেই 'ভারতমাতা কি জয়' বলে স্লোগান দেয়।' তিনি আরও বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ, মণিপুর সহ অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে মানুষ কি অবস্থা সকলেই দেখছেন। হার্থসে আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। তার কোনও তদন্ত হয়নি। আমাদের বাংলায় প্রতিটি ঘটনার তদন্ত হয়। বিচার হয়।'

সাহাজাদাপুরে তৃণমূলের মহিলা সম্মেলন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর ঃ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের ১৫ বছরের উন্নয়নকে ঘরে ঘরে পৌঁছাতে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচি। আর সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে রবিবার বিকালে জয়নগর বিধানসভার সাহাজাদাপুরের দক্ষিন বিজয়নগর মিতালি সংঘের মাঠে সাহাজাদাপুর মহিলা তৃণমূলের উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, সাহাজাদাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোবিন্দ চন্দ্র হালদার, সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েত প্রধান আকিজা খান, জয়নগর ২ নম্বর ব্লক যুব সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কর্ণকান্তি হালদার, জয়নগর দু'নম্বর ব্লক তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি মোনাজাত আলী খান, সাহাজাদাপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি তথা জয়নগর ২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা, জয়নগর ১নং ব্লক তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি মাতিন হালদার, বিধান চন্দ্র হালদার, মনোজ মোদী সহ আরো অনেকে। এদিনের সভা থেকে মহিলারা কিভাবে ঘরে ঘরে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

উদ্বোধনের পরেও অন্ধকারে জনবহুল সূর্যপুর সেতু

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর উদ্বোধনের পরেও অন্ধকারে ডুবে জনবহুল সূর্যপুর সেতু, ঘটছে পথ দুর্ঘটনা। দুর্গাপুজোর আগে ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল বারুইপুরের সূর্যপুর সেতু। কিন্তু ব্যস্ততম এই সেতু উদ্বোধনের পর থেকেই বিদ্যুৎহীন। নেই কোনও আলোর ব্যবস্থা। ফলে বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করতে হচ্ছে গাড়ি চালকদের। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দা থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। অভিযোগ, এই ব্যাপারে বারংবার প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও কাজ হয় নি। তবে এই প্রসঙ্গে বারুইপুরের পূর্তবিভাগের ইলেকট্রিকাল দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, সমস্যার কথা জানি। বিষয়টি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন ও বারুইপুর মহকুমা প্রশাসনকে জানানোও আছে। এনিয়ে কোনও কাজ করার নির্দেশ উপরের মহল থেকে এলে তখন দেখা হবে বিষয়টি। বারুইপুর থেকে কুলপি সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ এই সেতু। কয়েকশো গাড়ি নিত্য চলাচল করে সেতুর উপর দিয়ে। ২০২২ সালে পুরনো বেহাল সেতু ভাঙার কাজ শুরু করেছিল পূর্তদপ্তর। আড়াই বছর পর নতুন করে সেতু তৈরি হয়। দুর্গাপুজোর আগে তার উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান সেতুটি প্রায় ১৬ মিটার চওড়া। সেতু তৈরিতে ব্যয় হয়েছিল ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। সেতুর দুইদিকে রাস্তায় দোকানগুলির আলোয় রাস্তা আলোকিত হয়। বাকি পুরো রাস্তা সহ সেতু অন্ধকার। এলাকার বাসিন্দারা বলেন, অন্ধকারে গাড়ি চলাচলে খুব অসুবিধা হয়। সাধারণ মানুষ সন্ধ্যার পরে সেতু দিয়ে হেঁটে যাতায়াত করতে পারে না। এই সমস্যা উদ্বোধনের পর থেকেই রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুতে অবিলম্বে আলোর ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। তবে এর আগেও সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজ হয়নি। প্রশাসনের অফিসাররাও নিত্য যাতায়াত করেন সেতুটি দিয়ে। সব দেখেও তাঁরা নীরব। এব্যাপারে জেলা সভাধিপতি নিলীমা বিশাল মিস্ত্রী বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন।

জঙ্গিপুরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে হাজির পুলিশ সুপার

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার ঃ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনার পর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে রাতের অন্ধকারে পদ্মা তীরের গ্রামগুলোকে এক অদ্ভুত নীরবতা গ্রাস করেছে। গত বেশ কিছুদিন ধরে সন্ধে নামলেই জঙ্গিপুর মহকুমার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে ভারী বুটের শব্দ এখন রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফের পাশাপাশি এবার নজরদারি বাড়ালো জঙ্গিপুর পুলিশ। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার শীর্ষ আধিকারিকদেরকে নিয়ে সীমান্তবর্তী এলাকা ঘুরে দেখলেন পুলিশ সুপার অমিত কুমার সাউ। পুলিশ সুপার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকা, গিরিয়া, সেকেন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতলাটোলা, ভৈরবটোলা সহ একাধিক গ্রাম পায়ে হেঁটে ও মোটরসাইকেল করে ঘুরে দেখেন। এলাকাগুলোর নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য পুলিশ সুপার একাধিক পরামর্শ পুলিশ কর্মীদের দেন। প্রসঙ্গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে বাংলাদেশের জঙ্গি নেতা ওসমান হাদীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সেদেশে যে উত্তেজনা ছড়িয়েছে তার ছায়া পড়েছে এপারেও। বাংলাদেশের জঙ্গিরা প্রকাশ্যে তীব্র ভারত বিদ্বেষী বক্তব্য রাখতে শুরু করায় গোয়েন্দা দপ্তরের বেশ কিছু কর্তা মনে করছেন বাংলাদেশের কট্টরপন্থী জঙ্গিরা এই সময় সীমান্ত পার হয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করতে পারে। পুলিশ সূত্রে খবর, জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জ, সুতি, সামশেরগঞ্জ ব্লকগুলোতে বিস্তীর্ণ এলাকায় পদ্মা নদীর চর রয়েছে। প্রতিবছর বর্ষার সময় আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী বেশ কিছু এলাকায় নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায়। সেই কারণে মুর্শিদাবাদ জেলায় দুই দেশের সীমান্তে বিস্তীর্ণ অংশে এখনও বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ করা যায়নি। এর সুযোগ নিয়ে ভারতে সন্ত্রাসবাদী কাজ করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জঙ্গিরা যাতে কোনওভাবেই প্রবেশ করতে না পারে তা সুনিশ্চিত করতে বিএসএফের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের তরফ থেকেও টহলদারি প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, গত কয়েক দিন ধরে রাতের অন্ধকারে গ্রামের মধ্যে ঘনঘন পুলিশের 'হাই বিম' টর্চ লাইট জ্বলে উঠছে। এর পাশাপাশি বিএসএফ জওয়ানরাও তীব্র ঠান্ডা এবং কুয়াশাকে উপেক্ষা করে একদম সীমান্ত এলাকায় দাঁড়িয়ে নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে কোনও অপরিচিত ব্যক্তি আসছে কিনা তার খোঁজ রাখার জন্য সাদা পোশাকের পুলিশ নিয়মিত নজরদারি করছে। গ্রামে অপরিচিত কাউকে দেখলে পুলিশকে খবর দিতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উত্তেজনার পর দুই দেশের মধ্যে চোরাচালানকারীদের যে অবৈধ 'রুট'গুলো ছিল সেগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকার আশেপাশে রাতের অন্ধকারে কাউকে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ বলেন, রঘুনাথগঞ্জ থানার গিরিয়া, সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাগুলোর খুব কাছে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যাতে কোনও ধরনের অনুপ্রবেশ না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য পুলিশের তরফ থেকে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমরা বিএসএফের সঙ্গেও সমন্বয় রেখে কাজ করছি। তিনি জানান, এলাকাতে যেকোনও ধরনের অপরাধ রোখার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করা হচ্ছে। এছাড়াও গ্রামের কোন কোন এলাকায় নতুন করে সিসিটিভি বসানোর দরকার রয়েছে তাও আমরা খতিয়ে দেখছি। পুলিশ সুপার আরও বলেন, যেকোনও ধরনের অশান্তি আটকানোর জন্য পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে। এলাকার সমস্ত মানুষ, বিএসএফ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমরা কাজ করছি।

বাংলাদেশি সন্দেহে হুগলির পান্ডুয়া থেকে গ্রেপ্তার যুবক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পান্ডুয়া, হুগলি ঃ যুবকের কাছে থেকে পাসপোর্ট বা ভিসা পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশি সন্দেহে হুগলির পান্ডুয়া থেকে গ্রেপ্তার এক যুবক। ধৃতের নাম রিয়াদ হাসান। তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সম্প্রতি ফের উত্তাল হয়েছে বাংলাদেশ। এ দিকে বাংলায় চলছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া। এই প্রেক্ষাপটে রিয়াদের গ্রেপ্তারি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন বছর আগে এই যুবক দালালের মাধ্যমে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশ করেন। এর পরে টালিগঞ্জ এলাকার কাছে বসবাস শুরু করেন তিনি। সম্প্রতি পান্ডুয়ার তিন্না এলাকায় থাকা শুরু করেছিলেন রিয়াদ। সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকছিলেন তিনি। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর কাছে ভারতের বৈধ নাগরিক হওয়া বা এ দেশে থাকার জন্য উপযুক্ত নথি পাওয়া যায়নি। পুলিশ ধৃতের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা রুজু করেছে। আদালতে তোলার আগে ধৃত যুবক সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, 'আমি বাংলাদেশ থেকে তিন বছর আগে এসেছিলাম। বরিশালে আমার বাড়ি। এখানে টালিগঞ্জে থাকতাম। ডাক্তার দেখানোর জন্য পান্ডুয়ায় এসেছিলাম।' কোন উদ্দেশে তাঁর এ পার বাংলায় পা রাখা? খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

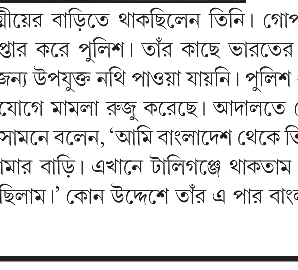

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ২২ সংখ্যা, সোমবার, ৬ পৌষ ১৪৩২

সঙ্গীত শিল্পী নূরজাহান

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়িকা কে বলুনতো? উঁহু, যার কথা ভাবছেন তিনি নয়, বরং তিনিও তাঁকে নিজের সঙ্গীত জীবনের আইডল মানতেন। আর শুধু গান কেন বলছি, ছয় দশকের কর্মজীবনে প্লেব্যাক সিঙ্গারের পাশাপাশি নায়িকার ভূমিকাতেও অভিনয় করেছেন ডাকসাইটে সুন্দরী এই গায়িকা। শুনলে অবাক হবেন, মঞ্চে প্রথম গান গেয়ে শ্রোতাদের মাতিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের এই শহর কলকাতায়। জন্ম ১৯২৬ সালে অবিভক্ত পাঞ্জাবের কসৌর জেলার এক গ্রামে। বাপ-মা নাম রেখেছিলেন আল্লাহ রাখি ওয়াসি। ঈশ্বর প্রদত্ত গলা, যা শুনতো সুরেলা গলায় তুলে নিতো। মাত্র ছয়বছর বয়সে পরিচালক দিওয়ান সর্দারি লালের হাত ধরে গাইতে এলো কলকাতায়। গান শুনে অভিভূত দর্শকরা। একের পর এক জলসায় গান গাইবার বায়না আসতে লাগলো। আর তখনই পিতৃদত্ত নাম মুছে গিয়ে ঐ পাঞ্জাবী তনয়ার নাম রাখা হলো প্রথমে বেবি নূর, পরবর্তী কালে নূরজাহান। সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল আলো! ১৯৩৫ সালে কলকাতার মঞ্চে সে গাইলো বিখ্যাত পরিচালক গোলাম আহমেদ চিশতির সুরে, তাতেই বাজিমাৎ। নজরে পড়ে লাহোরের এক চলচ্চিত্র নির্মাতা দলসুখ পাঞ্চোলির। তিনিই তার ছবিতে প্রথম প্লেব্যাক গাইবার সুযোগ দিলেন। আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি সেদিনের কিশোরীকে। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭, বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতে তিনি ছিলেন মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী । ৪৭-এ দেশভাগ হলে প্রযোজক পরিচালক স্বামী শওকত রিজভীর হাত ধরে পাকাপাকি ভাবে নূরজাহান চলে আসেন লাহোর ফিল্ম জগতে। ছয় দশকের কর্মজীবনে উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় তিনি দশহাজার এর উপরে গান রেকর্ড করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে উর্দু, পাঞ্জাবী, পশতু, সিন্ধী এবং ফার্সি ভাষায় ফিল্মি গান ছাড়াও গজল ও ক্ল্যাসিক্যাল গীতি। একক এবং সঙ্গীতশিল্পী আহমেদ রুশদির সাথে দ্বৈত কণ্ঠে তিনি পাকিস্তানি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রায় ২৫০০ গান গেয়ে এক রেকর্ড গড়ে তোলেন। সব মিলিয়ে তাকে সর্বকালের সেরা জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে গণ্য করা হয়। যার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি পাকিস্তানের অন্যতম সম্মানসূচক মালিকা-ই-তারান্নুম বা সুরের রানী খেতাব লাভ করেছিলেন। সঙ্গীতের জগতে সফলতা পেলেও দাম্পত্য জীবনে অবশ্য সুখের দেখা পাননি। ১৯৪২ সালে বিয়ে করেন পরিচালক শওকত হোসেন রিজভীকে। তিন সন্তানের জন্মের পর ১৯৫৩ সালে তাকে তালাক দেন। ১৯৫৯ সালে আবার বিয়ে করেন বয়সে অনেক ছোট প্রযোজক এজাজ দুরানীকে। প্রজাপতি এবারেও সুখী হননি, তিন সন্তান জন্মের পর ১৯৭০ সালে আবারও বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। সঙ্গীত অভিনয় ও দাম্পত্য জীবনের পাশাপাশি চুটিয়ে প্রেম করেছেন সুরের এই সম্রাজ্ঞী।

বাঁকুড়ার সুমিষ্ট মুড়ি

বাঁকুড়ার শিল্প যেমন জগৎ বিখ্যাত সেই রকম সেখানকার মুড়ি। লোক জল ঢেলে মুড়ি খায় বলে কলকাতার লোকের সে কী হাসাহাসি! মুড়ি মানেই বাঁকুড়া পুরুলিয়া আর বর্ধমানের লোকেরা খায়। বাকিরা শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। কলকাতা এবং তার আশে পাশের বেশ কিছু জায়গায় চপ মুড়ি খাওয়ার নিয়ম হল, একমুঠো করে শুকনো মুড়ি মুখে চালান করে দিয়ে একটুকরো চপে আলতো কামড় দেওয়া। কিন্তু বাঁকুড়ার লোক এই স্টাইলে মুড়ি খায় না। সেখানে বেশ রাজকীয় ভাবেই মুড়ি খাওয়া হয়। পরিমাণ মতো মুড়ি নিয়ে তাতে জবজবে করে সরষের তেল মেখে তার সঙ্গে বেশ প্রমাণ সাইজের দুখানা চপ। একটা আস্ত পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা। এই সমস্ত উপকরণ জল দিয়ে একসঙ্গে মেখে খাওয়া। আহা! কী অপূর্ব তার স্বাদ। কলকাতায় বেশ কয়েকবছর বাস করলেও এখনও কলকাত্তাইয়ান হয়ে উঠতে পারিনি। এই জন্মে পারব বলে মনেও হয় না। বাঁকুড়ার স্টাইলে মুড়ি খেতে দেখে লোকেকদের হাসি থামে না। মুড়িতে জল ঢেলে কেউ খায়? তার তাচ্ছিল্য সহকারে মুখ টিপে সবাই হাসে। পরের দিন তাকে ওই মেখে মুড়ি মেখে খেতে দিলে সে আহ্লাদে আটখানা। মুড়ির এমন টেস্ট সে নাকি আগে পায়নি।

শুধু মুড়ি খাওয়া নিয়েই বাঁকুড়ায় আস্ত একটা মেলা হয় নদীর ধারে। নাম মুড়িমেলা। বাঁকুড়ার লোকের মুড়ি প্রীতির আরও বেশ কিছু তরিবৎ আছে। যেমন পান্তা ভাতের সঙ্গে মুড়ি আর তেলপোড়া দিয়ে মেখে খাওয়ার যা স্বাদ তা যে না খেয়েছে তাকে বোঝানো অসম্ভব। শীতকালে বাসি বাঁধাকপির তরকারির সঙ্গে কাঁচালঙ্কা সহযোগে টানটান করে মুড়ি মেখে খেলে শীতের সকাল জাস্ট জমে যাবে। উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত সকলের কাছেই মুড়ি অত্যন্ত প্রিয়। কাজেই মুড়ি নিয়ে নাক উঁচু করার কিছু নেই। যে যার অভিরুচি অনুযায়ী খাবার খেতে পারে। মুড়ি মানেই যে শুধু বাঁকুড়া পুরুলিয়ার লোকেরাই খায় এমন ভাবনা ঠিক নয়। আসলে অনেক কলকাতাবাসীর সঙ্গে মিশে দেখেছি বাঁকুড়া পুরুলিয়ার লোকজনকে এবং তাদের কালচারের প্রতি অদ্ভুত এক ধরণের ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা। এক ধরণের উন্ন্যাসিকতা। এই মনোভাবের কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সেই সঞ্চিত রাগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই এই লেখা। কলকাতার লোকেরা যেসব মুড়ি খায় তার মধ্যে কোনও স্বাদ নেই। সাদা ধপধপে। কিন্তু গ্রাম বাংলার মুড়িতে বেশ লালচে দাগ থাকবে। ঢেকি ছাঁটা মুড়ি পাওয়া যায় যা কলকাতায় একেবারে দেখতে পাওয়া যায় না। গ্রাম বাংলার মুড়িতে স্বাদ রয়েছে। বুঝতে পারা যায় যে মুড়ি থেকে একটি আলাদা রকমের গন্ধ বের হচ্ছে। সেই গন্ধ মনটাকে একেবারে মাত করে দেয়। আমতার চালানি মুড়ির ওপরে নির্ভর করে কলকাতাবাসীরা।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

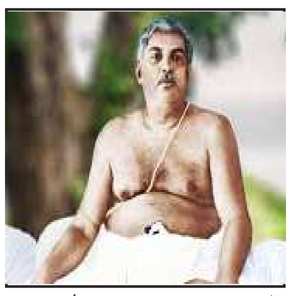

অনুকূল ঠাকুর বলতেন যে মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে।

রামকৃষ্ণ দর্শন

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। তবেই নিজের শক্তির বিকাশ পাওয়া সম্ভব। সবার মনে শক্তি রয়েছে। সেই শুভ শক্তিকে জাগরিত করতে হবে। অশুভ শক্তির বিনাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। মনের গভীরতা বিকাশ ঘটাতে হবে। ভগবান সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মানুষ শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে চলে। শক্তিব দাত্রী হচ্ছেন মা।

আধুনিক ভারত নির্মাণে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় প্রশান্ত মহালানবিশের অবদান

বিশেষ প্রতিবেদক

আধুনিক ভারতের স্থপতিপ্রজ্ঞা প্রণবেশী প্রজ্ঞার মহাভাস্কর প্রবীণ অর্থনীতিবিদ প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশকে নতশিরে শ্রদ্ধা।

প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ;এই নামটি উচ্চারণ করলেই ভেসে ওঠে এক মহাত্মা ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি, যিনি শুধু একজন গণিতবিদ, পরিসংখ্যানবিদ বা পরিকল্পনাবিদ ছিলেন না, ছিলেন আধুনিক ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাণের অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক। তাঁর জীবন, তাঁর কর্ম, তাঁর দর্শন, তাঁর দেশপ্রেম;সব মিলিয়ে তিনি এমন এক স্থপতি যাঁর তৈরি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আজকের ভারত অর্থনীতি, উন্নয়ন এবং আধুনিক পরিকল্পনার ভিত্তিমন্ত্র খুঁজে পেয়েছে।

তিনি ছিলেন এমন এক বুদ্ধিমত্তার বাতিঘর, যার আলো শুধু তাঁর সময়কেই নয়, ভবিষ্যৎকেও আলোকিত করেছে। সেই মানুষটির প্রতি দেশের, সমাজের, এবং বিশেষ করে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রের যে অপরিসীম ঋণ, তা কোনওভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো মানেই আধুনিক ভারতের ভিত্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, উন্নয়নের মূলমন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, এবং সেই মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো যা স্বাধীন ভারতের সামনে এগিয়ে চলার পথ দেখিয়েছিল।

প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশের জন্ম থেকে জীবনের পথচলা যেন ছিল এক বিস্ময়ের ধারা। তিনি বেড়ে ওঠেন এমন এক পরিবারে যেখানে জ্ঞানচর্চা, শিল্প, সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল চিন্তার বিশেষ পরিবেশ ছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী, কিন্তু সেই মেধাকে তিনি শুধু নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য, সমাজের জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ গণিতবুদ্ধি তাঁকে খুব অল্প বয়সেই পরিসংখ্যানের গভীরে নিয়ে যায়, যেখানে তিনি খুঁজে পান এক নতুন পথ;যে পথ তথ্যকে বাস্তব শক্তিতে পরিণত করতে পারে মানুষের জীবন, মানুষের চাহিদা, মানুষের উন্নয়ন;এই তিনের আন্তঃসম্পর্ককে যত গভীরভাবে তিনি বুঝেছিলেন, হয়তো সেই সময়ে আর কেউ ততটা পারেননি। তাঁর কাছে উন্নয়ন মানে কেবল অর্থনীতির হিসেব নয়; উন্নয়ন মানে মানুষের জীবনযাত্রা, মানুষের সম্মান, মানুষের সুযোগ, মানুষের সামগ্রিক বিকাশ। আর সেই বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য তিনি যে হাতিয়ারটি ব্যবহার করেছিলেন তা হলো পরিসংখ্যান;তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং সেই তথ্য পুরো দেশের নীতিনির্ধারণে ব্যবহার করার অসাধারণ সক্ষমতা।

এর আগেও পরিসংখ্যান ছিল, কিন্তু মহালানবিশ যেভাবে এই বিদ্যাকে দেশের উন্নয়নের প্রধান স্তম্ভে পরিণত করেছিলেন, তা একেবারেই অভূতপূর্ব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত Indian Statistical Institute SIS শুধু একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান নয়; এটি ভারতের আধুনিক পরিকল্পনার পরীক্ষাগার। সেই সঙ্গে তিনি যে পদ্ধতিতে প্রথম জাতীয় নমুনা সমীক্ষা চালু করেছিলেন, তা পরবর্তী দশকগুলোতে ভারতের প্রতিটি নীতি, প্রতিটি পরিকল্পনা এবং প্রতিটি উন্নয়নমূলক গবেষণার ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

মহালানবিশ বোঝেন;উন্নয়নকে শক্তিশালী করতে হলে তথ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যে দেশ নিজেকে নিয়ে সঠিক তথ্য জানে না, সে দেশ কখনোই কার্যকর নীতি নিতে পারে না। তিনি দেশের মানুষ সম্পর্কে, তাদের আয়, খরচ, জীবন ধারা, সামাজিক অবস্থা, কৃষি উৎপাদন ও শিল্পক্ষেত্র সম্পর্কে সুসংগঠিত তথ্য সংগ্রহের পথ তৈরি করেন। তিনি জানতেন;তথ্য বাস্তবতার আয়না, এবং সেই আয়না বিকৃত হলে রাষ্ট্রনীতিও বিকৃত হবে। ফলে তিনি এমন একটি ভিত্তি তৈরি করেন যেখানে দেশের প্রতিটি নীতি তৈরির আগে নির্ভুল তথ্য বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতার পর যখন ভারত নতুনভাবে দাঁড়াচ্ছিল, দেশে তখন দারিদ্র্য, বৈষম্য, কৃষির দুর্বলতা, শিল্পের অভাব, পরিকাঠামোর ঘাটতি;সব মিলিয়ে ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। তিনি সে সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের একজন হয়ে ওঠেন। ভারতের দ্বিতীয় পাঁচ-সালা পরিকল্পনা প্রণয়নে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন, তা আজও দেশের অর্থনীতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

তাঁর পরিকল্পনার মূলমন্ত্র ছিল; শিল্পায়ন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে হলে ভারী শিল্প, মেশিনারি শিল্প, প্রকৌশল, ইস্পাত শিল্প;এই সব ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। তাঁর উদ্যোগেই সেই সময় গোটা দেশে গড়ে ওঠে বহু কলকারখানা, শিল্পাঞ্চল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং আধুনিক প্রযুক্তির কেন্দ্র। এই পথটিই পরবর্তীতে ভারতের স্বনির্ভরতার প্রথম ধাপ তৈরি করে।

কিন্তু তিনিই শুধু পরিকল্পনা তৈরি করেননি;তিনি সেই পরিকল্পনাকে তথ্যসমৃদ্ধ, বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। দেশ যদি জনসংখ্যার প্রকৃতি না জানে, কৃষির উৎপাদন কীভাবে বাড়ছে তা না জানে, মানুষের আয় বা শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা না থাকে;তাহলে নীতি কীভাবে কার্যকর হবে? এই প্রশ্নেরই উত্তর তিনি দিয়েছিলেন বিজ্ঞান ও তথ্যের মাধ্যমে।

এটি সত্য যে তাঁর কাজ সর্বত্র প্রশংসিত হয়েছিল না। তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে বহু মতবিরোধও ছিল। কিন্তু তিনি জানতেন;উন্নয়ন একদিনে হয় না; এটি দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের ফল। তাঁর জীবন এই সত্যটি প্রমাণ করে যে যে কোনও গভীর পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন দৃষ্টি, সাহস এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতা। তিনি তা নিয়ে কোনও দিন আপস করেননি।

মহালানবিশ শুধু জ্ঞানচর্চার মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক মানবিক দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী। তিনি বুঝতেন দেশের অগ্রগতির কেন্দ্রে আছে দেশের মানুষ। তাই তিনি সর্বদা জোর দিয়েছেন মানুষের উন্নয়নে, মানুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে, মানুষের শিক্ষায়, মানুষের সুযোগের প্রসারে। তাঁর গবেষণাগুলি আজও সামাজিক ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার।

আজ আমরা যখন ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করেছি, যখন তথ্য প্রযুক্তির বিস্ফোরণ ঘটেছে, তখন আরও স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ কতটা দূরদর্শী ছিলেন। আজ যেসব সমীক্ষা, তথ্য বিশ্লেষণ, অর্থনৈতিক সূচক, উন্নয়ন মাপকাঠি; সবকিছুই তিনি যে ভিত্তি তৈরি করেছিলেন তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। ২১শ শতকে দাঁড়িয়েও তাঁর ভাবনা সমান আধুনিক, সমান প্রাসঙ্গিক।

আজকের ভারত যখন বিশ্বের অন্যতম দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতি, তখন আমরা ভুলে যাই না যে এই অগ্রগতির শিকড় সেই ব্যক্তি তৈরি করেছিলেন, যিনি তথ্যকে উন্নয়নের প্রথম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ছিলেন। দেশের পরিকল্পনা কমিশন থেকে শুরু করে পরিসংখ্যান মন্ত্রক; প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। রাষ্ট্রনীতিতে বৈজ্ঞানিকতা, সংখ্যাভিত্তিক বিশ্লেষণ, এবং বাস্তব তথ্যের গুরুত্ব; এসব তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই সময়, যখন দেশ ছিল শৈশবে। আজ তাঁর প্রয়াণবার্ষিকী বা জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানো মানেই শুধু একজন বিজ্ঞানীকে স্মরণ করা নয়। এটি তাঁর দর্শনকে স্মরণ করা;যেখানে তথ্য মানে শক্তি, বিজ্ঞান মানে উন্নয়ন, মানবিকতা মানে রাষ্ট্রনীতি, আর পরিকল্পনা মানে ভবিষ্যৎ। তাঁর মতো মানুষ শুধু একটি প্রজন্মের নয়;একটি জাতির সম্পদ। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো মানে দেশের ভবিষ্যৎকে শ্রদ্ধা জানানো।

সমাজ যদি তাঁর চিন্তাধারাকে ধারণ করতে পারে, যদি ভবিষ্যতের ভারত নীতিনির্ধারণে তথ্যকে অগ্রাধিকার দিতে পারে, যদি বিজ্ঞান ও যুক্তিকে মর্যাদা দিতে পারে; তাহলে ভারত আরও শক্তিশালী, আরও আধুনিক, আরও জ্ঞান ভিত্তিক একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আজ তাঁর আদর্শকে ধারণ করাই আমাদের বড় দায়িত্ব। কারণ মহালানবিশের মতো প্রতিভা যুগে যুগে জন্মায় না।

তিনি শুধু আধুনিক ভারতের স্থপতি নন; তিনি আলোকবর্তিকা, তিনি পরিবর্তনের দূত, তিনি উন্নয়নের পথিকৃৎ। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো মানে তাঁর আদর্শকে ধারণ করা; অবিচল নিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতা ও দেশপ্রেমের পথ অনুসরণ করা।

প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশকে নতশিরে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে আমরা বলি; আপনি ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন আধুনিক ভারতের চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে। আপনার প্রজ্ঞা, আপনার কর্ম, আপনার বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের পথ দেখাবে, আমাদের উন্নয়নের ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করবে। আপনি আধুনিক ভারতের স্থপতি।

ওস্তাদি গানের রাজা ছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ আমির খান

রাজেন হালদার

অনেকদিন আগে একবার উস্তাদ আমির খানের একটা সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। উস্তাদজিকে জিজ্ঞেস করা হল এত তো রাগ আছে, কোনটা গাইতে সব চেয়ে আনন্দ পান আপনি? উস্তাদজী মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন যতবার 'সা' টা 'সা'য়ে লাগে ততবার। এই অদ্ভুত পারফেকশন ভাল গায়ক থেকে লেজেন্ডদের আলাদা করে এক নিমেষে।

কিংবা আবদুল করিম খাঁ সাহেবের সেই পারফরমেন্স, দর্শক এসে দেখলেন খাঁ সাহেব হাঁ করে বসে। কোন আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

সমঝদাররা কেয়াবাত কেয়াবাত বলে কেঁদে ভাসাচ্ছে। খানিকবাদে বোঝা গেল খাঁ সাহেব পিছনের পাঁচটা তানপুরার সঙ্গে নিজের গলা এক স্কেলে মিলিয়ে দিয়েছেন। আলাদা করে আর চেনার উপায় নেই। করিম খাঁ সাহেবের মৃত্যুও অদ্ভুত। ট্রেনে করে ফিরছেন। গোধুলি লগ্ন। অচেনা এক স্টেশনে হঠাৎ থেমে গেল ট্রেন। খাঁ সাহেব ব্যাস্ত হয়ে শিষ্যদের বললেন, শিগগির নেমে পড়। সময় হয়ে গেছে। স্টেশনে নেমে অজু করে নামাজ পড়ার মত বসলেন। উদাত্ত কণ্ঠে ডুবন্ত সূর্যের সঙ্গে ধরলেন পুরিয়া ধানেশ্রী। গান শেষ হতেই লুটিয়ে পড়ল তাঁর ক্ষীণ দেহ। এই সব সঙ্গীতের মিথ। সত্যি মিথ্যে পরের কথা। কিন্তু ভাবতে ভারী ভাল লাগে।

আর একটা গল্প। বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেব অনেক কষ্টে সিনেমায় গাইতে রাজি হয়েছেন। স্টুডিওতে এসে এক ফ্যাচাং। কিছুতেই মুড হচ্ছে না। শেষে নিজেই বললেন স্টুডিওতে এই বদ্ধ পরিবেশে গান হয় নাকি? চল গাছের তলায় বসে গাই। রেকর্ডিস্টের মাথায় হাত। তবু গাছ তলায় বসেই গাইলেন, শুভ দিন আয়ো। মুঘল এ আজম এর এই গান করে পঁচিশ হাজার টাকা পেয়েছিলেন তিনি। অনেক নায়ক নায়িকার চেয়ে বেশি।

আবার অনেক পরে সলিল চৌধুরীর এক গানে গাইছিলেন তরুণ এক শিল্পী। কিছুতেই সুরকারের মন মত হচ্ছে না। শেষে গায়ক বললেন আমার গলাটা বরং একটু কোমল করে গাই। সুরকারের সেটা না পসন্দ। রেগে বেরিয়ে গেলেন। গায়ক নিজের খেয়ালেই গলাকে একেবারে কোমল করে গাইলেন গানটা। শেষ হতেই দেখলেন সুরকারের চোখে জল। তিনি জড়িয়ে ধরলেন গায়ককে। তারপর থেকে সেই অ্যায় মেরে পেয়ারে ওয়াতন শুনে কত মানুষ কেঁদেছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। মান্না দে পারতেন। পারতেন লতাও। একবার ফুল অর্কেস্ট্রার সঙ্গে ফাইনাল টেক হচ্ছে। গান শুরু করতেই লতা থেমে গেলেন। সুরকার কে ছিলেন মনে নেই। লতার তখন বাইশ তেইশ বছর। বললেন সাব,কোই বেসুরা বাজা রহা হ্যায়। প্রবীণ সুরকার ধমকে দিলেন,তুমহে জাদা পতা হ্যায়? ইস পঁচাশ মিউজিশিয়ান মে কোন বেসুরা বজায়েগা? তুম গাও। গান শুরু করেই আবার থামলেন লতা। মাফ কিজিয়ে সাব, ভায়োলিন মে কোই বেসুরা বজা রহা হ্যায়। এবার একটু চমকালেন সুরকার। এত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ধরছে কি করে? আর এই কচি মেয়ে? শেষে বললেন তুমহি বাতাও কওন। গান শুরু হতেই এবার লতা সোজা একজনের দিকে দেখালেন। শুধু তাঁকে বাজাতে বললেন সুরকার। অবাক কান্ড। সত্যিই সুর লাগছে না। সা টা সা হচ্ছে না। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন লতাকে। তুমি বিশ্বের সেরা গায়িকা হবেখফলেও ছিল সে কথা।

জিদ্দি ছবিতে খেমচাঁদ প্রকাশের ছায়ানট রাগে চন্দা রে যারে যারে গানে প্রথম নিজের জাত চেনালেন লতা। এক বছর যেতে না যেতে সামসেদ বেগমের কুর্সি নাড়িয়ে গাইলেন উঠায়ে যা উনকি সিতম। আর তার পরেই মহলের আয়েগা আনেওয়ালা। এক সময় সামসেদ বেগমের সঙ্গে এক্সট্রা হিসেবে গলা মেলাতেন। তারপর লতায় মুগ্ধ নৌশাদ রাতারাতি সেকেন্ড লিড প্লেব্যাককে লিড সিঙ্গার বানিয়ে দিলেন। বরসাত-এর দায়িত্ব পেলেন শঙ্কর- জয়কিষণ। আবার লতা ইন। সামসেদ আউট। তখনও বাকি ছিল আর এক গানের রেকর্ডিং বদল গয়ে মেরি দুনিয়া বদল গয়ে। কি অদ্ভুত সমাপতন! সে গান হিট করল না। সবার মুখে মুখে তখন বরসাতের লতার গান। প্রায় দশ বছর বাদে মুঘল ই আজম- এ শেষবারের মত একসঙ্গে গাইলেন দুই কিন্নরকণ্ঠী, তেরে মেহফিল মে কিসমত আজমাকর হাম ভি দেখেঙ্গে, সামসেদ সেখানে ঢাকা পড়ে গেছেন লতার ছায়ায়। সেই লতা যিনি এককালে কোরাস গাইতেন তাঁর সঙ্গে। সামসে ভাবতেও পারেন নি, শেষ অবধি তাঁর গলা পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন নিগর সুলতানা। সেকেন্ড লিড। মধুবালার গলায় লতা। আর লড়াই চালিয়ে যাবার ক্ষমতা ছিল না সামসেদের।

ভারত জেনে গেল বোম্বাই শাসন করতে নতুন গলা এসে গেছে। বইজু বাওরা-তে রফি যেখানে একাহাতে গানের সবদিক সামলাচ্ছেন, বাকিরা নেহাত সাইড রোলে, সেখানেও লতা জানপ্রাণ দিয়ে দিচ্ছেন আর নিজের ক্ষমতায় সুপারহিট করাচ্ছেন মোহে ভুল গয়ে সাঁওয়ারিয়াদ গানকে। কিছুদিন বাদেই শুরু হল তার ব্যক্তিগত অন্য এক যুদ্ধ। কাজের ব্যাপারে ইগোটা ছেঁটে ফেলতেন তখন।

আর্থিক সমস্যা থেকেই রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি

বিশেষ প্রতিবেদক

সরকারি চাকরির স্বপ্ন কি অধরা? বাংলার যুবসমাজের অবিশ্বাস ও আশঙ্কার কঠোর বাস্তবতা। বাংলার এক বৃহৎ অংশের যুবসমাজ আজ এমন এক মানসিক অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে যেখানে তারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে স্বাভাবিক, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ উপায়ে সরকারি চাকরি পাওয়া সম্ভব নয়। এই ধারণা কোনও হঠাৎ জন্ম নেওয়া সন্দেহ নয়, বরং দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, বহু ঘটনার সমষ্টি, আর ক্রমবর্ধমান হতাশার ফল। যে বাংলায় একসময় পড়াশোনা, প্রতিযোগিতা, মেধা ও পরিশ্রমকে সাফল্যের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে দেখা হতো, সেখানে আজ চাকরিকাশীর মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন; নির্বাচন কি নিরপেক্ষ? আর এই প্রশ্ন নিজেই সমাজের অস্থিরতা ও হতাশার প্রমাণ।

একসময় সরকারি চাকরি মানেই নিরাপত্তা, সম্মান ও স্থায়িত্ব। মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে চাকরি বলতে সরকারি চাকরিই ছিল আদর্শ। বাবা-মায়েরা সন্তানের পড়াশোনায় বিনিয়োগ করতেন এই আশা নিয়ে যে একদিন তারা একটি নিরাপদ পেশায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই পথ ক্রমেই অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বারবার বিতর্ক, আদালতের নির্দেশ, ফল প্রকাশে দেরি, লিখিত পরীক্ষার পর ইন্টারভিউতে অনিয়মের অভিযোগ, দুর্নীতির অন্ধকার দাগ; সবকিছু মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে গভীর অবিশ্বাস। যুবকদের মনে আজ যে প্রশ্নটি সবচেয়ে তীব্র তা হলো; তআমার মেধা কি যথেষ্ট? নাকি আমাকে অন্য কিছুর উপর নির্ভর করতে হবে?

এমন একটি পরিস্থিতি মানসিক ভাবে যুবকদের ভেঙে দেয়। চাকরি শুধু উপার্জন নয়; চাকরি একটি আত্মপরিচয়, একটি স্বপ্ন, এবং নিজের জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণের অনুভূতি। যখন তারা দেখেন যে তাঁদের সামনে থাকা পথটি কুয়াশায় ঢাকা, বিপদসংকুল, এবং অনেক ক্ষেত্রে অসৎ প্রতিযোগিতার দ্বারা দখল করা;তখন স্বাভাবিকভাবেই হতাশা গ্রাস করে। পড়াশোনায় মনোযোগ কমে, পরিশ্রমে আগ্রহ কমে, আর অনিশ্চয়তা বাড়তে থাকে। এর ফলে বাড়ে সংসারের চাপ, সমাজের চাপ, এবং নিজের প্রতি অবিশ্বাস।

বাংলার যুব সমাজের একটি বড় অংশ এ কথা স্বীকার করতে শুরু করেছে যে সরকারি চাকরির সুযোগ সমান নয়। কেউ কেউ মনে করেন যে রাজনৈতিক সংযোগ, পরিচিতি, বা টাকার বিনিময়ে চাকরি পাওয়া এখন নাকি বেশি বাস্তবসম্মত পথ। যদিও এই ধারণা সর্বত্র সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু যে পরিমাণে এমন অভিযোগ সামনে আসে, যে ঘনঘন নিয়োগ তালিকায় গরমিলের খবর বেরোয়;তার প্রভাব সাধারণ যুবকদের মনে গভীর সাড়া ফেলে। একদিকে থাকে কয়েক বছরের পরিশ্রম, কোচিং-এর খরচ, ছাত্রাবাসের ব্যয়, পরীক্ষার ফি, আর অন্যদিকে থাকে এমন একটি অনিশ্চিত পরিস্থিতি যেখানে কেউ নিশ্চিত নয় যে তাদের মেধার যথাযোগ্য মূল্যায়ন হবে কি না।

এই অবিশ্বাসের জন্ম শুধু চাকরির ক্ষেত্রেই নয়; এটি সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে নাড়া দেয়। যে সমাজে মেধা ও পরিশ্রমই সাফল্যের প্রধান ভিত্তি হওয়ার কথা, সেখানে যদি স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তাহলে সেই সমাজের ভিতটাই দুর্বল হয়ে পড়ে। যুবসমাজ যখন দেখে যে দুর্নীতির অভিযোগের পরও অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা হয় না, তখন তাদের মনে প্রশ্ন ওঠে; তাহলে কি জীবনভর খেটে গেলেও সঠিক সুযোগ মিলবে না? এই প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর সমাজ বা প্রশাসনের পক্ষে দেওয়া কঠিন।

অন্যদিকে, চাকরি না পাওয়ার হতাশা যে শুধু ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, সেটিও বোঝা জরুরি। এটি একটি সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং ভবিষ্যতের বিকাশের সমস্যা। একটি রাজ্যের অগ্রগতির প্রাণশক্তি তার যুবসমাজ। যদি তারা হতাশ হয়, যদি তারা নিজেদের ভবিষ্যৎকে অন্ধকার দেখে, তবে সেই রাষ্ট্র কখনোই প্রকৃত উন্নয়ন অর্জন করতে পারে না। কর্ম সংস্থানের অভাব, দুর্বল আস্থা, এবং বিরূপ মানসিকতা মিলিয়ে সমাজে জন্ম নেয় অসন্তোষ, ভাঙন, এবং অস্থিরতা। এটি রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলে, অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলে, এমনকি পারিবারিক সম্পর্কের ওপরও প্রভাব আনতে শুরু করে।

শিক্ষিত বেকারত্বের বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে মানসিক চাপ। প্রতিটি পরিবারে একই গল্প;বছরের পর বছর প্রস্তুতি, কিন্তু নেই কোনো নিশ্চিততা। এমনকি যারা মেধায় শীর্ষে থেকেও নির্বাচিত হন না, তাঁরাও হতাশ হয়ে বলেন;আমার ভুল কোথায়? এই অস্থিরতাই আজ বাংলার যুবসমাজের মুখে এক বিষাদের ছায়া ফেলে দিয়েছে।

এখন প্রশ্ন;এই অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব? প্রথমত, নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরে আসা অত্যন্ত জরুরি। স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও কঠোর নজরদারিই এই আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র থেকে শুরু করে ফল প্রকাশ;সব স্তরে কঠোর নিয়ম ও প্রযুক্তিনির্ভর স্বচ্ছতা প্রয়োজন। প্রতিটি সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত হওয়া, জনসমক্ষে পাওয়া, এবং প্রতিটি অভিযোগের দ্রুত সমাধান হওয়া জরুরি। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া শুধু প্রয়োজনই নয়, অপরিহার্য। এমন শাস্তি হতে হবে যা ভবিষ্যতে অন্যদের জন্য বার্তা হয়ে দাঁড়াবে। তৃতীয়ত, নিয়োগের সংখ্যা বাড়ানোও গুরুত্বপূর্ণ;কারণ চাহিদা ও সরবরাহের অমিলই সবচেয়ে বড় সংকটের একটি ভিত্তি।

এছাড়া যুব সমাজকে বিকল্প ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। সরকারি চাকরি একমাত্র জীবন ধারণের পথ নয়;এটা অনেকেই জানেন, কিন্তু বিকল্প সুযোগের অভাব মানুষকে সেই একই পথে ঠেলে দেয়। শিল্প, উদ্যোগ, প্রযুক্তি, স্টার্টআপ, কৃষি খাত;সবক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও সমর্থন বাড়ানো গেলে এই চাপ অনেকটাই কমে। তবুও, সরকারি চাকরির আকর্ষণ কমবে না; কমানোও উচিত নয়। কিন্তু অন্তত সেই আকর্ষণ যেন হতাশা, অন্যায় ও অবিশ্বাসের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত না হয়।

সবশেষে, এই সমস্যার মূল সমাধান সমাজ ও প্রশাসনের যৌথ দায়িত্বে। যুবকদের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা জরুরি।এই বিশ্বাসই একটি শক্তি।

পাঠকদের দরবার

খুদে দাবাড়ু অনীশ সরকার

শঙ্করলাল কর্মকার

দাবায় পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে তিন বছরের খুদের বিশ্বরেকর্ড! বিশ্বের কনিষ্ঠতম হিসাবে রেটিং পয়েন্ট কলকাতার অনীশ সরকারের। তিন বছরের দাবাড়ু ভেঙে দিল ভারতেরই তেজস তিওয়ারির রেকর্ড। সে পাঁচ বছর বয়সে ফিডে রেটিং পেয়েছিল। কৈখালির অনীশকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত তার কোচ দিব্যেন্দু বড়ুয়া। ৩ বছর ৮ মাস ১৮ দিনের অনীশ সরকারের এটাই দাবি যে সে ফিডে রেটিং পেয়ে বিশ্ব রেকর্ড করবে। গত পুজোর সময় অনীশের মামা তাকে উপহার দিয়েছিলেন দাবা বোর্ড। সেই বছর জানুয়ারি মাসে তিন বছরে পা দেওয়া অনীশের সেই উপহার বোধ হয় জীবনটাই বদলে দিল। সেন্ট জেমস স্কুলের লোয়ার নার্সারির ছাত্র অঙ্ক কষতে ভালবাসে। সেই কারণেই তাকে দাবা বোর্ড উপহার দেন মামা। পরিবারের লোকজনের মনে হয়েছিল দাবা খেললে অনীশের বুদ্ধি আরও ক্ষুরধার হবে। সেই ভাবনায় যে ভুল ছিল না তা প্রমাণ করে দিয়েছে সে। এখন দাবাই তার ধ্যানজ্ঞান। সারা দিন কেটে যায় পড়াশোনা আর দাবা নিয়েই। অনীশ ১৫৫৫ ফিডে এলো রেটিং পেয়েছে। রাজ্যের অনূর্ধ্ব-৯ দাবা প্রতিযোগিতায় রেটিং থাকা দুই দাবাড়ুকে হারিয়ে দেয় সে। তাতেই বাজিমাত। তার থেকে বয়সে প্রায় ছ'বছর বড় দুই দাবাড়ুকে হারিয়ে চমকে দেয় অনীশ। সে এতই ছোট যে চেয়ার বসে ঘুঁটিতে হাত পায় না। চেয়ারের উপর হাঁটু মুড়ে বসে খেলতে হয়। উচ্চতা কম হলেও ইতিমধ্যেই আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গিয়েছে তাকে নিয়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম অনীশের। বাবা স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক। মা গৃহবধূ। অনীশকে নিয়েই সময় কাটে মায়ের। নাম প্রকাশ্যে আনতে অনিচ্ছুক তাঁরা। ছেলের কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত হলেও চান না তাঁদের পরিচয় জানুক সকলে। নেপথ্যে থেকেই ছেলেকে এগিয়ে দিতে চাইছেন তাঁরা। অনীশের মা বললেন, অন্য কোনও খেলনার থেকে দাবাটাই মনে হয়েছিল বেশি সুরক্ষিত। ও তো খুব ছোট, কোনও কিছু পেলেই মুখে দেওয়া অভ্যেস। দাবার ঘুঁটিগুলো বড়, তাই মুখে দিলেও গিলে ফেলতে পারবে না। সেই কারণেই দাবা নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হত ওকে। ইউটিউব দেখে দেখে খেলা শিখত। আমি খেলতে বসলে ওর সঙ্গে পাঁচ দানও খেলতে পারি না। দাবার প্রতি এই ভালবাসা দেখেই দিব্যেন্দু বড়ুয়ার কাছে নিয়ে যাই। ওঁর হাতেই তৈরি হচ্ছে অনীশ। ছাত্রের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত দিব্যেন্দু। বাংলার গ্র্যান্ডমাস্টার প্রথমে অনীশকে নিতে চাননি। কারণ অ্যাকাডেমিতে পাঁচ বছরের কম বয়সি কাউকে নেওয়া হয় না। কিন্তু দিব্যেন্দু অবাক হয়ে যান অনীশের খেলা দেখে। অ্যাকাডেমিতে নেওয়ার আগে তার পরীক্ষা নিয়েছিলেন দিব্যেন্দু। সব পরীক্ষাতেই পাশ করে অনীশ। এখন তো কোচকেই বিভিন্ন পরীক্ষার মুখে ফেলে দেয় সে। দিব্যেন্দু বললেন, প্রথম দিন আমি পরীক্ষা নিয়েছিলাম, এখন সেই ছেলে আমাকে বিভিন্ন ঘুঁটি সাজিয়ে দিয়ে পরীক্ষা নেয়। ছাত্রের কাণ্ডের কথা বলতে বলতে দিব্যেন্দুর গলায় গর্বের হাসি। বাংলার প্রতিভার অভাব নেই। কিন্তু তাদেরকে পরিচাসনা করার জন্য সঠিক লোক নেই। উপযুক্ত লোক খুবই দরকার। এই সব প্রতিভাবান ছেলেদের পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। না হাল বাংলা থেকে ক্রমশ প্রতিভা সরে যেতে থাকবে। যদি বাঙালিরা এখন বেশ বুদ্ধিমান জাত। কিন্তু উৎসাহের অভাব।

৭০ কিলোমিটার পথ বাইকে পারি দেওয়াই কাল? পরীক্ষার্থীকে পিষে দিল ১০ ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২১ ডিসেম্বরঃ ৭০ কিলোমিটার পথ বাইকে পারি দেওয়াই কাল হল।

পরীক্ষার্থীকে পিষে দিল দশ চাকার ট্রাক। ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি ঘুঘু ডাঙার সাহা পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকালে স্বামীর সঙ্গে বাইকে চেপে ধূপগুড়িতে পুলিশের কন্সটেবল পদে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন জলপাইগুড়ি ঘুঘু ডাঙার সাহা পাড়ার বাসিন্দা মাধবী সরকার (২৫)। সঙ্গে ছিল চার বছরের শিশু কন্যা। কিন্তু কে জানতো পথেই তাঁদের জন্য ও পেতে বসে আছে বিপদ। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, রাস্তাতেই আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারায় বাইকটি। তাতেই বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান মাধবী। পাশ দিয়ে সেই সময় যাচ্ছিল একটা দশ চাকার ট্রাক। চোখের পলকে সেটি পিষে দেয় মাধবীকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। তবে বরাত জোরে প্রাণে বেঁচে যান তাঁর স্বামী, সন্তান। ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে ধরে ফেলে ট্রাকটিকে। উত্তেজনার মধ্যেই খবর যায় পুলিশের কাছে। খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে জলপাগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। শোকস্তব্ধ পরিবারের সদস্যরাও। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মাধবীর স্বামী। ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায় বলেন, পুলিশের কন্সটেবল পদে পরীক্ষা ছিল। সেখানেই যাচ্ছিলেন। এই মহিলার সেন্টার পড়েছে ধূপগুড়ি শালবাড়িতে। প্রায় ৭০ কিলোমিটার পথ বাইকে চেপে যাচ্ছিলেন। লরির চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। লরিটিকেও আটক করা হয়েছে তদন্ত চলছে।

আমমোক্তার

এত দ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল প্রনেহা প্রমোটার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ডাইরেক্টার- শ্রী নিগম কুমার জালান, সাং ২১ ই, বি.আর.বি. বাসু অ্যাভিনিউ, থানা হেয়ার স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০০১ শ্রীমতি দূর্গা জয়সোয়াল ও অন্যান্যরা হাওড়া ডিষ্ট্রীক সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত বুক নং ৪, ভল্যুম নং- ২, পাতা নং- ৪৪৩৩ হইতে ৪৪৪৪, দলিল নং- ০০৯৪৩, তারিখ ১১.০৭.২০০৮ আমমোক্তার দলিল দ্বারা শ্রীমতি বিভা জয়সোয়াল মহাশয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার ক্ষমতা বলে মৌজা বালিটিকুড়ি, জে.এল. নং-১০১, সাবেক দাগ ও হাল দাগ নং- ২৮৬৮, হাল খতিয়ান নং- ৩০৭৫, জমির পরিমাণ ৬ কাঠা ৭ ছটাক ৪২ বর্গফুট ও ৪ কাঠা ১৫ ছটাক ৩ বর্গফুট, জমিটি আমার মক্কেল দুইটি আলাদা আলাদা দলিলে ক্রয় করেন, দলিল নং ১১৯৯৬/ ২০০৮, ১১৯৯৭/২০০৮ ক্রয় করেন। বর্তমানে আমার মক্কেল হাওড়া বালী জগাছা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. ব্লকে পরচার জন্য আবেদন করেছেন। সকলকে অবগত করাইয়া যাইতেছে যে, যদি কাহারো কোনো আইনানুক আধিকার বা আপত্তি থাকে, তাহলে হাওড়া বালী জগাছা বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. ব্লকে এসে বক্তব্য রাখতে পারেন যাহার মিউটেশান নং- ১২২৯২, ১২২৯৩ সাল ২০২৫।

মিউটেশন নোটিশ

আমার মক্কেল শ্রীমতি পূর্ণিমা চক্রবর্তী, স্বামী বাবলু চক্রবর্তী, ঠিকানা কমলাপুর, বড়গাছিয়া, হাওড়া। উনি, মানু ও অনিক চক্রবর্তী দ্বারা নিযুক্ত ও সব্যসাচী চক্রবর্তী, বীথিকা চক্রবর্তী ও মঞ্জুলা দাস দ্বারা নিযুক্ত বাবলু চক্রবর্তীর নিকট হইতে আমোক্তার বলে (050802524/2023 ও 050801376/2023) জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত কমলাপুর মৌজার ৭০৩, ৭০১, ৭০৬, ২৮ ও ৭৬৪ নম্বর দাগে ২৭.৮৫ শতক জমি ক্রয় করেন (vide Deed No-050803007/2023 ও 050802989/ 2023 at Bargachia A.D.S.R)। উনি উক্ত জমির মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন জগৎবল্লভপুর বি.এল.আর.ও অফিসে। যদি কোনো ব্যক্তির কোনো রূপ অভিযোগ থাকে তাহলে উনি যেন জগৎবল্লভপুর বি.এল.আর.ও অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই যোগাযোগ করেন। অন্যথায় ওনার মিউটেশনের আবেদন গৃহীত হবে।

আনন্দ মোহন শিট
(অ্যাডভোকেট)
হাওড়া জাজেস কোর্ট

‘হাউসফুল’ দিঘা, এবার গেলে কি রাত কাটাতে হবে সমুদ্র সৈকতেই?

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২১ ডিসেম্বরঃ হাতে আর মাত্র ক'টা দিন। তারপরই নতুন বছর। বর্ষবরণের আবহে ভিড় উপচে পড়ছে দিঘায়। সামনে আবার উইকেন্ড। রয়েছে টানা ছুটিও। সব মিলিয়ে জমজমাট সৈকতনগরী। ইতিমধ্যেই হোটেলগুলিতে প্রায় ৫০ শতাংশ বুকিং শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সবথেকে বেশি বুকিং হয়েছে বড়দিন ও বড়দিন পরবর্তী সময়ে। এখন থেকেই ১ জানুয়ারির জন্য প্রচুর বুকিং আসছে বলে জানা যাচ্ছে। যদিও হোটেল মালিকদের আশা ২৫ ডিসেম্বরের আগে বাকি সমস্ত বুকিংও শেষ হয়ে যাবে। অনেক হোটেলের ম্যানাজারই বলছেন, গত বছর যে মাত্রায় ভিড় হয়েছিল এবার সেই রেকর্ডও ছাপিয়ে যেতে পারে। কয়েক মাস আগেই আবার মহাসমারোহে উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে দিঘার জগন্নাথ মন্দির। ফলে বিগত কয়েক মাসে সেখানেও নেমেছে ভক্তদের ঢল। গত প্রায় সাত মাসে এখানে প্রায় ৯০ লক্ষেরও বেশি ভক্তের সমাগম দেখা গিয়েছে জানাচ্ছেন দিঘা শংকরপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী। বছর শেষের মধ্যেই তা ১ কোটির মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। হোটেল মালিকরা বলছেন যে পরিমাণ ভিড় হচ্ছে তাতে অগ্রিম বুকি ছাড়া ডিসেম্বরের শেষে বা জানুয়ারির শুরুকে ঘর পাওয়া মুশকিল। অন্যদিকে মাথাচাড়া দিচ্ছে কালোবাজারির আশঙ্কা। কালোবাজারি রুখতে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসন ও হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সুযোগ পেয়ে কোনও জায়গা থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার অভিযোগ এলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানাচ্ছেন দিঘা শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত পাত্র।

মিউটেশন নোটিশ

আমার মক্কেল শ্রীমতি মাম্পি পোড়ে, স্বামী- স্বরূপ পোড়ে, ঠিকানা-ফটিকগাছি, সিদ্ধেশ্বর, হাওড়া। উনি সুভাষ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় দ্বারা নিযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস আমোক্তার বলে (Power of Attorney No-100800004/2022) জে.বি. পুর থানার অন্তর্গত লস্করপুর মৌজার ২৮৭৮ নম্বর দাগে ১ শতক জমি ক্রয় করেন (vide Deed No-050802579/2025 at ADSR Bargachia)। উনি উক্ত জমির মিউটেশনের জন্য আবেদন করেছেন জে.বি.পুর বি.এল. আর.ও অফিসে। যদি কোনো ব্যক্তির কোনো রূপ অভিযোগ থাকে তাহলে উনি যেন উক্ত বি.এল.আর.ও অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অবশ্যই যোগাযোগ করেন। অন্যথায় ওনার মিউটেশনের আবেদন গৃহীত হবে।

ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী
(অ্যাডভোকেট)
হাওড়া জাজেস কোর্ট

আঠারো উত্তীর্ণদের ভোটার তালিকায় নাম তোলাতে তৎপর তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২১ ডিসেম্বরঃ এসআইআরে জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাম বাদ পড়েছে বাঁকুড়া বিধানসভা এলাকায়। ওই বিধানসভা থেকেই সবচেয়ে বেশি ভোটার শুনানিতে ডাক পাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে নতুন ভোটারদের টার্গেট করছে তৃণমূল। সদ্য আঠারো উত্তীর্ণদের ভোটার তালিকায় নাম তুলতে শাসকদলের নেতা, কর্মীরা কার্যত উঠেপড়ে লেগেছেন। একজন প্রাপ্তবয়স্কও যাতে তালিকার বাইরে না থাকেন, সেই ব্যাপারে তৃণমূল নেতৃত্ব নিশ্চিত হতে চাইছে। দলের তরফে এসআইআরের জন্য চালু বাংলার ভোট রক্ষা শিবিরে তৃণমূল নেতা, নেত্রীরা বাঁকুড়ায় নতুন ভোটারদের ফর্ম পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। শনিবার শহরের নতুনচটিতে তৃণমূলের শিবিরে একঝাঁক যুবক, যুবতীকে দেখা যায়। তাঁদের জন্য তৃণমূল নেতৃত্ব কমিশনের পোর্টাল থেকে ছ'নম্বর ফর্ম ডাউনলোড করে রেখেছিলেন। এদিন বাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন

তথা তৃণমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান অলকা সেন মজুমদার নতুন ভোটারদের ফর্ম পূরণের বিষয়টি নিজেই তদারকি করেন। অলকাদেবী বলেন, ‘‘কম সময়ের মধ্যে এসআইআর করে জেলাবাসীকে বিপাকে ফেলা হয়েছে। বাঁকুড়া বিধানসভা এলাকায় যাতে কোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ না যায়, তা আমরা দেখছি। শুনানিতে ডাক পাওয়া ভোটারদের নথি জোগাড় করতে যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেটাও দেখা হচ্ছে।’’ পাশাপাশি সদ্য আঠারো উত্তীর্ণদের ভোটার তালিকায় নাম তোলানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দু'দিন আগে বাঁকুড়ায় এসে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া এব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। এদিন আমার নিজের ওয়ার্ড থেকেই এই কাজের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অদিতি পাত্র, কণিষ্ক মহাপাত্ররা বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক পাশের পর আমরা কেরিয়ার তৈরিতে মন দিয়েছি। পড়াশুনার পাশাপাশি ভোটার তালিকায় নাম তোলাও জরুরি। পঠন-পাঠনের জন্য ভিনরাজ্যে গেলে ভোটার কার্ড বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করাও তো জরুরি। কাজেই তালিকায় নাম ওঠা ও হাতে এপিক কার্ড পাওয়ার পর আরও ভালো লাগবে। উল্লেখ্য, বাঁকুড়া বিধানসভায় এসআইআরে মোট ২২,৩৫৫ জনের নাম বাদ পড়েছে। শুনানিতে ডাক পেয়েছেন ৪,০৫৬ জন ভোটার। যা জেলার মধ্যে সর্বাধিক। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল নেতৃত্বও উদ্বিগ্ন। সেই কারণে নতুন ভোটারদের কাছে টানতে শাসকদল মরিয়া হয়ে উঠেছে।

২৫ ডিসেম্বর, ১ জানুয়ারি খোলা থাকছে গোরুমারা, পর্যটকদের জন্য সুখবর বনদপ্তরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, লাটাগুড়ি, ২১ ডিসেম্বরঃ পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে আগামী ২৫ ডিসেম্বর ও ১ জানুয়ারি খোলা থাকছে গোরুমারার প্রবেশদ্বার, চালু থাকবে জিপসি সাফারি ও হাতি সাফারি। স্বাভাবিক ভাবেই বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্তে খুশি পর্যটক-সহ পর্যটনের সঙ্গে জড়িত লোকেরা। বছরের বাকি সময়গুলিতে বৃহস্পতিবার গোরুমারার সাপ্তাহিক ছুটির কারণে পর্যটকের প্রবেশ বন্ধ থাকে। কিন্তু এ বার ২৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ বড়দিন এবং ইংরেজি বছরের প্রথম দিন, দুই-ই বৃহস্পতিবার পড়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সময়ে ডুয়ার্সের প্রাণকেন্দ্র লাটাগুড়ি-সহ পাশ্ববর্তী এলাকায় পর্যটকের ভিড় থাকবে। সেই কথা চিন্তা করেই এই সিদ্ধান্ত বন দপ্তরের। রবিবার দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দুই বৃহস্পতিবার পর্যটকদের জন্য খোলা রাখা হবে গোরুমারা। এই ঘোষণায় খুশি পর্যটক থেকে হোটেল কর্মীরা। গোরুমারার ইকো গাইড গুরু কোঁরা, হীরামোহন ওরাওঁ, শ্রী ওরাওঁ, সুব্রত পাইকরা জানান, আগামী কয়েক দিন ভিড় অব্যাহত থাকবে লাটাগুড়ি ও গোরুমারায়। বৃহস্পতিবার দু'টো বিশেষ দিন থাকায় পর্যটকের ঢল নামবে বলেও আশাবাদী তাঁরা। দিনে মোট চার বার গোরুমারার যাত্রাপ্রসাদ, চাপড়ামারি, চুকচুকি, রামসাই মেদলা ওয়াচটাওয়ারে যাওয়ার সুযোগ পান পর্যটকরা। গোরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, ‘‘বড়দিন ও ইংরেজি বছরের প্রথম দিন বৃহস্পতিবার থাকায় প্রচুর পর্যটক জঙ্গল ভ্রমণের জন্য আসবেন। তাই সে কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনও গোরুমারা খোলা রাখা হচ্ছে। পর্যটনের সঙ্গে প্রচুর মানুষ জড়িত। তাই সে কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’

বন্ধ হয়ে গেল বাংলার ‘বিখ্যাত’ সেলফি ব্রিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ২১ ডিসেম্বরঃ ইউটিউব থেকে ফেসবুক। নতুন যুগের নতুন সেনশন- রিলস! আর সেই রিলস বানানোর চক্করেই পাকাপাকিভাবে বন্ধ হয়ে গেল আস্ত একখান ব্রিজ। ভাবতে পারছেন? হ্যাঁ এমনটাই ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে। পূর্বস্থলী ও ইদ্রাকপুর গ্রামের মধ্যে সংযোগকারী ভাগীরথী নদীর একটি অংশে (ছাড়ি গঙ্গা) ছিল এই বাঁশের ব্রিজ। দুই দিকের মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাতে সুবিধা হয়, যাতে সময় কম লাগে সে কথা মাথায় রেখেই জেলা পরিষদের অনুমতিতে এই বাঁশের ব্রিজ বানানো হয়েছিল। এখনই সেই ব্রিজই বিপজ্জনক বলে জানিয়ে দিল জেলা পরিষদ। ইতিমধ্যেই বাঁশের সেই নির্মাণ খুলে ফেলার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তাতেই উদ্বেগ বেড়েছে গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে। সকলেই দুষছেন রিলস মেকারদের। তাঁদের একটাই কথা, এই তরুণ-তরুণীদের রিলস বানানোর হিড়িকেই এই অবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, তৈরি হওয়ার পর থেকেই সকাল বিকাল কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের দৌরাত্ম্য লেগেই ছিল। তাঁদের লাফালাফিতে ব্রিজের বাঁশ একেবারে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। এখন নিরাপত্তার কথা ভেবেই বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত। এতেই ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এলাকার মহিলা মেনোকা ঘোষ বলছেন, ‘‘এমনিতে তো নৌকার জন্য দেড় থেকে দু' ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বাঁশের ব্রিজ হওয়ায় আমাদের খুবই সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু মোবাইল নিয়ে এমন দাপাদাপি করল যে ব্রিজটাই বন্ধ হয়ে গেল।’’ এখন আবার সেই আগের মতো নৌকায় চলছে পারাপার। তবে তার জন্য আবার দীর্ঘ অপেক্ষা। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পর নির্দিষ্ট সংখ্যায় যাত্রী হলে তবেই ছাড়া হচ্ছে নৌকা। এরইমধ্যে আবার নদীর দখল মাঝেমাঝেই নিয়ে ফেলছে কচুরিপানার দল। ফলে তখন আবার নৌকা নিয়ে যাতায়াতে সমস্যা আরও তীব্র হচ্ছে। নৌকা না ছাড়ায় আরও বাড়ছে অপেক্ষা।

থার্ড পার্সনের এন্ট্রিতে শেষ পর্যন্ত প্রাণটাই চলে গেল স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরা, ২১ ডিসেম্বরঃ কয়েক বছর আগেই স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ-বর্হিভূত সম্পর্ক গড়ে ওঠে এলাকারই এক বলাগড়ের এক যুবকের সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যে তা জানতেও পেরে যায় স্বামী। তা নিয়ে ঝামেলাও হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। সম্পর্কে ধরে ফাটল। এরইমধ্যে এবার একেবারে রক্তপাত। প্রাণটাই চলে গেল স্বামীর। খুনের অভিযোগ স্ত্রীর প্রেমিকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা মগরার শেরপুরে। এখানেই বাড়ি প্রসেনজি দাসের(৩৬)। তাঁকেই ছুরি মেরে খুনের অভিযোগ উঠেছে তাঁরই স্ত্রী রত্না দাসের প্রেমিক সুব্রত ভক্তর বিরুদ্ধে। সুব্রতর বাড়ি বলাগড়ের নিত্যানন্দপুরে। এদিকে প্রসেনজিৎ রত্নার বিবাহিত জীবন ১৪ বছরের। তাদের এক সন্তানও রয়েছে। প্রসেনজিতের মা কল্পনা দাস গোটা ঘটনায় সরাসরি অভিযোগ করছেন পুত্রবধূর প্রেমিকের দিকেই। তিনি বলছেন, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সুব্রত মদ খেয়ে তাঁদের বাড়িতে আসে। অনেক ডাকাডাকিও করে। প্রসেনজিতের নাম ধরে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে।ছোট ছেলে প্রতিবাদ করলে তাঁকেও মারধর করে বলে জানাচ্ছেন তিনি। এরইমধ্যে ওই সময় কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল প্রসেনজিৎ। ভাইকে মার খেতে দেখে সে বাঁচাতে যায়। তখনই সুব্রতর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। অভিযোগ, তখনই ছুরি দিয়ে কোপাতে থাকে সুব্রত। স্থানীয় বাসিন্দারাই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। খবর যায় পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মগড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের আটকও করেছে পুলিশ। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। ক্ষোভ উগরে দেন প্রসেনজিতের বোনও। তিনি বলছেন, বৌদির সঙ্গে সুব্রতর প্রেম অনেক দিনের। আমার বৌদিই ওর প্রেমিককে দিয়ে খুন করিয়েছে।

কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

(ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা)

পাবলিক নোটিশ

২২শে ডিসেম্বর ২০২৫

বিষয়ঃ ডিআরকিউ২০২৬-এর জন্য অনলাইন আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

০২.১২.২০২৫ তারিখের সিবিএসই/রিক্রুটমেন্ট.সেল/১৪(৮৮)/২০২৫ নং বিজ্ঞপ্তির ধারাবাহিকতায় এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট কোটা পরীক্ষা ২০২৬ (ডিআরকিউ২০২৬)-এর জন্য অনলাইন আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী বৃদ্ধি করা হয়েছেঃ

ইভেন্ট	পূর্বের তারিখ	বর্ধিত তারিখ
আবেদনপত্র অনলাইনে জমা দেওয়া	২২শে ডিসেম্বর ২০২৫ (রাত ১১:৫৯ পর্যন্ত)	**২৭শে ডিসেম্বর ২০২৫ (রাত ১১:৫৯ পর্যন্ত)**
পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (ক্রেডিট কার্ড/ডেবিট কার্ড/নেট ব্যাঙ্কিং/ইউপিআই-এর মাধ্যমে)	২২শে ডিসেম্বর ২০২৫ (রাত ১১:৫৯-এর মধ্যে বা তার আগে)	**২৭শে ডিসেম্বর ২০২৫ (রাত ১১:৫৯ পর্যন্ত)**

ডিআরকিউ২০২৬-এর জন্য আবেদন করতে কোনো অসুবিধা হলে, প্রার্থী ০১১-২৪০৫০৩৫৩, ০১১-২৪০৫০৩৫৪ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা drq2026@cbseshiksha.in ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন।

ডিরেক্টর
প্রফেশনাল এক্সাম ইউনিট, সিবিএসই

cbc21107/12/0011/2526

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

নং.- WB-HMC/TN/ED/S&D/40/2025-2026 তারিখ- ১২.১২.২০২৫

ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি (২য় কল)

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী (এস অ্যান্ড ডি) হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডে কভার স্ল্যাবসহ ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কার কাজের জন্য স্বনামধন্য, সম্পদশালী ও বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যাদের এই ধরনের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিস্তারিত প্রাসঙ্গিক তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সহকারী প্রকৌশলী দপ্তর / www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩.০১.২০২৬, বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

২৪৪(৩)/২৫-২৬
২০.১২.২৫

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C), Br-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/52/25-26/D
Name of work : **Restoration of road (to be disturbed by W/S Deptt.) at 205, 212, 219, P G Road, 2 Bedia Danga 1st Lane and its surrounding in Ward-67.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,34,542.50**. Earnest Money: **Rs. 8,700.00**. Period of Completion: **45 Days**.

2. NIT No. : KMC/EEC/VII/GMBG/10/25-26
Name of work : **Cleaning, lifting the garbage from surface drain and other ancillary civil work at Gobra-I and II, under Borough-VII.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,87,616.92**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Period of Completion: **45 Days**.

3. NIT No. : KMC/EEC/VII/65/39/25-26/D
Name of work : **Restoration of passage (disturbed by CESC) at 13/E Tiljala Lane, B29C/H/5 Palm Avenue, 51/1B, 61, 14/1 Bondel Road, 4/A, 38/H/4 Shamsulhuda Road, 3 Miajan Ostagar Lane etc and surroundings in Ward-65.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,65,124.06**. Earnest Money: **Rs. 5,400.00**. Period of Completion: **45 Days**.

4. NIT No. : KMC/EEC/VII/67/50/25-26/D
Name of work : **Restoration of road (to be disturbed by W/S Deptt.) from Premises No. 4/1 to 12/2, Dharmatala Road and its surrounding in Ward-67.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,84,327.84**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Period of Completion: **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **13.01.2026** up to **10.30 a.m.** (for sl. no. 1 to 4). Tender will be opened on: **15.01.2026** at **10.30 a.m.** (for sl. no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **18.12.2025** at **(6.55 p.m.)** (for sl. no. 1 to 4). The website **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** (for sl. no. 1 to 4).

The **Executive Engineer (C), Borough-III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/EE-III/33/41/25-26 (1st Call)
Name of work : **Restoration of Road surface by Hot Asphalt Mix 66,70 Beliaghata Main Lane, 1 R.K. Naskar Lane, 3 Gagan Sarkar Road and different location in Ward No. 033 disturbed by CESC**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,99,947.00**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **75 Days**. Last date and time of submission of bid : **15.01.2026** up to **12 noon**. Date and time of opening of bid : **17.01.2026** after **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **23.12.2025 (5 p.m.)** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

2. NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/8/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of Footpath at 131,130,86 ETC R.R.L. Mitra Road in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 4,97,990.00**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

3. NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/52/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of Sanitary Latrine at 12/H/15/1, 12/H/15/2 Kalitara Bose Lane and surrounding area in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 1,98,832.00**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

4. NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/55/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of Sewer at 153, B.M. Road and adjacent area in Ward No. 34.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 3,48,624.00**. Earnest Money : **Rs. 7,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

5. NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/60/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of Sanitary Latrine at 30, 34 Latafat Hossian Lane and adjacent location in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 3,99,269.00**. Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

6. NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/59/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of passage at 29,27 Latafat Hossian Lane and surrounding area in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,99,994.00**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

7. NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/61/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of passage at 16/1 Beliaghata Main Road (Chara Bagan) and surrounding area in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 3,99,634.00**. Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **30 Days**.

8. NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/62/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of Sewer at 16/1 Beliaghata Main Road (Chara Bagan) and surrounding area in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 3,99,440.00**. Earnest Money : **Rs. 8,000.00**. Period of Completion : **30 Days.**

9. NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/63/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of Sanitary Latrine at 147/B/9, 147/B/14 and surrounding of R.R.L. Mitra Road in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,99,852.00**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days.**

10. NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/64/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of passage at 147B, 147A, R.R.L. Mitra Road and surrounding area in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 4,98,340.00**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days.**

11. NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/65/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of Footpath at 151,152 R.R.L. Mitra Road and surrounding area in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 4,98,548.00**. Earnest Money : **Rs. 10,000.00**. Period of Completion : **30 Days.**

12. NIT No. : KMC/EE-III/34/APAS/66/25-26 (1st Call)
Name of work : **Renovation of sewer at 151,152 R.R.L. Mitra Road and adjacent location in Ward No. 34**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 2,99,508.00**. Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **27.12.2025** up to **9 a.m.** (for sl. no. 2 to 12). Date and time of opening of bid : **29.12.2025** after **9 a.m.** (for sl. no. 2 to 12). The bid forms and other details are available on and from **23.12.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1) and **19.12.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 2 to 12). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 12).

13. NIT No. : EE-III/35/42/25-26
Name of work : **Improvement of 1st Floor of Sipta Bhaban at 3/1 Beliaghata Main Road in Ward No. 35**. Estimated Cost (Including GST and CESS) : **Rs. 1,95,269.00**. Earnest Money : **Rs. 4,000.00**. Period of Completion : **35 Days.**

14. NIT No. : KMC/EE-III/014/40/25-26 (1st Call)
Name of work : **Restoration of Uttaran Passage at 16/5/H/27, M.P. Road and its surrounding areas in Ward No. 14 excavated by W. S. Dett.** Estimated Cost : **Rs. 4,41,703.00** Earnest Money : **Rs. 8,900.00**. Period of Completion : **40 Days.** Last date and time of submission of Bid : **13.01.2026** at **9 a.m.** (for sl. no. 13 & 14). Date and time of opening of Bid : **15.01.2026** after **9 a.m.** (for sl. no. 13 & 14). The bid forms and other details are available on and from **19.12.2025** at **5 p.m.** (for sl. no. 13 & 14). The website : **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 13 & 14).

1771/25-26

পুরনো ছন্দে ডুয়ার্স, বড়দিনের আগেই উপচে পড়ছে ভিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদয়ার, ২১ ডিসেম্বরঃ এসআইআর-এর খসড়া তালিকা প্রকাশ হতেই পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে উপচে পড়েছে পর্যটকদের ভিড়। আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটন কেন্দ্র জলদাপাড়া, চিলাপাতায় দেখা গিয়েছে পর্যটকদের ভিড়। পর্যটন কেন্দ্রের হোটেল, হোম স্টে-তেও প্রায় ফুল বুকিং। গত ৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যে ভোটার তালিকা নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করে নির্বাচন কমিশন। সেই প্রক্রিয়া চলে গত ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ফলে শীতের ভরা মরশুমে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার তাগিদে ডুয়ার্সের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে বুকিং বাতিল করেন দূরদূরান্তের পর্যটকেরা। আর তাতেই ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। হোটেলগুলিতে একের পর এক বুকিং বাতিল হতে থাকে। সম্প্রতি এনুমারেশন প্রক্রিয়া শেষ হয়। গত ১৭ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ হতেই চিন্তা দূর হয় আমজনতার। বিএলও-রা এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে বাড়িতে আসবেন, তখন বাড়িতে কাউকে না পেলে সমস্যা হয়ে যাবে, এই ভাবনার অবসান হয়েছে। সামনে উৎসবের দিন, মন এখন ঘুরতে যাওয়ার জন্য আনচান করবে সেটাই স্বাভাবিক। সামনেই বড়দিন, একটু ঘোরাঘুরি করেই নতুন বছরের শুরু করতে চান পর্যটকরা। কিছু পর্যটক ঘুরতে যাওয়ার জন্য পাহাড় পছন্দ করেন, আবার কেউ অরণ্য। সবুজ অরণ্য, বন্য জন্তু, জানা-অজানা পাখি দেখতেই পর্যটকরা আসছেন চিলাপাতায়। শুধু জঙ্গল ঘুরে মন ভরছে না! চাই আরও অ্যাডভেঞ্চার? রহস্যের উন্মোচন করতে যদি মন চায় আপনার, তাহলে চিলাপাতার জঙ্গল বেড়াতে এসে নল রাজার গড় হয়ে উঠবে পর্যটকদের কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। যদিও সম্পূর্ণ গড় ঘুরে দেখতে পারবেন না। কারণ সংস্কারের কাজ বাকি। তবে গড়ের প্রবেশ দ্বার, উঁচু পাঁচিল দেখতে পারবেন। গড় সংলগ্ন এলাকায় একটি ঝিল দেখতে পাওয়া যাবে, যা ইতিহাসের ধারক,

বাহক। সন্ধ্যাবেলায় চিলাপাতা পয়েন্টের সামনে উপভোগ করতে পারবেন রাভা বস্তির মহিলাদের সাংস্কৃতিক নৃত্য অনুষ্ঠান। তাঁদের হাতের খাবার খাওয়ার সুযোগ পাবেন। বন্যপ্রাণীদের আরও কাছ থেকে দেখতে হলে চিলাপাতা থেকে কিছুটা দূরে আসতে হবে কোদালবস্তিতে। এখানে সিসি লাইন থেকে দেখা যাবে কাছ থেকে বন্য প্রাণীদের। এনুমারেসন ফর্ম জমা'র প্রক্রিয়া শেষ হতেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে পর্যটকদের ঢল লক্ষ করা গেছে। গতকাল শনিবার ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঘুরতে দেখা গেল সুদূর বারাসতের একদল পর্যটকদের। বারাসত থেকে আসা সেই দলের সদস্য সোমা রায় ব্যানার্জি জানান, ‘‘আমার বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে বেড়াই। প্রতি বছরের মতো গত নভেম্বর মাসের মাঝের দিকে ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঘুরতে আসার পরিকল্পনা ছিল। আমাদের দলে প্রায় ২৫টি পরিবার রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজেদের গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াই। তবে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের কারণে জঙ্গল ভ্রমণ বাতিল করতে বাধ্য হই। সম্প্রতি সেই প্রক্রিয়া শেষ হতেই আমার ডুয়ার্সের প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়েছি। তবে দলের সকলের একসঙ্গে সময় না থাকায় আমরা অল্প সংখ্যক সদস্যরাই ঘুরতে এলাম। গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে ডুযার্সের বিভিন্ন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।’’ শীতের ভরা মরশুমে পর্যটনে ক্ষতির বিষয়ে নিয়ে চিলাপাতার পর্যটন ব্যবসায়ী দিলীপ ওঁরাও জানান, ‘‘পর্যটকদের জলদাপাড়া, চিলাপাতার জঙ্গল সব সময় পছন্দের। মাঝে পর্যটনের মরশুম থাকা সত্ত্বেও, বুকিং ছিল না এসআইআর-এর কারণে। কিন্তু আবার পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। নতুন বছরের শুরু ভাল কাটবে, এই আশা রাখছি।’’

বিজ্ঞান প্রযুক্তি

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে নতুন আকর্ষণ, দেড় বিঘা জুড়ে ১০০ প্রজাতির গাছে সাজানো আধুনিক বনসাই বিভাগ

অনিকেত নস্কর ঃ হাওড়ার শিবপুরে অবস্থিত দেশের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্তম উদ্ভিদ উদ্যান-আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেন-আরও এক নতুন আকর্ষণে সমৃদ্ধ হল। প্রায় ৬০ বছর পর এই ঐতিহ্যবাহী বাগানে তৈরি হল একটি সম্পূর্ণ নতুন ও আধুনিক বনসাই বিভাগ। প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর গড়ে ওঠা এই বনসাই বিভাগে স্থান পেয়েছে ৩৫টি পরিবারভুক্ত প্রায় ১০০ প্রজাতির ২০০টিরও বেশি বনসাই গাছ। এই উদ্যোগে বোটানিক্যাল গার্ডেনের সৌন্দর্য যেমন বাড়ল, তেমনই দর্শনার্থীদের জন্য খুলে গেল উদ্ভিদবিদ্যার এক নতুন শিক্ষামূলক জানালা। বোটানিক্যাল গার্ডেন কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, গার্ডেনের ২২ নম্বর ডিভিশনে, ক্যাকটাস হাউসের একেবারে পাশেই এই নতুন বনসাই বিভাগটি গড়ে তোলা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত গার্ডেনে বনসাই গাছ থাকলেও সেগুলি আলাদা আলাদা নার্সারির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কোনও নির্দিষ্ট বা স্বতন্ত্র বনসাই বিভাগ ছিল না। এবার প্রথমবারের মতো সব বনসাই গাছকে একত্রিত করে পরিকল্পিতভাবে একটি আলাদা বিভাগ তৈরি করা হল। এই বনসাই বিভাগ চালু হওয়ায় গার্ডেনে প্রাতঃভ্রমণকারী ও সাধারণ দর্শনার্থীরা খুব কাছ থেকে দেখতে পারবেন-কীভাবে বড় আকারের গাছকে বিশেষ পদ্ধতিতে ছোট করে বনসাই রূপ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে তাঁরা জানতে পারবেন কোন কোন গাছ বনসাই হিসেবে তৈরি করা যায় এবং সেই শিল্পের পেছনের বিজ্ঞান ও যত্নের বিষয়গুলি। বর্তমানে শহর ও শহরতলির বহু মানুষ বাড়িতে বনসাই রাখার প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন। এই নতুন বিভাগ সেইসব বনসাইপ্রেমীদের কাছেও বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন উদ্যান কর্তৃপক্ষ। এখানে এসে দর্শকরা এক জায়গাতেই নানা ধরনের বনসাই গাছ দেখতে পারবেন এবং গাছগুলির বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই বনসাই বিভাগের উদ্বোধন করেন বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডিরেক্টর কণাদ দাস এবং জয়েন্ট ডিরেক্টর দেবেন্দ্র সিং। উদ্বোধনের পর গার্ডেনের

কর্তৃপক্ষ জানান, বনসাই বিভাগটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে গাছগুলির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য বজায় থাকে। যেহেতু বনসাই গাছ অতিরিক্ত রোদ সহ্য করতে পারে না, তাই প্রাথমিকভাবে ক্যাকটাস হাউসের মতো তাঁবু দিয়ে সূর্যের আলো থেকে কিছুটা আড়াল করে রাখা হবে। ভবিষ্যতে বনসাই বিভাগের জন্য আলাদা ও স্থায়ী তাঁবু নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে। এই বনসাই বিভাগে রাখা গাছগুলিকে মোট ৩৫টি পরিবারে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের দেশি ও বিদেশি প্রজাতির গাছ। উল্লেখযোগ্য গাছগুলির মধ্যে রয়েছে অশ্বত্থ, ময়ূরপঙ্খী, ক্রিসমাস ট্রি, স্বর্ণচাঁপা, চিনা জবা, সেহোরা, জাম, পাকুড়-সহ আরও বহু পরিচিত ও অচেনা প্রজাতি। প্রতিটি গাছকে বিশেষ কৌশলে ছাঁটাই, তার বাঁকানো ও শিকড় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ছোট আকারে রাখা হয়েছে, যা বনসাই শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। উদ্বোধনের দিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ডিরেক্টর কণাদ দাস বলেন, এতদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে বনসাই থাকলেও তার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। এবার সেই অভাব পূরণ করা সম্ভব হল। বনসাই মূলত একটি জাপানি শিল্প, যেখানে গাছকে দীর্ঘদিন ধরে যত্ন করে ছোট আকারে গা(তোলা হয়। আমাদের বিজ্ঞানী ও কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় এবার বনসাইদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ তৈরি করা গেল। তিনি আরও জানান, এই বনসাই বিভাগ শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়, শিক্ষামূলক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শনার্থীরা এখানে এসে বনসাই তৈরির পদ্ধতি ও তার বৈজ্ঞানিক দিকগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন। বোটানিক্যাল গার্ডেন কর্তৃপক্ষের আশা, এই নতুন বিভাগ গার্ডেনের পর্যটন আকর্ষণ আরও বাড়াবে। ইতিমধ্যেই ক্যাকটাস হাউস, পাম হাউস, গ্রেট বটগাছ-সহ নানা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গুরুত্বসম্পন্ন অংশের জন্য শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে পরিচিত। তার সঙ্গে এবার যুক্ত হল এই আধুনিক বনসাই বিভাগ। সব মিলিয়ে, প্রায় দেড় বিঘা জুড়ে গড়ে ওঠা এই বনসাই বিভাগ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোগ করল। প্রকৃতি, শিল্প ও বিজ্ঞানের সু ঃদর মেলবন্ধনে তৈরি এই বিভাগ আগামী দিনে দর্শনার্থীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

কর্নাটকের আবাসিক স্কুলে লজ্জাজনক নিষ্ঠুরতা, বিশেষ ভাবে সক্ষম নাবালকের উপর নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র

সংবাদসংস্থাঃ কর্নাটকের একটি আবাসিক স্কুলে বিশেষ ভাবে সক্ষম নাবালকের উপর চালানো নির্মম নির্যাতনের ঘটনা দেশজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়ো সামনে আসতেই শিউরে উঠেছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মানবাধিকার কর্মীরা। ওই ফুটেজে দেখা যায়, যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা এক কিশোরকে নিষ্ঠুরভাবে মারধর করা হচ্ছে। তদন্তে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য তৈরি একটি আবাসিক স্কুলের ভেতরেই ঘটেছে, যেখানে নিরাপত্তা ও যত্ন পাওয়ার কথা ছিল ছাত্রদের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্যাতনের শিকার কিশোরটির বয়স ১৬ বছর। সে ওই আবাসিক স্কুলেরই পড়ুয়া। ভিডিয়োতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি প্লাস্টিকের পাইপ ও বেল্ট দিয়ে কিশোরটিকে মারধর করছে। যন্ত্রণায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেও নির্যাতন বন্ধ হয়নি। সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেও তাকে ছাড় দেওয়া হয়নি। এই দৃশ্য প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠেছে-যে প্রতিষ্ঠানে বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের নিরাপদ পরিবেশে বড় হয়ে ওঠার কথা, সেখানে এমন অমানবিক আচরণ কীভাবে চলতে পারে? পুলিশ জানিয়েছে, ভিডিয়োতে মারধর করতে দেখা যাওয়া ব্যক্তির নাম অক্ষয় ইন্দুলকার। তিনি ওই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শুধু শারীরিক নিগ্রহই নয়, তদন্তে আরও গুরুতর অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তের স্ত্রীও এই নির্যাতনে যুক্ত ছিলেন। তিনি কিশোরটির চোখে লঙ্কাগুঁড়ো লাগিয়ে দেন বলে অভিযোগ। এতে শিশুটি আরও অসহায় অবস্থায় পড়ে যায়। কিশোরটি বারবার জল চাইছিল, কাঁদছিল, কিন্তু তার আর্তি উপেক্ষিত হয়। নির্যাতনের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে স্কুলেরই এক কর্মীর উদ্যোগে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই কর্মী দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের ভেতরে চলা অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চাইছিলেন। ছাত্রদের উপর চলা

অমানবিক আচরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই তিনি গোপনে ভিডিয়ো রেকর্ড করেন এবং পরে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেন। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ভুক্তভোগী কিশোরের বাবা-মা সন্তানের উপর চালানো নির্যাতনের কথা জানতে পেরে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ একটি এফআইআর রুজু করেছে। অক্ষয় ইন্দুলকার, তাঁর স্ত্রী এবং স্কুলের সঙ্গে যুক্ত আরও দুই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ছিল কি না, বা এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পুলিশের কাছে এমন তথ্যও এসেছে যে, ওই আবাসিক স্কুলে এর আগেও পড়ুয়াদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল, কিন্তু সেগুলি প্রকাশ্যে আসেনি। বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের নির্যাতন আরও ভয়াবহ, কারণ তারা অনেক সময় নিজের পক্ষে কথা বলতে বা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। ঘটনাটি সামনে আসার পর রাজ্যজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। শিশু অধিকার সংগঠনগুলি দ্রুত দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য তৈরি স্কুলগুলিতে নিয়মিত নজরদারি এবং মানসিকভাবে প্রশিক্ষিত কর্মী থাকা অত্যন্ত জরুরি। নইলে এমন ঘটনা ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে। এই ঘটনার পর কর্নাটক প্রশাসন আবাসিক স্কুলগুলির নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে। সমাজকল্যাণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের সব বিশেষ স্কুলে অডিট এবং পরিদর্শন করা হবে। কোথাও অনিয়ম বা অত্যাচারের প্রমাণ মিললে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এই ঘটনা ফের একবার সমাজের সামনে বড় প্রশ্ন তুলে ধরেছে-আমরা কি সত্যিই বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছি? যে শিক্ষক ও কর্মীদের হাতে তাদের সুরক্ষা থাকার কথা, সেই হাতেই যদি নির্যাতনের শিকার হতে হয়, তবে তা শুধু আইন নয়, মানবতারও চরম ব্যর্থতা। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ভুক্তভোগী কিশোরকে বর্তমানে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখা হয়েছে এবং তার চিকিসা ও মানসিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার বিচার প্রক্রিয়ার দিকে এখন তাকিয়ে গোটা দেশ।

লেবুর আকারের গ্রহ, একেক বছর কাটে ৮ ঘণ্টায়! তাজ্জব নাসা

পৃথিবীর আকৃতি পুরোপুরি গোল নয়-এ কথা বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষও জানেন। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে সামান্য চাপা হওয়ায় পৃথিবীকে বলা হয় ‘ স্ফেরয়েড’। তবে এই সামান্য পার্থক্য বাদ দিলে পৃথিবীকে আপাতভাবে গোলই বলা যায়। শুধু পৃথিবী নয়, টেলিস্কোপে চোখ রাখলে সৌরজগৎ ও তার বাইরের প্রায় সব গ্রহকেই কমবেশি একই ধরনের গোলাকার আকৃতির দেখা মেলে। দীর্ঘদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, মহাকর্ষের প্রভাবে গ্রহগুলির আকৃতি এমনই হয়। কিন্তু সেই ধারণাকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার এক সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী গ্রহের সন্ধান মিলেছে। নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ সম্প্রতি এমন এক গ্রহের খোঁজ পেয়েছে, যার আকৃতি দেখে বিজ্ঞানীরাও প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। এই গ্রহটির আকৃতি গোল নয়, বরং অনেকটা লেবুর মতো! গবেষকদের ভাষায়, গ্রহটিকে দেখলে এক মুহূর্তের জন্য গ্রহ আর তারার পার্থক্যই যেন গুলিয়ে যায়। এই চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কথা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানপত্রিকা ‘ জার্নাল লেটার্স’-এ। গবেষণাপত্র অনুযায়ী, এই অদ্ভুত আকৃতির গ্রহটির নাম দেওয়া হয়েছে। গ্রহটি যে নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্গত, তার কেন্দ্রীয় নক্ষত্রকে এটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রদক্ষিণ করে। যেখানে পৃথিবীর এক বছর পূর্ণ হতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন, সেখানে এই গ্রহের ক্ষেত্রে একটি বছর শেষ হয়ে যায় মাত্র ৭ থেকে ৮ ঘণ্টায়! অর্থা, এই গ্রহে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত কার্যত চোখের পলকেই ঘটে যায়। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, গ্রহটি যে নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, সেটি কোনও সাধারণ তারা নয়। সেটি একটি নিউট্রন তারা। নিউট্রন তারা আসলে একটি অত্যন্ত বিশাল ভরের নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ। কোনও বৃহ নক্ষত্র তার জীবনের শেষ পর্যায়ে বিস্ফোরিত হলে (সুপারনোভা) তার কেড়ে যে অত্যন্ত ঘন ও ভারী বস্তুটি অবশিষ্ট থাকে, সেটিকেই নিউট্রন তারা বলা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, সূর্যের সমান বা তার চেয়েও বেশি ভর থাকা সত্ত্বেও একটি নিউট্রন তারার আয়তন মাত্র একটি বড় শহরের মতো! এই ভয়ংকর ঘনত্ব ও শক্তিশালী মহাকর্ষীয় টানের কারণেই গ্রহটির আকৃতি এতটাই বিকৃত হয়েছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। নিউট্রন তারার প্রবল আকর্ষণে গ্রহটির এক দিক অস্বাভাবিকভাবে টান প।ছে, ফলে তার আকৃতি গোল না থেকে লম্বাটে, লেবুর মতো হয়ে উঠেছে। মহাকর্ষীয় বল যে কোনও গ্রহের আকৃতি কীভাবে বদলে দিতে পারে, এই গ্রহ তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ। শুধু আকৃতিতেই নয়, এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলও বিজ্ঞানীদের কাছে সমানভাবে বিস্ময়কর। গবেষণায় জানা গিয়েছে, গ্রহটির বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে হিলিয়াম ও কার্বন রয়েছে। এখানকার আবহাওয়া অত্যন্ত অদ্ভুত-সারাক্ষণ প্রবল বায়ুপ্রবাহ বইতে থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে, এত দ্রুত ঘূর্ণন এবং নক্ষত্রের এত কাছাকাছি অবস্থানের কারণে এই গ্রহে স্থিতিশীল আবহাওয়ার কোনও সুযোগই নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই গ্রহের বায়ুমণ্ডলে আণবিক কার্বনের উপস্থিতি। এর আগে কখনও এমন কোনও গ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়নি, যার বায়ুমণ্ডলে এই ধরনের কার্বন দেখা গিয়েছে। সাধারণত কার্বন একটি অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল মৌল। কোনও গ্রহের বায়ুমণ্ডলে থাকলে কার্বন নিজের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে অক্সিজেন বা অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌগ তৈরি করে ফেলে।

তাইপেতে ছুরি হামলায় মৃত ৩, আহত ১১ পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হামলাকারীর

সংবাদসংস্থাঃ তাইওয়ানের রাজধানী তাইপের এক ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকায় হঠাই নেমে আসে আতঙ্ক। ছুরি হাতে এক আততায়ী এলোপাথাড়ি হামলা চালিয়ে হত্যা করে তিন জনকে। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১১ জন। শুক্রবার সন্ধ্যার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পর গোটা শহরজুড়ে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। হামলার পর পুলিশের গ্রেপ্তারি এড়াতে গিয়ে বহুতল ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যু হয়েছে অভিযুক্তের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি জনবহুল এলাকায় এই ভয়াবহ হামলার ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, মুখে মাস্ক পরে এক যুবক আচমকাই ছুরি হাতে সাধারণ মানুষের উপর হামলা শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। মানুষ প্রাণ বাঁচাতে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি শুরু করেন। ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয় এবং বহু মানুষ আহত হন। তদন্তে উঠে এসেছে, হামলাকারী শুধু ছুরি দিয়েই হামলা চালায়নি। পুলিশের দাবি অনুযায়ী, সে স্মোক বোমা ও পেট্রোল বোমার মতো দাহ্য বস্তু ব্যবহার করে এলাকায় বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে। প্রথমে তাইপে রেল স্টেশনের কাছে একটি স্মোক বোমা ছোড়া হয়। তার ফলে ওই এলাকায় ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ এবং স্বাভাবিক জনজীবন কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এরপর কাছের একটি মেট্রো স্টেশনের বিপণিবিতানে ঢুকে এলোপাথাড়ি ছুরি হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই হামলার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। তাইওয়ানের প্রধানমন্ত্রী ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হামলাকারীকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। রাজধানী জুড়ে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। বিভিন্ন রেল স্টেশন, মেট্রো স্টেশন ও বাণিজ্যিক এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। রাতভর চলে

তল্লাশি অভিযান। তাইওয়ানের পুলিশ প্রধান চ্যাং জুং সিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, হামলাকারীর নাম চ্যাং ওয়েন, বয়স ২৭ বছর। সে উত্তরাঞ্চলের তাওইউয়ান শহরের বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত একাই এই হামলা চালিয়েছে এবং এর সঙ্গে কোনও সংগঠিত জঙ্গি গোষ্ঠীর যোগ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে তার উদ্দেশ্য এবং মানসিক অবস্থার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শনিবার সকালে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে অভিযান চালায়। সেই সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত একটি বহুতল ভবনে উঠে যায় এবং সেখান থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের মৃত্যু হলেও তদন্ত প্রক্রিয়া চলবে এবং তার পেছনের উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি ও সম্ভাব্য সহযোগীদের খোঁজ চালানো হবে। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর শনিবার সকালে তাইওয়ানের প্রেসিডেঃট লাই চিং-তে হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং সরকার সব ধরনের সহায়তা দেবে বলে আশ্বাস দেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, এমন হিংসাত্মক ঘটনা তাইওয়ানের শান্তিপূর্ণ সমাজের পরিপন্থী। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য জনবহুল এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে রেল স্টেশন, মেট্রো, বিপণিবিতান এবং বড় জমায়েতের জায়গাগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীকে আরও সক্রিয় ও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, তাইওয়ানে এ ধরনের হিংসাত্মক হামলার ঘটনা তুলনামূলকভাবে বিরল। দেশটি সাধারণত নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ হিসেবেই পরিচিত। তবে অতীতেও কয়েকটি ঘটনা মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। ২০১৪ সালে তাইপের মেট্রোতে ছুরি হামলায় চার জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনায় গোটা দ্বীপজড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে ওই হামলার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২০১৬ সালে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। বর্তমান ঘটনার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে ফের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, জনসমাগমপূর্ণ এলাকায় আরও কড়া নজরদারি প্রয়োজন। একই সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটিও গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবি উঠেছে, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধ করা যায়। পুলিশ জানিয়েছে, আহত ১১ জনের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক হলেও অধিকাংশের চিকিৎসা চলছে এবং তারা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। নিহতদের পরিবারের প্রতি সরকার গভীর সমবেদনা জানিয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে, তাইপের এই হামলা শান্তিপূর্ণ তাইওয়ানের জন্য এক বড় ধাক্কা। প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার পুনর্মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকানো যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এর তত্ত্বাবধানে রবিবার অন আ সাইকেল আয়োজন

গোরখপুর, ২১ ডিসেম্বরঃ ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য, ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে গোরখপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন এর তত্ত্বাবধানে রবিবার অন আ সাইকেল আয়োজন করা হয়েছিল। এই প্রচারণার মাধ্যমে প্রতিদিন আধ ঘন্টা ফিটনেসের একটি ডোজ বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। অ্যাথলেটিক্স কোচ মিঃ বিনোদ কুমার সিং NERSA-এর সহ-সভাপতিশ্রী বিজয় কুমার এবং সাধারণ সম্পাদকNERSA-এর শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং-এর উপস্থিতিতে সাইক্লোথনটি পতাকাঙ্কিত করে উদ্বোধন করেন। সাইক্লোথনটি রেলওয়ে স্টেডিয়াম থেকে শুরু হযে.প্রায. ৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মোহাদ্দিপুর, পাদলেগঞ্জ, রামগড়তল (সার্কুলার রোড), আর.কে.বি.কে. এবং জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের মধ্য দিয়ে রেলওয়ে স্টেডিযামে ফিরে আসে। প্রধান সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী শ্রী রোশন লাল যাদব এবং সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা শ্রী চন্দ্র বিজয় সিং, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কোচ, ক্রীড়াবিদ, স্থানীয় ক্রীড়াবিদ এবং কর্মীদের সাথে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং ফিটনেস সম্পর্কে একটি ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে, সাধারণ সম্পাদকনার্সা শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং বলেন যে ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার জন্য এক বছর আগে সানডেস অন সাইকেল চালু করা হয়েছিল এবং এর এক বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিদিন আধা ঘন্টা ফিটনেসের একটি ডোজ বার্তাটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই প্রচারণার আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রী সিং বলেন যে ফিটনেস আজকের দিনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, যা নিয়মিত সাইকেল চালানোর মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে। নিয়মিত সাইকেল চালানো আমাদের ফিটনেস বজায.রাখতে সাহায্য করতে পারে। সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা শ্রী চন্দ্র বিজয় সিং এই সাইক্লোথনে যতটা সম্ভব ক্রীড়াবিদকে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেছেন।

দেশজুড়ে গণআন্দোলনের ডাক ইমরানের

২১ ডিসেম্বরঃ পাকিস্তানের রাজনীতিতে অস্থিরতা আরও গভীর হল। নতুন এক দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ১৭ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল পাক আদালত। একই মামলায় তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকেও সমান মেয়াদের সাজা দেওয়া হয়েছে। আদালতের এই রায়ের পর জেলে বসেই দেশজুড়ে বৃহত্তম বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিলেন ইমরান।

Name Change
I, Shyamol Das (Old Name) S/O–Mahadeb Das resident of Vill-Mithipur , Po-Giriya , Ps- Raghunathganj, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742230 do hereby declared that I have changed my name from Shyamol Das to Shyamal Das and henceforth I shall be known as Shyamal Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/12/2025. My name Shyamal Das & Shyamol Das both are same and one identical person.

Name Change
I, Tarak Chandra Barai (Old Name) S/O–Ambika Barai resident of Kanthalia, Nandanpur, Karimpur, Nadia, West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Tarak Chandra Barai to Tarak Barai and henceforth I shall be known as Tarak Barai (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/12/2025. My name Tarak Barai & Tarak Chandra Barai both are same and one identical person.

Name Change
I, Azimuddin (Old Name) S/O–Sahadali Sk resident of Vill- Halsanapara , Po-Chowrigacha , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Azimuddin to Ajemuddin Mir and henceforth I shall be known as Ajemuddin Mir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/12/2025. My name Ajemuddin Mir & Azimuddin both are same and one identical person.

Name Change
I, Sentu Sekh (Old Name) S/O–Ajemuddin Mir resident of Vill- Halsanapara , Po-Chowrigacha , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742405 do hereby declared that I have changed my name from Sentu Sekh to Sentu Mir and henceforth I shall be known as Sentu Mir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/12/2025. My name Sentu Mir & Sentu Sekh both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Aparajita Mondal Dey (old name) wife of Nilanjan Dey, residing at Prithibi Enclave, Block- A, 3rd Floor, Flat-C, Kolupukur, Rajarhat Gopalpur(m), PO-Hatiara, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700157, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Aparajita Mondal (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata vide affidavit No. 8132 dated 19/12/2025. Aparajita Mondal Dey (old name) and Aparajita Mondal (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Subhankar Bera পিতা-নিরাপদ বেড়া, ঠিকানা গ্রাম পোঃ ডহরকুন্ডু থানা- আরামবাগ জেলা হুগলী, পিন ৭১২৬১৭. আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজে ভুলবশত Suvankar Bera হয়েছে। গত ১৯.১২.২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক আরামবাগ, হুগলী জেলা এফিডেভিট বলে Subhankar Bera হলাম। এখন থেকে Subhankar Bera and Suvankar Bera Co Nirapada Bera one and the same are Identical Person

CHANGE OF NAME
I, MOYAZZEM HOSSAIN (DOB-1/5/1962), S/o Manik Mondal residing at Vill Papila, P.O. Dakshin Chatra, P.S. Baduria, Dist. North 24 Pgs. In my passport my name and DOB was wrongly recorded as MOYAJJEM HOSSAIN (DOB-1/5/1961) Now it is rectified in all purpose vide affidavit No 5400 dt. 4/8/2025. before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat. MOYAJJEM HOSSAIN and MOYAZZEM HOSSAIN both are same one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Pankaj Kr Dey, Pankaj Dey (পুরাতন নাম) পিতা Late Pushpa Ranjan Dey ঠিকানা 332A Arabinda Nagar, Regent Park, Regent Park S.O, District - Kolkata, Pin - 700040, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 19-12-2025 এর Affidavit no 19/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Pankaj Kumar Dey (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Pankaj Kr Dey, Pankaj Dey (নতুন নাম) ও Pankaj Kumar Dey (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME
I, Tanima Rani Bhadra (Old Name) W/o Ashit Kumar Bhadra Residing at Nungi Bazar (Chakchandul) P.o - Batanagar, P.s - Maheshtala, District - South 24 Parganas, Pin - 700140, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Tanima Bhadra (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-12-2025. Tanima Rani Bhadra (Old Name) and Tanima Bhadra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Sawan Chowdhury (Old Name) S/o Asit Chowdhury Residing at 984, Netaji Sarani, Madhyabaluria, P.o - Nabapally, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700126, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sowan Chowdhury (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-12-2025. Sawan Chowdhury (Old Name) and Sowan Chowdhury (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Esha Hak Dhali (Old Name) S/o Late Asraf Dhali Residing at Dakshin Bilandapur, P.o+P.s - Magrahat, District - South 24 Parganas, Pin - 743355, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Esak Dhali (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at D/Harbour, South 24 Parganas vide affidavit no 11864 Dated 24-10-2025. Esha Hak Dhali (Old Name) and Esak Dhali (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Faroj (Old Name) S/o Mir Abadat Ali Residing at Vill+P.o - Uttar Madhabpur, P.s - Bhangar, District - South 24 Parganas, Pin - 743502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Mir Faraj (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-12-2025. Faroj (Old Name) and Mir Faraj (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Mohd. Ashraf (old name) son of Late Md. Nazir Ahmed, residing 14/C, Bibi Bagan Lane, Tangra, Kolkata – 700015, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Ashraf Ahmed Abbasi (new name) as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah vide affidavit No. 4352 dated 30/04/2024. Mohd. Ashraf (old name) and Ashraf Ahmed Abbasi (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Saila Parveen (old name) daughter of Ekhalaque Ullah, residing at 14/H/2, Bibi Bagan Lane, Tangra, Kolkata - 700015, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sabiha Anjum (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Sealdah vide affidavit No. 4352 dated 30/04/2024. Saila Parveen (old name) and Sabiha Anjum (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Manab Kumar Bhattacharya (Old Name) S/o Jagabandhu Bhattacharya Residing at Haripur, District - Purba Medinipur, Pin - 721631, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Manab Bhattacharya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 17/2025 Dated 19-12-2025. Manab Kumar Bhattacharya (Old Name) and Manab Bhattacharya (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Gouri Shankar (Old Name) S/o Ratan Lal Mundhra Residing at Dulchasar, Bikaner, Rajasthan - 331811, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Gouri Shankar Mundhra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 16/2025 Dated 19-12-2025. Gouri Shankar (Old Name) and Gouri Shankar Mundhra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Rajesh Kumar Agarwal (Old Name) S/o Late Mahabir Prasad Gupta Residing at The 64 Earthpoint, Block 3, Flat 1A, 4 Kundan Bye Lane, Jindal Tower, Liluah, P.o - Liluah, District - Howrah, Pin - 711204, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Rajesh Agarwal (New Name) as declared before Ld. Executive Magistrate (1st Class) at Howrah vide affidavit no 20073/25 Dated 09-12-2025. Rajesh Kumar Agarwal (Old Name) and Rajesh Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Debosmita Some (Old Name) D/o Debasish Shome Residing at 20A, East Road, Jadavpur University, Vtc - Jadavpur University S.O, District - Kolkata, Pin - 700032, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Debosmita Shome (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 18/2025 Dated 19-12-2025. Debosmita Some (Old Name) and Debosmita Shome (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME
I, Aktari Begum (Old Name) W/o Nesar Ahmed Residing at 7/1B, Tiljala Road, Vtc - Gobinda Khatick Road S.O, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Akhtari Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 15/2025 Dated 19-12-2025. Aktari Begum (Old Name) and Akhtari Begum (New Name) both are same and one identical person.

জেলা

শীতের দাপটে কলকাতা, মরশুমের শীতলতম দিনে তাপমাত্রা নামল ১৪.৪ ডিগ্রিতে, কুয়াশার সতর্কতা জারি দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ কলকাতায় জাঁকিয়ে পড়েছে শীত। চলতি মরশুমে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ঠান্ডা দিনের সাক্ষী থাকল মহানগর। এক ধাক্কায় প্রায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গিয়ে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছে ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ভোর ও রাতের দিকে ঠান্ডার আমেজ স্পষ্ট, সঙ্গে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পরিস্থিতিকে আরও শীতল করে তুলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বড়দিনের সময় তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমতে পারে। যদিও আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রার খুব বড় ওঠানামা হবে না বলেই পূর্বাভাস। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, দক্ষিণবঙ্গে শীতের প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়ছে। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা শুষ্ক ও ঠান্ডা হাওয়ার প্রভাবে রাতের তাপমাত্রা কমছে। দিনের বেলায় রোদ থাকলেও সকালের দিকে কুয়াশা ও ঠান্ডা বাতাসের জন্য শীতের অনুভূতি বজায় থাকছে। আগামী সাতদিন দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। রাত ও দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি বা সামান্য কমবেশি হতে পারে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় আজ ও আগামী দু'দিন হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস। ভোরের দিকে বেশ কিছু জায়গায় দৃশ্যমানতা কমে ২০০ থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে নেমে আসতে পারে। ফলে সকালের যান চলাচলে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। বিশেষ করে হাইওয়ে ও ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে কুয়াশার দাপট তুলনামূলকভাবে বেশি থাকবে। রবিবার ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায়। এইসব এলাকায় কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা ৫০ মিটার পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। রবিবার ও সোমবার মিলিয়ে বেশ কিছু জেলায় কুয়াশার ঘনঘটা চলবে বলে পূর্বাভাস। পশ্চিমের জেলাগুলিতে আগামী কয়েকদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে তুলনামূলকভাবে তাপমাত্রা কিছুটা বেশি থাকবে। পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও উত্তর ২৪ পরগনার উপকূল এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। তবে এখানেও ভোরের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যেতে পারে। সমুদ্র সংলগ্ন এলাকায় আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় শীতের অনুভূতি কিছুটা আলাদা

হলেও সকালের দিকে ঠান্ডা স্পষ্ট থাকবে। কলকাতার ক্ষেত্রেও একই ছবি। গতকাল শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তবে সকাল ও সন্ধ্যায় ঠান্ডা অনুভূত হবে। আজ থেকে শহরের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে বলেই অনুমান আবহাওয়াবিদদের। বড়দিনের সময় তাপমাত্রা সামান্য নামলেও তীব্র শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা আপাতত নেই। উত্তরবঙ্গে অবশ্য শীতের আমেজ আরও স্পষ্ট। দার্জিলিং জেলা ও সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ থেকে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে। পাহাড়ে ঠান্ডার সঙ্গে কুয়াশার সম্ভাবনাও রয়েছে। রবিবার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সোমবারও এই দুই জেলায় কুয়াশার দাপট থাকতে পারে। এছাড়াও দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ঘন কুয়াশা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ি ও ডুয়ার্স অঞ্চলে ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যেতে পারে। ফলে পাহাড়ি রাস্তায় চলাচলের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মালদহ ও সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের নিচের দিকের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ থেকে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে। সব মিলিয়ে, রাজ্যজুড়ে শীতের আমেজ ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসছে। যদিও আপাতত তীব্র শৈত্যপ্রবাহের কোনও সতর্কতা নেই, তবুও কুয়াশা ও কম দৃশ্যমানতার কারণে সকালের দিকে সাধারণ মানুষকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে। আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে, আকাশ পরিষ্কার থাকবে, কিন্তু ভোর ও রাতের দিকে শীত ও কুয়াশার প্রভাব অব্যাহত থাকবে বলেই পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের।

ভোটার তালিকা সংশোধনে স্বচ্ছতা বাড়াতে নতুন উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২১ ডিসেম্বর ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা আরও জোরদার করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। সংশোধনী প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে যে শুনানি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে নজরদারি বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের মাইক্রো অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রের গ্রুপ বি বা তার ঊর্ধ্বতন পদমর্যাদার আধিকারিকদেরই দেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট মহল। ভোটার তালিকা সংশোধনের সময় অভিযোগ গ্রহণ, আপত্তির শুনানি এবং যাচাই-বাছাইয়ের মতো বিষয়গুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই কারণেই শুনানি পর্বে যাতে কোনও রকম পক্ষপাতিত্ব বা অনিয়মের অভিযোগ না ওঠে, সেই লক্ষ্যে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক হিসেবে কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এই সংক্রান্ত প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় নিয়েই মঙ্গলবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং তাঁর দপ্তরের একাধিক পদস্থ কর্তা। পাশাপাশি কেন্দ্রের অধীনস্থ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরের বিভাগীয় প্রধান ও প্রতিনিধিরাও বৈঠকে যোগ দেন। সূত্রের খবর, মোট ১৬টি কেন্দ্রীয় দফতরের প্রতিনিধিরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে যে সব কেন্দ্রীয় দফতরের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-কোল ইন্ডিযা, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি), আয়কর বিভাগ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই), মেট্রো রেল-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় সংস্থা। এই দফতরগুলির অধীনে কর্মরত অভিজ্ঞ আধিকারিকদেরই মাইক্রো অবজার্ভার হিসেবে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন। সূত্রের দাবি, বৈঠকের মূল

আলোচ্য বিষয় ছিল-শুনানি পর্বে মাইক্রো অবজার্ভারদের ভূমিকা কী হবে, তাঁরা ঠিক কোন কোন বিষয়ের উপর নজর রাখবেন এবং তাঁদের কাছ থেকে কী ধরনের রিপোর্ট প্রত্যাশিত। ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি, বাদ দেওয়া বা সংশোধন সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানিতে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা বিধি মেনে এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে হচ্ছে কি না, সেই দিকেই বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। নির্বাচনী আধিকারিকদের মতে, মাইক্রো অবজার্ভারদের কাজ হবে মূলত পর্যবেক্ষণমূলক। তাঁরা সরাসরি শুনানিতে হস্তক্ষেপ করবেন না, কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটি নিরপেক্ষ ও নিয়ম মেনে হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখবেন। কোনও অনিয়ম বা বিধিভঙ্গের সম্ভাবনা নজরে এলে তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোই হবে তাঁদের প্রধান দায়িত্ব। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, আগামী ২৪ তারিখ মাইক্রো অবজার্ভার হিসেবে নিযুক্ত আধিকারিকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত আইন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা, শুনানি প্রক্রিয়ার নিয়মাবলি এবং রিপোর্টিং পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হবে। যাতে দায়িত্ব পালনের সময় কোনও বিভ্রান্তি না থাকে, সে বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের মতে, ভোটার তালিকা হল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। এই তালিকায় সামান্য ভুল বা অনিয়মও ভবিষ্যতে বড় বিতর্কের জন্ম দিতে পারে। বিশেষ করে ভোটের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ নতুন নয়। সেই কারণেই কমিশন আগেভাগে বাড়তি সতর্কতা নিতে চাইছে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের মাইক্রো অবজার্ভার হিসেবে নিয়োগ করা হলে সংশোধনী প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষের আস্থা আরও বাড়বে। একই সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের উপর নির্ভরতা কমিয়ে একটি নিরপেক্ষ নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। যদিও কেউ কেউ মনে করছেন, এত বেশি কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ নিয়ে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বিতর্কও তৈরি হতে পারে। তবে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, এই উদ্যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য হল ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ করে তোলা। কমিশনের মতে, কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায় এবং কোনও অযোগ্য ব্যক্তির নাম যাতে তালিকায় না থাকে, তা নিশ্চিত করাই এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য। সব মিলিয়ে, মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগের প্রস্তুতি, কেন্দ্রীয় দফতরগুলির সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা- এই সমস্ত পদক্ষেপ স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে আসন্ন ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় কোনও রকম গাফিলতি রাখতে চাইছে না নির্বাচন কমিশন। আগামী দিনে এই উদ্যোগ কতটা কার্যকর হয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ।

রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল দ্বারা বহুলায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

কলকাতা,২১ ডিসেম্বর ঃ রোটারি ক্লাব অফ দুর্গাপুর সেন্ট্রাল ২১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ বহুলায় একটি মেগা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করেছে, যা বহুলা ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছিল। এই শিবিরে লায়ন্স ক্লাব হসপিটাল, রানিগঞ্জের ডাক্তাররা সাধারণ চিকিৎসা, পালমোনোলজি, অরথোপেডিক্স ইত্যাদিতে বিনা মূল্যে পরিষেবা প্রদান করেছেন। মোট ২০০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রয়োজনীয় আরও চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল। এই স্বাস্থ্য শিবিরের সাথে সাথে, লায়ন্স ক্লাব অফ রানিগঞ্জ (MLJM আই হসপিটাল) এর সহযোগিতায় IOL (Intraocular Lens) এর জন্য একটি স্ক্রিনিং শিবিরও আয়োজিত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের দল ১৬৭ জনকে পরীক্ষা করেছে, যার মধ্যে ৫৭ জনকে IOL সার্জারির জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং ১১০ জনকে আরও চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়েছে। সার্জারিগুলি MLJM আই হসপিটালে লায়ন্স ক্লাব অফ রানিগঞ্জের সমর্থনে পরের সপ্তাহ থেকে শুরু হবে। এই উদ্যোগটি বহুলা ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের ৪০ বছরের প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে, যার নেতৃত্বে আছেন রোটারিয়ান অজয় পল। RCDC ১৯৯৮ সালে তাদের সাথে সহযোগিতা শুরু করেছে। এই অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে, RCDC প্রয়োজনীয় কমিউনিটির সদস্যদের বিনা মূল্যে ব্ল্যাঙ্কেটও বিতরণ করেছে, যা রোটারিয়ান মানতার সিং (সভাপতি), রোটারিয়ান ছগন প্যাটেল (কোষাধ্যক্ষ), এবং রোটারিয়ান অজয় পলের উপস্থিতিতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের নয়া উদ্যোগঃ ইসনা ও বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের যৌথ উদ্যোগ

কলকাতা,২১ ডিসেম্বর ঃ পর্বতের পরিবেশ ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এনিয়ে চিন্তিত বিজ্ঞানী মহলে। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে অবস্থিত বহু প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন (ইসনা) পর্বত দিবসে আয়োজন করেছিল এক অনুষ্ঠানের । অনুষ্ঠানের শুরুতে ইসনার সহ সভাপতি প্রশান্ত কুমার বসু বলেন,' মেঘনাদ সাহা , আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়েযর হাতে তৈরি করা প্রতিষ্ঠান ইসনা প্রযুক্তির হাত ধরে দশকের পর দশক এগিয়ে যাচ্ছে। বহু বিজ্ঞানী , বিজ্ঞান লেখক বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। সেই সময়ে তাঁরা ভেবেছিলেন , বিজ্ঞান জার্নাল সায়েন্স অ্যান্ড কালচারের কথা। করনা কাল থেকে বিজ্ঞানকহন ও সায়েন্টিফিকা কমিউনিকা নামে দুটি ই-পেপার নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে । আজ থেকে ইন্ডিযান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায়য কলেজের এক মাত্র ইন্টারনেট রেডিও স্টেশন রেডিও কলকাতার সঙ্গে যৌথভাবে বিজ্ঞান জনপ্রিয় করণের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে চলেছে। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে ইসনার অঙ্গনে। এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত'। ইসনার সম্পাদক ড. অমিত কৃষ্ণ দে বলেন, ইসনা ধারাবাহিক ভাবে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করনের কাজ করে চলেছে। সায়েন্স জার্নালিজম বিষয়ক বেসিক ও অ্যাডভান্স দুটি কোর্স চলছে।সারাবছর ধরে সেমিনার , ওয়ার্কশপ সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিবস পালিত হয় ইসনার উদ্যোগে। এখন থেকে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের ইন্টারনেট রেডিওতে ইসনার অনুষ্ঠান সম্প্রচার নতুন মাত্রা সংযোজন করল।ইসনার প্রবীনতম সদস্য ড. মানস চক্রবর্তী সংক্ষেপে ইসনার ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত

অ্যাসোসিয়েট প্রেসের প্রাক্তন চিত্র সাংবাদিক বিকাশ দাস , পাহাড়ের তাঁর তোলা ছবির কথা আলোচনা করেন।অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের অধ্যক্ষা ড. রাজ্যশ্রী নিয়োগী । ড. নিয়োগী বলেন, পাহাড়ে যেমন পরিবেশগত সমস্যা রয়েছে তেমনি সমুদ্রেও অনেক সমস্যা রয়েছে। প্রান্তিক জেলেরা সমুদ্রে ছোটো ছোটো মাছ ধরে আনে তাদের অভাবের তাড়নায়। ইসনার সদস্যদের সাহয্যে রেডিও কলকাতা ও প্রান্তিক সমুদ্রজীবি মানুষের কাছে স্বচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। আরও একটি সমস্যা আমাদের সমাজে প্রকট হচ্ছে, সেটি হলো - ছাত্র ছাত্রীরা বেসিক সায়েন্স পড়তে আসছে না। এব্যাপারে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ , ইসনার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে. ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বেসিক সায়েন্স পড়ার আগ্রহ তৈরি করতে চায়। আপনারা যদি এগিয়ে আসেন এই মহান কাজে কলেজ পাশে থাকবে।' ইসনার সভাপতি ড. বিকাশ চক্রবর্তী বলেন, ' বেসিক সায়েন্স পড়তে আসছে না তার মূল কারণ হলো আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ বিজ্ঞানীরা তেমন কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেতে পারছেনা যা ছাত্র ছাত্রীদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠতে পারে। একটা বাচ্ছা ছোটো থেকে খেলার প্রতি আগ্রহী হতে পারে। সে ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকর কে আদর্শ করে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে।এরকম অনেকেই করছে , তাদের মধ্যে অনেকেই ভালো ক্রিকেটার হয়েছে, কিন্তু কেউ বিজ্ঞান নিয়ে ভালো কিছু করবে কিনা সেটা ছোটোবেলা থেকে বোঝা যায় না। তাদের অনেকের মন বোঝার বয়স আসার আগেই তাদের মন অন্যদিকে চলে যায় ।

রবিবার নদীয়ার শান্তিপুরে মোদী বিরোধি পোস্টার

গোপাল বিশ্বাস ঃ মোদির সভার আগুন ছড়াল শান্তিপুরে! 'গো ব্যাক মোদি' পোস্টার ঘিরে নদীয়ায় তীব্র রাজনৈতিক তরজাবিধান সভা নির্বাচন যতোই এগিয়ে আসছে নদীয়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ চড়ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার আগেই শনিবার চাকদহে 'গো ব্যাক মোদি' পোস্টার ঘিরে তৈরি হয়েছিল চাঞ্চল্য। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার নদীয়ার শান্তিপুর শহরের একাধিক জায়গায় চোখে পড়ল একই ধরনের পোস্টার। শনিবার শান্তিপুরে যেখানে এই পোস্টার দেখা যায়নি,রবিবার সকাল হতেই সেখানেই পোস্টার পড়তে দেখা যায়, যা ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার এই ঘটনার পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন। তাঁর দাবি, পরিকল্পিত ভাবেই বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা চালিয়েছিলো। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে তৃণমূল কংগ্রেস। শান্তিপুরের তৃণমূল বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামীর স্পষ্ট দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস কোনওভাবেই যুক্ত নয়। সব মিলিয়ে 'গো ব্যাক মোদি' পোস্টারকে কেন্দ্র করে নদীয়ার রাজনীতিতে উত্তেজনা তুঙ্গে, আর তা ঘিরেই জোর রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশী পাচারকারীর হাতে আটক ভারতীয় বিএসএফ জওয়ান

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ২১ ডিসেম্বরঃ বেশ কিছুদিন ধরেই উত্তপ্ত বাংলাদেশ। সারা বিশ্ব দেখছে অমানবিক ছবি। এরই মাঝে কোচবিহারের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জারি করা হয়েছে এক্সট্রিম এলার্ট। যাতে অনুপ্রবেশ সহ যে কোনো রকম সমস্যা সমাধান করতে পারে ভারতের বিএসএফ জওয়ানরা। এখন শীতের মরশুম উত্তরবঙ্গে এই সময় ভোরের দিকে বা গভীর রাতের পরেই ঘন কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সমগ্র এলাকা। কোচবিহারে তার ব্যতিক্রম নয়। এই ঘন কুয়াশার চাদর কে হাতিয়ার করেই চোরাচালানকারীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে আর সে কারণেই ইতিমধ্যেই বিএসএফের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত যাওয়ার মতান করা হয়েছে কোচবিহার বাংলাদেশ সীমান্তে। রবিবার কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের দহগ্রাম--আঙ্গরপোতা সীমান্তে বাংলাদেশি পাচারকারীদের হাতে আটক ভারতীয় এক বিএসএফ। জানা যায়। বিএসএফ সূত্রের খবর অনুযায়ী রবিবার ভোর রাতে ওই ভারতীয় বিএসএফ জওয়ান পাচারকারীদের ধাওয়া করে যখন তারা ভারতে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করছিল। এমত অবস্থায় ঘনকুয়াশার সুযোগ নিয়ে একদল পাচারকারী ওই বিএসএফ জওয়ানকে আটক করে নিয়ে যায় বাংলাদেশে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক উত্তেজনা প্রশাসনিক মহলে। আটক ভারতীয় বিএসএফ জওয়ানের নাম বীর প্রকাশ। তাকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের দায়ে আটক করেছে বাংলাদেশের লালমনির হাটের ৫১-বিজিবি আধিকারিকরা।

ভগবানপুরে গানের অনুষ্ঠানে হেনস্থা, লগ্নজিতা চক্রবর্তীকে বাধা-স্কুল মালিক মেহবুব গ্রেপ্তার

নিজস্ব সবাদদাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে এক বেসরকারি স্কুলের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট গায়িকা লগ্নজিতা চক্রবর্তী হেনস্তার শিকার হলেন। অভিযোগ, স্কুলের মালিক মেহবুব মল্লিক 'জাগো মা' গানটি গাওয়ার সময় গায়িকাকে বাধা দেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ গান গাওয়ার নির্দেশ দেন। এ ঘটনায় মেহবুবকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনা শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর সাউথ পয়েন্ট পাবলিক স্কুলে ঘটে। লগ্নজিতা সেখানে এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছিলেন এবং ৬-৭টি গান গাওয়ার পর তিনি দেবী চৌধুরানী সিনেমার 'জাগো মা' গানটি গাইতে শুরু করেন। অভিযোগ, সেই সময় স্কুলের মালিক মেহবুব মঞ্চে উঠে গায়িকাকে মারধর করতে গেলে হেনস্তার ঘটনা ঘটে। আয়োজক স্বার্থক ভট্টাচার্য জানান, গায়িকা গানটি গাইছিলেন, সেই সময় মেহবুব মঞ্চে উঠে মারমুখী হয়ে ওঠেন। ভরা মঞ্চে শিল্পীকে হেনস্তা করা হয় । আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। পুলিশ তদন্ত করে তাকে গ্রেপ্তার করুক। লগ্নজিতা বলেন, আমি গান গাইছিলাম, তখন মেহবুব মালিক স্টেজে উঠে মারমুখী হন। তাঁকে সরানোর পর পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছি। তদন্ত হোক। মেহবুবের ভাই মাসুদ মালিকও স্বীকার করেছেন, মঞ্চে লগ্নজিতা একটি ধর্মীয় গান গাইছিলেন। তখন তাঁকে আবেদন করে বলা হয়, সেকুলার গান গাও। রাজনৈতিক মহলও ঘটনার প্রতি পক্ষ থেকে জানা যায়, ভগবানপুর থানার ওসি শাহেনশাহ হক বলেন, স্কুলের অনুষ্ঠানে ঝামেলা হয়েছে। অভিযোগ জমা পড়েছে। তদন্ত চলছে। জেলা পুলিশ সুপার মিতুনকুমার দে বলেন, মেহবুব মল্লিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। বিজেপির শঙ্কুদেব পণ্ডা বলেন, এক মহিলার উপর অন্যায় হচ্ছে, ব্যবস্থা নেওয়া হোক। না হলে আন্দোলন শুরু হবে। অধীর চৌধুরী বলেন, বাংলার মানুষ জবাব চাইছে, কেন একজন শিল্পীকে হেনস্তার শিকার হতে হবে? সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, এটা আমাদের বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যায় না। গান বেছে দেওয়া নিয়ে হেনস্তা চলতে পারে না। পুলিশের তাঁকে আদালতে পেশ করা হচ্ছে। তদন্ত চলছে। ভগবানপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় সামাজিক ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক সমালোচনা দেখা দিয়েছে। ঘটনা বেসরকারি স্কুলের অনুষ্ঠান হলেও, শিল্পীর স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের তৎপরতায় মেহবুবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং মামলা তদন্তাধীন।

লকডাউনের অন্ধকার পেরিয়ে স্বপ্নের আলো, কর্মসংস্থানের দিশা দেখালেন পূর্বস্থলীর কবিতা পাল

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২১ ডিসেম্বর ঃ লকডাউনের ধাক্কা থেকে স্বপ্নের উত্থান, কেক বানিয়ে কর্মসংস্থান গড়ে তুললেন কবিতা পাল। পূর্বস্থলী পলাশপুলি এলাকার কবিতা পালের জীবনে লকডাউন ছিল এক কঠিন অধ্যায়। করোনাকালে বাবার কাজ চলে যাওয়া এবং পড়াশোনা শেষ করেও চাকরি না পাওয়ার হতাশা তাঁকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। তবে ছোটবেলা থেকেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কিছু করার এবং অন্যদের কাজ দেওয়ার যে সুপ্ত বাসনা ছিল, সেই স্বপ্নকেই বাস্তবে রূপ দিলেন তিনি। লকডাউনের সময় থেকেই কবিতা নিজে হাতে কেক তৈরি করা শুরু করেন। ধীরে ধীরে সেই কেক তৈরির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে প্রচার চালান। মানুষের ভালোবাসা ও আগ্রহই তাঁকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। আজ তিনি গড়ে তুলেছেন নিজের ব্র্যান্ডের একটি কেকের সংস্থা। শুধু তাই নয়,

অফলাইন ও অনলাইন-দু'ভাবেই কেক তৈরির প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বহু ছাত্রছাত্রীকে। কবিতা এদিন রবিবার তিনি জানান, লকডাউনে মানুষের অসুবিধা এবং বাবার কাজ চলে যাওয়ার ঘটনাই তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখিয়েছে। তাঁর সংস্থার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই কয়েকজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যদি কিছুটা সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে আগামী দিনে আরও বেশি মানুষের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব। সামনেই ২৫ ডিসেম্বর, বড়দিন। ফলে এখন নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই কবিতার। তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নেওয়া ছাত্রছাত্রীরা এবং সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা সকলেই ব্যস্ত কেক তৈরির কাজে। ব্যস্ততার মধ্যেও কবিতার চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-নিজের উদ্যোগকে আরও বড় করে তোলা এবং আরও মানুষের মুখে হাসি ফোটানো । লকডাউনের অন্ধকার সময়ে দাঁড়িয়ে সাহস ও পরিশ্রমের যে উদাহরণ কবিতা পাল তৈরি করেছেন, তা আজ অনেক তরুণ-তরুণীর কাছেই শিক্ষণীয়।

শ্যামবাজারে মানবাধিকার রক্ষায় নাগরিকদের দৃঢ় ঐক্য

কলকাতা, ২১ ডিসেম্বরঃ কলকাতার শ্যামবাজার পাঁচ মাথা মোড়ে আয়োজিত উন্মুক্ত নাগরিক সভায় নাগরিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মর্যাদা রক্ষার বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পিপলস ভয়েস, পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টি (PUCL) এবং পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে এই সভায় বক্তারা নাগরিক সচেতনতা এবং সংহতির গুরুত্বকে তুলে ধরেন।গুঙ্কক্ষ্ণা পশ্চিমবঙ্গের সংযোজক অম্লান ভট্টাচার্য বলেন- মানবাধিকার কোনো দান নয়, এটি প্রত্যেক নাগরিকের জন্মগত অধিকার। মত প্রকাশ ও প্রতিবাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চের সংযোজক এবং 'উই আর দ্য কমন পিপল'-এর সেক্রেটারি শুভজিৎ দত্তগুপ্ত বলেন- অধিকার শুধু লিখিত নথি নয় তা বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হতে হবে। খাদ্য, চিকিসা, শিক্ষা ও বাসস্থান নিশ্চিত না হলে নাগরিকের অধিকার পূর্ণ হয় না। সচেতন ও সংগঠিত জনগণই এই অধিকার রক্ষায় প্রধান শক্তি। পিপলস ভয়েস-এর অধ্যাপক তরুণ সমাদ্দার বলেন- সংস্কৃতি মানুষের প্রতিবাদ এবং সচেতনতার শক্তিশালী মাধ্যম। গান, কবিতা, নাটক- এ সব মানবাধিকার রক্ষায় জনগণের আঃেদালনকে শক্তিশালী করে।সভায় বিশিষ্ট লেখক আকাশ পাইন ও সাংবাদিক অপূর্ব দাস নাগরিক স্বাধীনতা, মুক্ত সংবাদমাধ্যম এবং সত্য প্রকাশের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। উত্তরের কলকাতা নেতাজি জন্মোসব উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে কাশীনাথ রায় বলেন- মানবাধিকারের লড়াই মানে মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা। দুর্বার মহিলা সমন্বয় সমিতির রমা দেবনাথ যৌনকর্মীদের সামাজিক স্বীকৃতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি তুলেন। কবিতা পাঠ করেন সায়ন্তিকা বসু এবং পিপলস ভয়েস-এর সমর্থকবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশনা করে সভাকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। আয়োজকরা জানান- মানবাধিকারের জন্য সচেতনতা এবং সংহতি কেবল এক দিনের উদ্যোগ নয়, এটি প্রতিদিনের নাগরিক দায়িত্ব এবং দীর্ঘমেয়াদি সংগ্রামের অংশ হবে।

হারানো মোবাইল উদ্ধার করে ফেরত দিল মেট্রোকর্মী

কলকাতা, ২১ ২০.১২.২০২৫ তারিখে আনুমানিক ১৫,৩০ ঘটিকায় নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত একজন মহিলা আরপিএফ কর্মী একটি রুটিন তল্লাশির সময় একটি দাবিদারবিহীন মোবাইল ফোন খুঁজে পান এবং সেটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন।এরপর, সমস্ত স্টেশনে একটি নিযন্ত্রণ বার্তা পাঠানো হয়।কিছুক্ষণ পর একজন যাত্রী নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে মোবাইল ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত সরকারি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর ফোনটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়।তিনি তার হারানো ফোনটি ফিরে পেতে সাহায্য করার জন্য মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। আজ এই করিডোরের হাওড়া ময়দান - সল্ট লেক সেক্টর ৫ অংশের মধ্যে এটিও (ATO) পরীক্ষার কারণে আজ অর্থাৎ ২১.১২.২০২৫ তারিখে গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবা দুপুর ১২টা থেকে পাওয়া যায়। আজ শেষ মেট্রো পরিষেবার সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

১৩৩ বলে ১৭২ রান! পাকিস্তানের সমীর মিনহাসের জোড়া বিশ্বরেকর্ড

সংবাদসংস্থা, ২১ ডিসেম্বর ঃ পাকিস্তানের প্রতিশ্রুতিশীল যুব ব্যাটার সমীর মিনহাস অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে একটি নজিরবিহীন পারফরম্যান্সের মাধ্যমে নতুন জোড়া বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেছেন। মাত্র ১১৩ বলে ১৭২ রান করে সমীর না শুধু ফাইনালে সর্বাধিক রান করার রেকর্ড ভেঙেছেন, বরং এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বাধিক রান করার রেকর্ডও নিজের নামে লিখেছেন। ফাইনালে সমীর মিনহাসের ব্যাট থেকে আসে ১৭টি চারের এবং ৯টি ছক্কা। এর ফলে পাকিস্তানের যুব ব্যাটার নিজের নামের সঙ্গে নতুন ইতিহাস গড়েছেন। এর আগে ২০১২ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে ১৩৪ রান করেছিলেন পাকিস্তানের সামি আসলম। সমীর সেই রেকর্ডও ছাপিয়ে গেছেন। এ ইনিংসের মাধ্যমে তিনি কেবল ফাইনালে নয়, পুরো টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান করার রেকর্ডও নিজের দখলে নিয়েছেন। সমীর মিনহাস পাঁচটি ইনিংসে ৪৭১ রান করেছেন। তাঁর সংগ্রহে রয়েছে দুটি শতরান এবং একটি অর্ধশতরান। গড় ১৫৭ রান। এই রেকর্ডের আগের ধারক ছিলেন পাকিস্তানের সামি আসলম। ২০১২ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের পাঁচটি ইনিংসে তিনি ৪৬১ রান করেছিলেন, যার মধ্যে দুটি শতরান এবং দুটি অর্ধশতরান ছিল। প্রায় ১৩ বছর পর সমীর এই রেকর্ড ভেঙে নতুন নজির স্থাপন করেছেন। সমীর মিনহাসের জন্ম ২০০৬ সালের ২ ডিসেম্বর পাকিস্তানের মুলতানে। পরিবার থেকেই সমীরের ক্রিকেটের সঙ্গে পরিচয়। তাঁর দাদা, আরাফাত মিনহাস, ২০২৩ সালের এশিয়ান গেমসে পাকিস্তানের হয়ে খেলেছেন এবং পাকিস্তান সুপার লিগে করাচি কিংস ও মুলতান সুলতানসের হয়ে মাঠ মাতিয়েছেন। সমীরের এই পারিবারিক ক্রিকেট পটভূমি তাকে প্রাথমিক পর্যায়ে ভালো ভিত্তি দিয়েছে। সমীর পাকিস্তানের বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের মাধ্যমে উঠে আসছেন। মুলতানের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৩ পর্যায় খেলেছেন তিনি। এরপর সাউদার্ন পঞ্জাবের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৬ এবং মুলতানের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট খেলে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। এর পরেই তিনি পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ দলে সুযোগ পান। এই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ১৪৮ বলে ১৭৭ রানের ইনিংস খেলেছিলেন সমীর। সেই ইনিংস ছিল যুব এক দিনের ক্রিকেটে এক ইনিংসে সর্বাধিক রান করার রেকর্ড। তবে পরে সেই রেকর্ড ভাঙেন ভারতের অভিজ্ঞান কুন্ডু, যিনি মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ২০২ রান করেন। সমীরের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এবং তার ফাইনালে ১৭২ রানের ইনিংস পাকিস্তানের জন্য উজ্জ্বল এক মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। ফাইনালে ভারতের বিরুদ্ধে সমীরের ইনিংস শুধু পরিসংখ্যান নয়, দলের মনোবল ও ম্যাচের গতিপ্রকৃতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ ধরনের পারফরম্যান্স যুব ক্রিকেটে তার ভবিষ্যকে শক্ত ভিত্তিতে স্থাপন করেছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও এই ব্যাটিং সমীরকে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় খেলোয়াড় হিসেবে তুলে ধরছে। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে এই রেকর্ড সমীরের দক্ষতা, ধৈর্য এবং কৌশলের প্রতিফলন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে এত বড় রেকর্ড তৈরি করা একটি ব্যাটারের জন্য বড় অর্জন। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা সমীরকে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ স্টার হিসেবে উল্লেখ করছেন। তাঁর রেকর্ড এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্সকে সামনে রেখে আশা করা যাচ্ছে, তিনি শীঘ্রই সিনিয়র আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। সমীর মিনহাসের এই ফাইনাল পারফরম্যান্স প্রমাণ করছে যে, যুব ক্রিকেটে প্রতিভার সঙ্গে ধৈর্য এবং সঠিক প্রস্তুতি থাকলেই বড় রেকর্ড সম্ভব। পাকিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯ দলের এই জয় এবং সমীরের রেকর্ড ভাঙার কীর্তি ক্রিকেট বিশ্বে দীর্ঘ সময় আলোচিত হবে। সমীর মিনহাসের ফাইনাল ইনিংস এবং টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রানের রেকর্ড ক্রিকেটের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যুক্ত করেছে। এই ধরনের পারফরম্যান্স পাকিস্তানের যুব ক্রিকেটের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। সমীরের নাম এখন শুধুমাত্র পাকিস্তানের নয়, আন্তর্জাতিক যুব ক্রিকেটেও এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

শেষ মুহূর্তের লড়াইয়েও হারল ইংল্যান্ড,অস্ট্রেলিয়ার অপরাজেয় জয়

সংবাদসংস্থা,১ ডিসেম্বর ঃ অ্যাশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার আধিপত্য আরও একবার স্পষ্ট হল। ইংল্যান্ড শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মরিয়া লড়াই করলেও অ্যাডিলেডে তৃতীয় টেস্টে তারা জয় পায়নি। দু'ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজের ফল অজিদের পক্ষে নিশ্চিত হয়ে গেছে, ফলে এবার অ্যাশেজ ট্রফি অস্ট্রেলিয়ার ঘরে থাকবে। অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে আলেক্স ক্যারির সেঞ্চুরির সাহায্যে ৩৭১ রান তোলে অজিরা। জবাবে ইংল্যান্ড ২৮৬ রানে অলআউট হয়। বেন স্টোকস ৮৩ রানের ইনিংস খেলেন এবং দলের কিছুটা লড়াই শক্তি যোগ করেন, তবে পুরো দল অজিদের চাপ সামলাতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে অজিরা ৮৫ রানের লিড নিয়ে শুরু করে। ট্রাভিস হেডের নজিরবিহীন সেঞ্চুরির সৌজন্যে তারা ৩৪৯ রান সংগ্রহ করে। ইংল্যান্ডকে তাড়া করতে গিয়ে লক্ষ্য দাঁড়ায় ৪৩৫ রান। ইংল্যান্ডের লোয়ার অর্ডার চতুর্থ দিনে শক্ত ল।াই দেখায়। পঞ্চম দিনে তারা ৩৫২ রানে থেমে যায়, ফলে ৮২ রানের পরাজয় মেনে নিতে হয়। জেমি স্মিথ ৬০, উইল জ্যাকস ৪৭ এবং ব্রাইডন কার্স ৩৯ রান করে দলের লড়াইকে কিছুটা দৃঢ় রাখেন। তবে শেষ চার উইকেট দ্রুত পড়ে যাওয়ায় ইংল্যান্ডের জয় সম্ভব হয়নি। অজিদের হয়ে কামিন্স, স্টার্ক এবং নাথান লিওঁ তিনজনই ৩টি করে উইকেট নেন, যা ম্যাচের ফলাফলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর আগে পার্থে প্রথম টেস্ট এবং ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্ট জিতে অজিরা পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল। অ্যাডিলেডে তৃতীয় জয় নিশ্চিত করায় তারা সিরিজে অপরাজেয় ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। ফলে অ্যাশেজ ট্রফি এবার নিশ্চিতভাবেই অজিদের হাতে যাবে। যদিও ইংল্যান্ড শেষ ইনিংসে কিছুটা মানসিক শক্তি ও ল।াই দেখিয়েছে, ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স যেমন স্টোকস, স্মিথ, জ্যাকস ও কার্সের ইনিংস উল্লেখযোগ্য হলেও পুরো সিরিজে তারা অজিদের চাপে পারফেক্ট লড়াই দেখাতে পারেনি। শেষ টেস্টের লড়াই কিছুটা উত্তেজনা যোগ করলেও, সিরিজের বড় ছবি অজিদের ওপর একপেশে আধিপত্যই ফুটিয়ে তোলে।

অ্যাশেজ ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার এই জয় তাদের আধিপত্যকে আরও দৃ। করেছে। ইংল্যান্ডের সমর্থকদের জন্য অবশ্য শেষ ইনিংসের ল।াই কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে, তবে সার্বিকভাবে সিরিজে ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্স হতাশাজনক। অস্ট্রেলিয়ার বোলিং আক্রমণ এবং ব্যাটিং শক্তি এই সিরিজে ইংল্যান্ডকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে, যা তাদের একপেশে জয়ের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

পারফর্ম না করলে বাদ! টি-২০ অধিনায়ক সূর্যকুমারের কাছে ম্যানেজমেন্টের চূড়ান্ত বার্তা

সংবাদসংস্থা,১ ডিসেম্বর ঃ ভারতের টি-২০ ক্রিকেটে সহ-অধিনায়ক শুভমান গিলকে বাদ দেওয়ার পর অনেকেই অবাক হয়েছেন। তবে

ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্তে যে বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা শুধুমাত্র গিলের জন্য নয়। একই রকম সতর্কবার্তা পৌঁছেছে দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের কাছে। ম্যানেজমেন্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, শুধুমাত্র অধিনায়ক হওয়ার কারণে তিনি দলেই আছেন। ফর্মে না ফিরলে এবার কোনো রকম ছাড় নেই - পারফর্ম না করলে বাদ পড়তে হবে। ফর্মের বিচারে সূর্যকুমার এই মুহূর্তে দলের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছেন। চলতি বছরে ১৫টি টি-টোয়েন্টি ইনিংসে গিল করেছেন ২৯১ রান, স্ট্রাইক রেট ১৩৭। কিন্তু একই সময়ে ১৯টি ইনিংসে সূর্যকুমার করেছেন মাত্র ২১৮ রান। গড় মাত্র ১৩.৬২ এবং স্ট্রাইক রেট ১২৩.২। এশিয়া কাপে সর্বোচ্চ রান করেছেন ৪৭। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে চার ইনিংসে করেছেন মাত্র ৩৪ রান, গড় মাত্র ৮.৫০। স্ট্রাইক রেটও মাত্র ১০৩। এক সর্বভারতীয় সূত্র জানিয়েছে, সূর্যকে দলেই রাখা হয়েছে শুধুমাত্র অধিনায়ক হওয়ার কারণে। তবে ম্যানেজমেন্ট এবং কোচ গম্ভীর স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দ্রুত ফর্মে না ফিরলে ড্রেসিংরুমে সম্মান হারাতে হবে। এই ধরনের পারফরম্যান্স অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে দলেও জায়গা হবে না। কোচ গম্ভীরের বার্তা পরিষ্কার - অতীত পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে কাউকে দলে রাখা হবে না, দলকে যে কোনও মূল্যে জেতাতে হবে। এছাড়া, টি-২০ বিশ্বকাপের পর সূর্যকুমার আর অধিনায়ক হিসেবে থাকবেন না, এটি প্রায় নিশ্চিত। তবে ৩৫ বছর বয়সি অধিনায়ক আশাবাদী। আগামী মাসে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে নিজেকে ফর্মে ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে। সূর্যকুমার বলেছেন, প্রত্যেক ক্রিকেটারের ক্যারিয়ারে ওঠাপড়া থাকে। আমি জানি কোথায় ভুল হচ্ছে। হাতে এখনও সময় আছে। নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর আমি ফের মাঠে দেখা দেব। তারপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলার জন্য প্রস্তুত থাকব। সংক্ষেপে, ম্যানেজমেন্টের চূড়ান্ত বার্তা স্পষ্ট - পারফর্ম না করলে দল থেকে বাদ, এবং অধিনায়ক হওয়ার প্রাধান্য আর কোনও রক্ষা করবে না। সূর্যকুমারের জন্য এখন সময়ের সঙ্গে লড়াই করে ফর্মে ফিরে আসা একমাত্র পথ।

আইপিএল ফিরছেন বাংলার দুই পেসারঃ চোট সারিয়ে ফেরার টোটকা নেবেন মুকেশ

সংবাদসংস্থা,১ ডিসেম্বর ঃ বাংলার দুই তরুণ পেসার মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ এবার ফের আইপিএলে নিজেদের সাফল্যের জন্য মাঠে নামতে প্রস্তুত। জাতীয় দলের সদস্য হিসেবে পরিচিত এই দুই ক্রিকেটারের নিলাম পরবর্তী জীবন এবং ভবিষ্য পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন তাঁরা। মুকেশ কুমার গত মরশুমে ভারতীয় দলের তিন ফরম্যাটেই অভিষেক হয়েছে মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে। তবে সেই সময় পায়ের পেশিতে গুরুতর চোট পান, যা তাঁকে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে রাখে। রঞ্জি ট্রফি মরশুমের শুরুতে খেলার সুযোগও পাননি তিনি। এখন তাঁকে দেখা যাচ্ছে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ট্রফি এবং চ্যালেঞ্জ বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য অনুশীলনরত। মুকেশ নিজেই জানিয়েছেন, আগস্টে চোট পেয়েছিলাম। নভেম্বরের শেষে মাঠে ফিরেছি। এত ব। চোট আগে পাইনি। দীর্ঘদিন এনসিই-তে চিকিসা চলেছিল। তবে সবাই উসাহ দিয়েছেন। রোহিত শর্মা ভাই এসেছিলেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। মুকেশের লক্ষ্য এখন পুরোপুরি ফিট হয়ে দলের জন্য অবদান রাখা। চোট সারানোর জন্য তিনি অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার মিচেল স্টার্কের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছেন। স্টার্কের কাছ থেকে তিনি জানতে চান কীভাবে চোট সামলে আবার স্বমহিমায় ফিরে আসা সম্ভব। মুকেশ কুমারের দলে ফিরতে হবে দিল্লি ক্যাপিটালসে। দলের স্কোয়াডে রয়েছে মিচেল স্টার্ক, আকিব নবি, টি নটরাজন, কাইল জেমিসনসহ অন্যান্য পেসার। তাই প্রথম একাদশে জায়গা করে নেওয়া সহজ হবে না। কিন্তু মুকেশ বলেন, আমি ভবিষ্য নিয়ে অতিরিক্ত ভাবছি না। বর্তমান সময়ে ফোকাস থাকে। দলের ভালো প্লেয়ার থাকা দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্বের জন্য নিজেকে তৈরি রাখাই এখন মূল লক্ষ্য। বয়স তিরিশ পার হলেও জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের জন্য মুকেশ এখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অন্যদিকে, আকাশ দীপকে এবার কলকাতা নাইট

রাইডার্স দলে নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ নয় বছর পর বাংলার কোনো ক্রিকেটারকে কেকেআরের দলে দেখা যাবে। আকাশ বলেন, আমি তো বাংলারই প্লেয়ার। ইডেন আমার মাঠ। ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা ও প্রত্যাশার চাপ দুইই আছে। একসময় নেট বোলার হিসাবে এখানে ছিলাম। এবার দলের সদস্য হিসেবে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছি। আইপিএলের আগে আকাশের লক্ষ্য শুধু পারফর্ম করা নয়, তিনি শাহরুখ খানের সঙ্গে ' সিনেমার গানে নাচতে চান। তিনি জানিয়েছেন, আমি সিনেমা বিশেষ দেখি না। তবে শাহরুখের ' স্টেপ' নিয়ে ধারণা আছে। সেই গানে নাচার ইচ্ছে রয়েছে। আকাশের জন্য এটা নতুন দলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময়ও। কলকাতা নাইট রাইডার্সে অভিষেক নায়ারের সঙ্গে আগেও কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ভারতের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে ব্যাটিং কোচ হিসেবে নায়ারের পরামর্শ পেয়েছেন। আকাশ জানিয়েছেন, ব্যাটিং নিয়ে পরামর্শ পাওয়ায় তার খেলার উন্নতি হয়েছে। দলে ইতিমধ্যেই আছে উমরান মালিক, হর্ষিত রানা, বৈভব অরোরা, মাথিশা পাথিরানা ও মুস্তাফিজুর রহমান। প্রথম দলে জায়গা সহজ নয়। তবে আকাশ বলেন, সেগুলো নিয়ে ভাবছি না। নিজেকে তৈরি করা এখন মূল লক্ষ্য। মুকেশ ও আকাশ দু'জনেই এখন নিজেদের পারফর্মেন্স, চোট সারানো ও দলের জন্য প্রস্তুতি নিয়েই বেশি মনোযোগী। আইপিএলের মাঠে তাঁদের ফেরার জন্য ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ তুঙ্গে। মুকেশ কুমার চোট সারিয়ে ফেরার জন্য স্টার্কের পরামর্শ নিতে মুখিয়ে আছেন, অন্যদিকে আকাশ দীপ নতুন দলের হয়ে পারফর্ম করার পাশাপাশি শাহরুখ খানের সঙ্গে নাচার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। বাংলার দুই পেসার এবার আইপিএলে নিজেদের সম্ভাব্য সাফল্য প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত।

আরসিবি কেকেআরের ক্রিকেটারদের 'টার্গেট' ভেঙ্কটেশ আইয়ার ছিনিয়ে নিলেই ক্ষুব্ধ নাইট কোচ

সংবাদসংস্থা , ২১ ডিসেম্বর ঃ করোনাকালের পর থেকেই কেকেআর ও আরসিবির মধ্যে নিলাম যুদ্ধ যেন হয়ে উঠেছে এক বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিশেষ করে কেকেআরের তারকা ক্রিকেটারদের নিয়েই যেন আরসিবি বিশেষ নজর রাখে। এই মরশুমেও সেই একই ধারা দেখা গেল, যখন আরসিবি ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে কেকেআরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল। এই ঘটনার পর কেকেআরের কোচ অভিষেক নায়ার প্রকাশ্যভাবে তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন এবং বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নিশানা করেছেন। ২০২৪ সালের আইপিএল মরশুমে কেকেআরের জয়ের পেছনে ব। ভূমিকা রেখেছিলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার। শুধু তাই নয়, তিনি কেকেআরের লিডারশিপ গ্রুপের অংশও ছিলেন এবং দলের অন্যতম ভরসাযোগ্য ক্রিকেটার হিসেবে বিবেচিত। ২০২৫ মরশুমের জন্য কেকেআরও পরিকল্পনা করেছিলেন ভেঙ্কটেশকে দলের সঙ্গে রেখেই খেলানোর। আশা করা হয়েছিল, এই তারকা ক্রিকেটার আগের মতই দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। কিন্তু আইপিএল নিলামে প্রত্যাশার বিপরীতে ঘটে বিপরীত ঘটনা। আরসিবি ভেঙ্কটেশকে ৭ কোটি টাকায় কিনে নেয়, যেখানে কেকেআর সর্বোচ্চ ৬.৮ কোটি টাকা পর্যন্ত বিড করেছিল। কেকেআরের পরিকল্পনা ছিল, নিলামের আগে ভেঙ্কটেশকে ছে। দেওয়ার মাধ্যমে কম মূল্যে ফেরানো সম্ভব হবে। কিন্তু আরসিবি সবসময় কেকেআরের ক্রিকেটারদের দিকে লক্ষ্য রাখার কারণে এই আশা ভেস্তে যায়। কেকেআর কোচ অভিষেক নায়ার বলেন, ভেঙ্কটেশ আইয়ার আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির একজন ক্রিকেটার। শুরু থেকেই আমাদের দলে ছিলেন। আমরা ভেবেছিলাম, অন্যান্য দল হয়তো অন্য ক্রিকেটারদের জন্য বেশি খরচ করবে, তাই আমরা কম দামে ভেঙ্কটেশকে ফেরাতে পারব। ও আমাদের দলে ভালো মানিয়ে যাবে। অভিজ্ঞতা রয়েছে, আমাদের দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। নিলাম পর্বের আগে এ ধরনের পরিকল্পনা প্রকাশ করার পরও কেকেআরের আশায় জল ঢেলে দেয় আরসিবি। নিলামে ভেঙ্কটেশের দাম উঠে যায় ৭ কোটি পর্যন্ত। এছাড়া কেকেআরের অন্য দুই তারকা ফিল সল্ট এবং সুয়াশ শর্মাও আরসিবি কিনে নেয়। অভিষেক নায়ার অনুযোগ করেন, আমরা ভেঙ্কটেশকে ফেরানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু আরসিবি সবসময় আমাদের ক্রিকেটারদের পিছনে থাকে। তবু ভেঙ্কটেশের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রয়েছে। ভেঙ্কটেশ আইয়ার ছাড়াও আরসিবি ক্রমাগত কেকেআরের ক্রিকেটারদের দিকে

নজর রাখছে। গত মরশুমেও তাদের লক্ষ্য ছিল কেকেআরের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারদের দলে টানা। বিশেষ করে স্থানীয় বা 'ঘরের ছেলে' ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে আরসিবি আগ্রাসী অবস্থান নেয়। এই কারণে কেকেআরের দল গঠন পরিকল্পনা প্রভাবিত হচ্ছে। কেকেআরের ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য এই পরিস্থিতি নতুন নয়। অভিষেক নায়ার বলেছেন, আমরা মনে করি, একটি দলের ক্রিকেটারদের প্রতি অন্য দলের এমন আগ্রাসন ন্যায্য নয়। কিন্তু আইপিএল হল নিলামের খেলা, প্রতিযোগিতা আছে। আমরা আমাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছি। ভেঙ্কটেশ আইয়ারের পারফরম্যান্স নিয়ে খেলার বাইরে কেকেআরের চেষ্টার কারণে এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে রণনীতির লড়াই আরও তীব্র হয়েছে। নিলাম শেষ হবার পর আরসিবির পদক্ষেপ স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে, তারা কেকেআরের তারকা ক্রিকেটারদের লক্ষ্য করে তাদের দলকে শক্তিশালী করতে চাইছে। নাইলামে এ ধরনের পরিস্থিতি কেকেআরের সমর্থকদের মধ্যেও উত্তেজনা তৈরি করেছে। ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে হারানোর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেক ক্রিকেট পণ্ডিত এবং অনুরাগীরা। তবে অভিষেক নায়ার সতর্ক করে বলেছেন, আমরা হতাশ হইনি। দলের জন্য নতুন পরিকল্পনা তৈরি করছি। আমাদের লক্ষ্য দলকে সঠিকভাবে সাজানো। এই ঘটনা IPL নিলামের প্রতিযোগিতার কৌশলগত দিককেও তুলে ধরেছে। শুধু কেকেআরের নয়, অন্যান্য দলও তাদের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারদের ধরে রাখতে এবং অন্য দলের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। আরসিবি এবং কেকেআরের মধ্যকার এই প্রতিযোগিতা আগামী মরশুমেও অব্যাহত থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। সারসংক্ষেপে বলা যায়, আইপিএল নিলামে আরসিবি কেকেআরের 'ঘরের ছেলে' ক্রিকেটারদের টার্গেট করায় কেকেআরের কোচ অভিষেক নায়ারের অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে। ভেঙ্কটেশ আইয়ার ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় কেকেআরের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু দলের নতুন কৌশল ও ক্রিকেটারদের সঙ্গে পুনরায় সামঞ্জস্য তৈরি করাই এখন মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতে আইপিএল নিলামে এ ধরনের কৌশলগত ল।াই কেকেআর এবং আরসিবির মধ্যে আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অভিষেক নায়ারের মতে, দলের অভ্যন্তরীণ ক্রিকেটারদের মান ধরে রাখার পাশাপাশি নিলামে কৌশলগতভাবে এগিয়ে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে হারানো কেকেআরের জন্য হতাশার হলেও দলের কৌশলগত পরিকল্পনা নতুনভাবে সাজানোর সুযোগ তৈরি করেছে। আরসিবি কেকেআরের ক্রিকেটারদের প্রতি আগ্রাসী মনোভাব বজায় রেখেছে, যা আগামী আইপিএল মরশুমে আরও উত্তেজক লড়াইর স্বাক্ষর রাখবে।

জন্মদিনে রোনাল্ডোর রেকর্ড ছুঁলেন এমবাপে

সংবাদসংস্থা,১ ডিসেম্বর ঃ রিয়াল মাদ্রিদের স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে তাঁর ২৮তম জন্মদিনে স্বপ্নের ক্লাবের জার্সি গায়ে নজির গড়লেন। শনিবার লা লিগার ম্যাচে ১০ জনের সেভিয়াকে ২-০ ব্যবধানে হারাতে গুরুত্বপূর্ণ পেনাল্টি গোল করেন ফরাসি স্ট্রাইকার। গোলের পর এমবাপে সিউ উৎসবের মাধ্যমে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর কীর্তি স্পর্শ করলেন। ম্যাচে প্রথম গোল করেন জুড বেলিংহ্যাম, ৩৮ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেন। পরে মার্কোস নাসিমেন্টো। ৬৮ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ডে মাঠ ছাড়ার পর সেভিয়ার আক্রমণ রক্ষণাত্মক হয়ে যায়। এমবাপে এই সুযোগে ৮৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেন। এই গোলের মাধ্যমে এমবাপে ২০২৫ সালে রিয়ালের হয়ে মোট ৫৯ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করলেন। এই সংখ্যা ঠিক সেই রেকর্ডের সমান যা ২০১৩ সালে রোনাল্ডো সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে করেছিলেন। তবে নিজের আদর্শ রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনায় এমবাপে নিজেকে সরাসরি সমান মানতে নারাজ। তিনি বলেছেন, রোনাল্ডো যা করেছে তা অবিশ্বাস্য। তিনি রিয়ালের ইতিহাসের সেরা এবং বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা। তাঁর রেকর্ড ছুঁয়ে আমি সম্মানিত বোধ করছি।

ঢাকা থেকে সরছে বিপিএল, নিরাপত্তাহীনতায় অনিশ্চয়তার মুখে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ

ঢাকা,, ১ ডিসেম্বর ঃ ঢাকার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে ২০২৫ সালের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ঢাকার স্টেডিয়াম থেকে সরিয়ে সিলেটে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এটি এক অপ্রত্যাশিত কিন্তু জরুরি পদক্ষেপ। বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশের প্রধান শহরে নিরাপত্তার অভাব এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই ধরনের পদক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিসিবি সূত্রের খবর, ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকেই ঢাকায় আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। শহরের বিভিন্ন এলাকা মৌলবাদী ও কট্টরপন্থী গোষ্ঠীর দাপাদাপিতে অগ্নিগর্ভ। প্রশাসনের হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সীমিত। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বিদেশি ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা ও স্থায়ী নিরাপত্তা ঝুঁকির প্রশ্ন উঠেছে। ফলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) রাজধানীতে বিপিএল আয়োজনের ঝুঁকি নিতে চাইছে না। ঢাকায় বিপিএল হবে কি হবে না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। মূলত টুর্নামেন্টের শেষ পর্বের জন্য রাজধানী থেকে সরিয়ে নেওয়া হতে পারে। তবে পুরোপুরি শেষ পর্ব ঢাকায় হবে না বলেও বলা যায়। ঢাকার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং আগামী নির্বাচনের কারণে নিরাপত্তার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে বিদেশি ক্রিকেটাররা, ম্যাচ অফিসিয়াল এবং দর্শক সবাইকে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বিপিএলকে রাজধানী থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। ২৬ ডিসেম্বর থেকে টুর্নামেন্টের সিলেট পর্ব শুরু হবে। তবে নিরাপত্তার কারণে সংশয় দেখা দিয়েছে যে, ঠিক সময়মতো টুর্নামেন্ট শুরু করা সম্ভব হবে কি না। নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল ঝুঁকি বিবেচনা করে বিসিবি মাঠ প্রস্তুত রাখছে এবং মাঠে থাকা সকল খেলোয়াড় এবং দর্শককে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। বিসিবি সহসভাপতি সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে বিপিএল নিয়ে কোনও সংশয় নেই। টুর্নামেন্ট নির্ধারিত দিনেই শুরু হবে। মাঠ প্রস্তুত, আমরা প্রস্তুত। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। আমাদের মূল লক্ষ্য খেলোয়াড় ও দর্শকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তিনি আরও জানান, সিলেট পর্বের জন্য টিকিটের দামও ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। বিসিবি নিশ্চিত করতে চাইছে যে, নিরাপত্তা এবং খেলোয়াড়দের সুরক্ষা বজায় রেখে টুর্নামেন্টের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হচ্ছে। অপরদিকে বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটও বর্তমানে সংকটের মুখে দাঁড়িয়েছে। দেশের মোট ৭৭টি প্রথম শ্রেণির ক্লাবের মধ্যে ৪৫টি ক্লাব ঘরোয়া ক্রিকেট বয়কট করেছে। এই ক্লাবগুলি বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পদত্যাগ দাবি করছে। ক্লাবগুলোর এই বয়কট এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশের ক্রিকেট সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্কের ছায়া নেমেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটের এই সংকট বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগজনক অবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে। অতীতেও দেখা গেছে, ঢাকার রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আইনশৃঙ্খলা ভাঙনের কারণে আন্তর্জাতিক এবং ঘরোয় ক্রিকেটের বড় ইভেন্ট স্থগিত বা স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এইবারও পরিস্থিতি অনুরূপ। ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকে রাজধানী ঢাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় প্রশাসন বিভিন্ন এলাকা নিরাপদ করতে সক্ষম হলেও পুরো শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন বড় চ্যালেঞ্জ। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ঢাকায় বিপিএল আয়োজন করা গেলে বিদেশি ক্রিকেটার এবং দর্শকরা ঝুঁকির মুখে পড়বেন। টুর্নামেন্টের আর্থিক ও ভেন্যু প্রস্তুতি ঠিক থাকলেও নিরাপত্তার অভাব পুরো অনুষ্ঠানকে বিপদের মুখে ফেলতে পারে। তাই বিসিবি সিলেটে বিপিএল আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত যৌক্তিক বলে মনে করছেন অনেকে। অন্যদিকে ঘরোয়া ক্রিকেটের সংকটও দেশের ক্রিকেটকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। ৪৫টি ক্লাবের বয়কট এবং বোর্ড সভাপতির পদত্যাগের দাবিতে আঃেদালন দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের কাঠামোকে অস্থিতিশীল করেছে। এই অবস্থায় তরুণ খেলোয়াড়দের উন্নয়ন, নিয়মিত ম্যাচ খেলার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক স্কাউটিং প্রভাবিত হচ্ছে।সংক্ষেপে, ঢাকার অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তার ঝুঁকির কারণে বিপিএলকে সিলেটে সরিয়ে আনা হয়েছে। একই সঙ্গে ঘরোয়া ক্রিকেটের সংকট বাংলাদেশের ক্রিকেট সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। বিসিবি নিরাপত্তা, প্রস্তুতি এবং টুর্নামেন্টের সফলতা নিশ্চিত করতে সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছে।

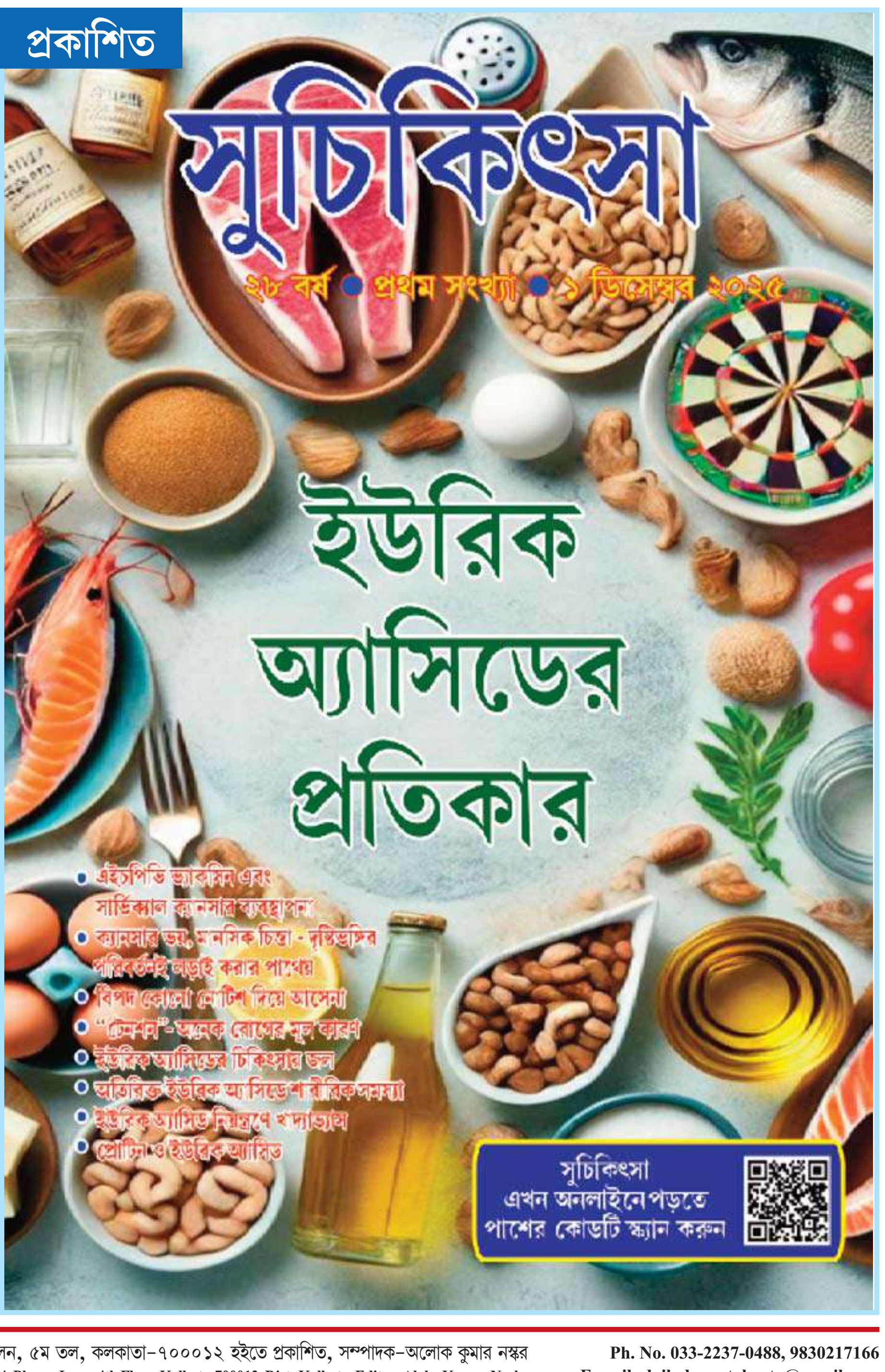

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com